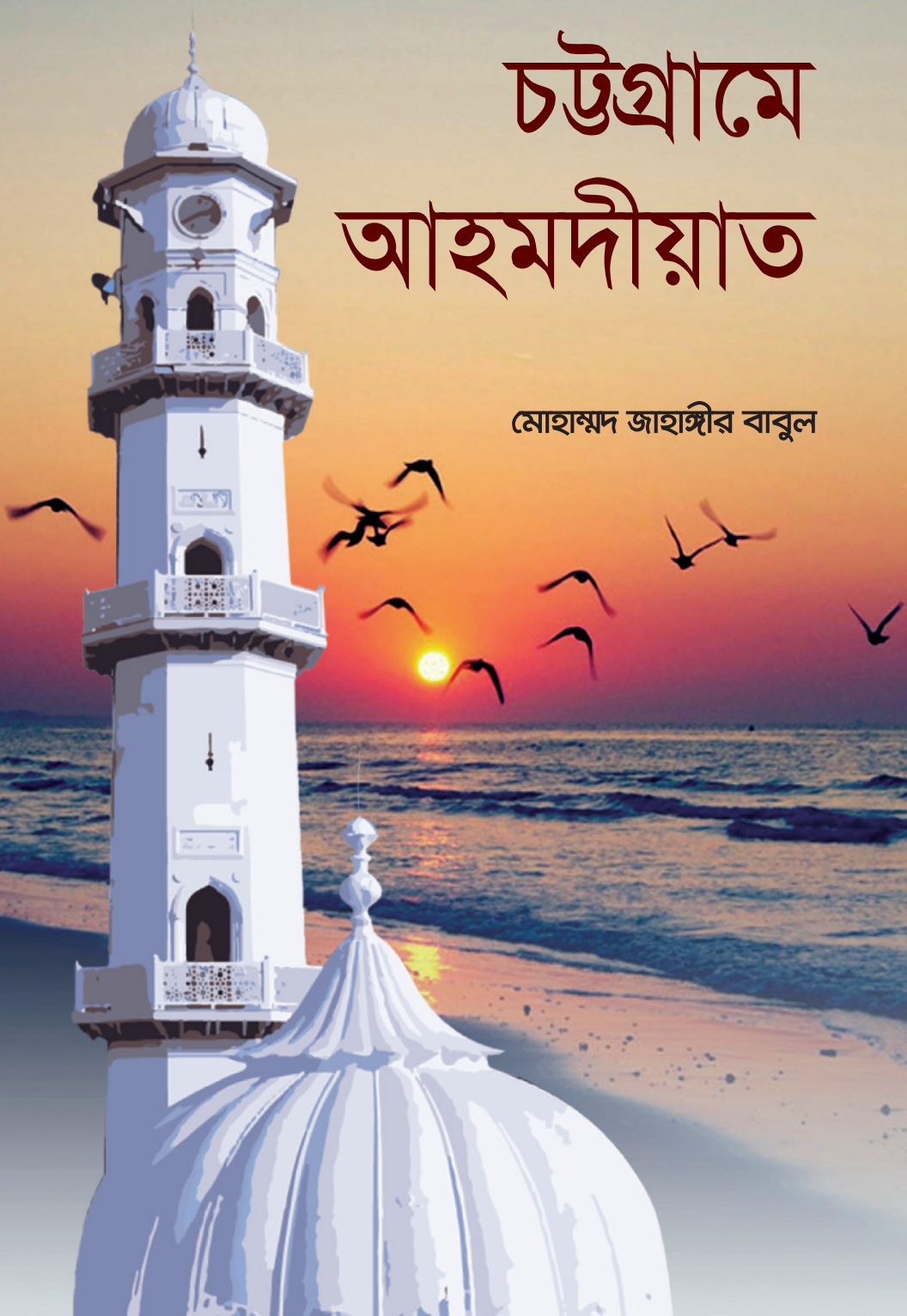


চট্টগ্রামে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল



আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের ক্রমবিকাশ

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পাহাড়ি কন্যা কর্ণফুলী, শঙ্খ ও মাতামুহুরী প্রভৃতি নদীর তীরে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ণপ বৈচিত্র্যময় মনোমুগ্ধকর জনপদ চট্টগ্রাম। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী এক প্রসিদ্ধ নগরী। এর কোথাও গগনভেদী শৈলশৃঙ্গ, কোথাও বৃক্ষরাজি নভোমণ্ডলে মস্তক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও সমুদ্রের উর্মিমালা বেলা ভূমিতে আঘাত করে। ফুলে ফলে সুশোভিত তরুরাজী সমৃদ্ধ দৃষ্টিনন্দিত অঞ্চল। সাগরকুন্তলার এ অঞ্চলে জীবন নির্বাহ সহজ ও মনোরম হওয়ার কারণে প্রাচীনকাল থেকেই এখানে মানব বসতি গড়ে ওঠে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে জলপথই হয় প্রথম ও প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম। নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ প্রভৃতি জলযান আবিষ্কারের ক্রমধারায় মানুষ বাহন হিসেবে ব্যবহার করে। বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য এবং ভ্রমণ বিলাসীরা পর্যটনের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং স্বদেশ থেকে ভিন্নদেশে যাতায়াত করে। আর চট্টগ্রাম অপূর্ব সুষমাময় অঞ্চল হওয়ার কারণে কোলকাতা ও হুগলী বন্দরের পূর্বে সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠে। ফলে প্রাচীন কাল থেকে এ বন্দরে বিদেশীদের আগমন ঘটে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের প্রধান দ্বার হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটনে খ্যাতি লাভ করে। বিভিন্ন দেশের আগন্তুকরা চট্টগ্রামকে আপন মনের মাধুরীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন এবং বিভিন্ন নামকরণও করেছেন। ফলে এর নামকরণে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি বলেন—

প্রকৃতির লীলাভূমি “শৈলকিরীটিনী” “সাগরকুন্তলা” চট্টলভূমি ভারতের সুদূর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এমন মনোহারী যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভ্রমণকারী ও ভাবগ্রাহীরা ইহাকে আপনাদের মনঃপুত কত কত বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

(১) আদর্শদেশ, (২) সূক্ষ্মদেশ, (৩) ক্লীং বা কালেন, (৪) রম্যভূমি, (৫) চিতাগাঁও, চিৎগাঁও (৬) চট্টল, (৭) চৈত্যাগ্রাম, (৮) সপ্তগ্রাম, (৯) চট্টলা, (১০) চট্টগ্রাম (১১) চক্রশালা, (১২) চন্দ্রনাথ, (১৩) চরতল, (১৪) চিতাগঞ্জ, (১৫) চাটীগাঁ, (১৬) শ্রীচট্টল, (১৭) সাতগাঁও, (১৮) সীতাগঙ্গা, (সীতাগাঙ্গ), (১৯) সতের কাউন, (২০) পুষ্পপুর, (২১) রামেশ, (২২) কর্ণবুল, (২৩)

সহরেসবুজ, (২৪) পার্বতী, (২৫) খোর্দ-আবাদ, (২৬) Portogrande (বৃহৎ বন্দর), (২৭) ফতেয়াবাদ, (২৮) আনক, (২৯) রোশাং, (৩০) ইসলামাবাদ, (৩১) মগরাজ্য, (৩২) Chittagong.^১

প্রাচীনকালে আরব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আরব বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে চলে যেতো। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে পরিচয়ের পর তারা প্রায়শ চট্টগ্রাম আগমন করে এবং অনেক সময় ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে। বাণিজ্যিক কাজ ছাড়াও তারা ইসলাম প্রচারের কাজ করেছেন।

আবার অনেক আশেকে রসূল সুফি সাধক শুধু ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে পদার্পণ করেন। তারা অসীম সাহসিকতা ও কঠোর সাধনার দ্বারা ইসলামের খেদমত করেছেন। অনেকে বিবাহশাদী করে স্থায়ী বসতি স্থাপনের মাধ্যমে সমাজে ইসলামের শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠায় আমরণ কাজ করেন। কেউ কেউ চট্টগ্রাম থেকে নিভৃত জনপদ বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী-উপত্যকা পাড়ি দিয়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে গমন করেছেন।

কথিত আছে, চট্টগ্রামে আগত এসব সুফি সাধকদের মধ্যে বারজন বিশিষ্ট আউলিয়া ছিলেন। সে জন্যই চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশও বলা হয়। তাঁদের পদচারণায় চট্টগ্রামের মাটি ধন্য ও গৌরবান্বিত। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের দোয়ার ফলে খোদার রহমত বর্ষিত হয়। ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানেও একত্ববাদের শিক্ষার অনুসারী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রসার ঘটে।

অপরদিকে পাকভারতের মধ্যে পাঞ্জাব মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ এবং পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। আর এ পাঞ্জাবেই বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগের ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর অনুবর্তী শিষ্য বঙ্গদেশে শতবর্ষ আগে সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এক ঐতিহাসিক বাণীতে বলেন—

“আমি যখন দেখি, ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের পরে যে দেশে ইসলাম সব চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হলো আপনাদের বঙ্গদেশ। তখন আমার

নিজের এই ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। কেননা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার দ্বারাই সকল সংশয় কেটে যায়।”২

বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চল অনেক সুফি সাধকের দোয়া ও পদধূলিতে ধন্য বলেই হয়তো আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিত ইমামুজ্জামানের প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণকারীর জন্ম চট্টগ্রামেই হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পাঞ্জাবের কাদিয়ানে উদিত চন্দ্রের ঐশী নূরের আলো পূর্ব বাংলার বুকো চট্টগ্রামেই প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। চট্টলার এক সোনার সন্তান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম বাঙালি আহমদী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

বলাবাহুল্য, পাকভারতের বিভিন্ন আন্দোলনের অগ্রপথিক চট্টগ্রাম। ১৭৫৭ খ্রি: পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তন্মধ্যে চট্টগ্রাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ খ্রি: সিপাহী জনতার বিপ্লবে চট্টগ্রামের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ১৯৭১ খ্রি: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও চট্টগ্রাম বিশেষ অবদান রাখে। শুধু তাই নয় আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বনেতা বিশ্বনবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অনুবর্তীতে সারা বিশ্বে ইসলামের শরীয়তের বিধানকে বাস্তব রূপ দানের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত উম্মতি নবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রথম আহমদী ব্যক্তিটিও চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান। কালজয়ী ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তিটির নাম হযরত মওলানা আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.) ১৯০৪ সালে কাদিয়ান চলে যান এবং হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভে আবেগাপ্লুত হয়ে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। অতঃপর চট্টগ্রামে নিজ এলাকায় এসে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। বড় বড় মওলানাদের সাথে তাঁর বহাস হয়। ফলে অনেক মোখালেফাত আসে। এসব মোখালেফাতের ঘটনা তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য প্রেরণ করতেন এবং হযরত (আ.)-এর ওফাতের পরও কাদিয়ানে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে তৎকালীন বদর পত্রিকায় কতিপয় প্রকাশিত হয়। সেই অমূল্য পত্রগুলি থেকে দু'টি পত্র উল্লেখ করা হলো:

মৌলবি নুরুদ্দীন, মৌলবি খাদেম আলী, মৌলবি আহসানুল্লাহ, মৌলবি অলী আহমদ এবং মৌলবি আফাযুল্লাহ সানী। সেখানে প্রায় ৫ হাজার লোকসমাগম হয়েছিল। বাহাসের সমাপ্তিতে দ্বিতীয় পক্ষ লজ্জিত ও পরাস্ত হয়েছে। কেননা তারা মসীহ নাসেরীর সশরীরে আকাশে যাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে নি। অবশেষে ঐ সকল মৌলবিরা এ অধমের নামে জঘন্য ফতোয়া লিখে কয়েকশত মৌলবির সিলস্বাক্ষরসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা দেয় যে, এ অধম কাফের, মুর্তাদ, নাস্তিক এবং দাজ্জাল।

হে আমার মনিব! এ অধমের জন্য দোয়া করবেন। আজকেও চট্টগ্রামে একটি বিশেষ মোবাহাসার জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ অধম বাহাসের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। হুযুরের দাবী সম্পর্কে আলোচনা হবে। কৃতকার্যের জন্য দোয়া করবেন।

হুযুরের খাদেম
আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ আহমদী
স্থান: বটতলী
ডাকঘর: আনোয়ারা
জেলা: চট্টগ্রাম৩

(বঙ্গানুবাদ)
পূর্ব বাঙাল থেকে একটি বঙ্গধ্বনি
(পূর্ব বাঙলার রিপোর্ট)

জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হে আমার প্রিয় আমি তোমার সমীপে
রোজহাশরের আত্নাদ করছি।

চট্টগ্রামে নালায়েক গুরু মোল্লা মৌলবির কী-যে চীৎকার চেচামেচি করছে।
এখনো তাদের লজ্জা হয় না। বিভিন্ন জায়গায় তাদের দ্বারা আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
হয়েছি। মূসায়ী মসীহর মৃত্যুর বিষয়ে অকট্য দলিল তোমাদেরকে দেয়া
হয়েছে। আর মসীহে মুহাম্মদীর দাবীর স্বপক্ষে অগনিত দলিল উপস্থাপন করা
হয়েছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তোমরা ঈমানদারীর সাথে কাজ করো নি।
কেবল নিজেদের মিষ্টি মিষ্টি কথার দ্বারা জনগণকে খুশি করার পায়তারা করে
আমাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়ে এবং লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যবস্ত্র বানানো
হয়েছে।

হে চট্টগ্রামের মৌলবিরা! বিগত এক বছর ধরে এ অধমকে তোমরা নাস্তানাবুদ
করার জন্য সকল প্রকার প্রয়াশ চালাচ্ছে। আর বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছ এবং
অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে বিরক্ত করছ। পত্রের মাধ্যমে শক্ত শক্ত গালির
উপটোকন পাঠিয়েছ। অবশেষে রক্ত পিপাসু হয়ে কৃষ্ণকান্ত হাটে বাহাসের
জলসায় হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মৌলবি আশরাফ আলী হত্যাযোগ্য
ফতোয়া পড়ে গুনিয়েছে, আর সমমনা মৌলবিদেরকে এবং সমমনা জনগণকে
বারবার উত্তেজক কথার মাধ্যমে উত্তেজিত করতে থেকেছে। সেখান থেকে এ
অধমকে বাইরে যেতে দেয়া হয় নি। যেন আমার রক্ত দিয়ে বাহাসের জায়গাটি
সর্বদার জন্য স্মরণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখতে পার। যদি মৌজার পুলিশ সাব-
ইন্সপেক্টর উপস্থিত না থাকতো, তাহলে তোমরা কিছু না কিছু অবশ্যই ঘটাতো
যেভাবে উল্লেখিত মৌলবি বলেছিল একজন খুনের বদলে একজনেরই তো
ফাঁসি হবে, ভয়ের কী আছে, সবার তো আর ফাঁসি হবে না। এখন বল
তোমরা আমার বিরোধিতার আর কী বাকী রেখেছ? আফসোস! তোমরা
তাকওয়া থেকে এতটাই দূরে যেন পূর্ব আর পশ্চিম। আজও তোমরা এমন সব
নোংরা বক্তৃতা করে চলেছ যা কোন পুণ্যবান ভদ্র হৃদয় শুনে সহ্য করতে পারে

না। তবুও আমি তোমাদেরকে ভুলেও কোন কটুকথা বলি নি। ধৈর্য ও অবিচলতা থেকে এক পা-ও বাইরে যাই নি। আমাদের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। অর্থাৎ গণনার কয়েকটি দিনের এই নশ্বর জীবন বিনয়, দৈন্যতা এবং বিনম্রতার সাথে জীবন যাপন করব এবং যথাসাধ্য ধর্মসেবায় লেগে থাকবো, আর আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করব। আমরা পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে আসি নি বরং শান্তি-সন্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য এসেছি।

হে আমার প্রিয় স্বল্পবুদ্ধির মৌলবিরা! আমি তোমাদেরকে বারবার বুঝিয়েছি যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। কিন্তু তোমরা বিবেক খাটাও নি। একটু চিন্তা করে দেখ, কী কী অপরাধ তোমরা করেছে। আমরা তো ধৈর্য ধারণ করছি। কিন্তু আমাদের খোদা, যিনি সবার প্রভু এবং মহাপ্রতাপশালী খোদা, যিনি ন্যায়পরায়ণ এবং যথাযথ কর্মের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আজকের দিন তোমরা খুব আনন্দিত হয়ে এ কথা বলছ যে, আমাদের মসীহ তো মৃত্যুবরণ করেছে। তাই আবশ্যক হলো, তাদের দাবী কোনমতেই মানা যাবে না, অস্বীকার করতে হবে- নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

হে গম সদৃশ যব বিক্রেতা ইহুদী বৈশিষ্ট্যের মোল্লারা! তোমাদেরকে আমি ঠিক সময় থেকে চিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর তোমরা আনন্দোৎসব করেছিলে আর যথাসাধ্য সাহাবীদের বিরোধিতা করেছিলে। অপরপক্ষে সাহাবীদের দলও এক সাহসী দল ছিল যারা “ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রসূল” পড়ে এবং শুনে ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে আর পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে এশিয়ার ময়দানে, আর ইউরোপের পাহাড়ে, আর আমেরিকার অলি-গলিতে, আর আফ্রিকার সুউচ্চ মিনারে কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)” ধ্বনিতে প্রকম্পিত করেছিল। এটি ঐ সকল লোকেরই তাকওয়া, পরিশ্রম আর ধৈর্য ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল ছিল যাদের বরকতে আজ পৃথিবীতে আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এটি ঐ লোকদেরই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল যাদেরকে তোমরা নবুয়্যত থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিলে। স্মরণ রেখো, আমরা তাদেরই সন্তান। আমাদের রক্তে তাদের গুণাগুণ বয়ে চলেছে। সাহাবাদের মাঝে যে গুণাগুণ ছিল তা আমাদের

মাঝে আছে। যেটি নবী (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফার আসনে সমাসীন হয়েছিল। এখন আমরা “মাল মাসীহবনু মারইয়ামা ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রাসূল” পাঠ করে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, প্রশান্তির সাথে বলীয়ান হয়ে বসে আছি। তোমাদের ন্যায় জাগতিক লোকদের ভয়ে আমরা ভীত নই। ইনশাআল্লাহুল আযীয আমরা জগতের সামনে এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র প্রদর্শন করব। তোমরা ভয়ের কী মূর্তি আমাদের সামনে উপস্থাপন করো? তোমাদের বাহ্যিক উপকরণকে আমরা ঘাস-লতাপাতা বা ধুলির চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

সারকথা হলো, তোমরা কি মনে করো তোমাদের হুমকিতে আমরা ভয় পেয়ে যাবো? কখনো নয়। মনসুর হালাজের ন্যায় যদি আমাদেরকে মেরে ফেল অথবা ভাই মৌলবি আব্দুল লতিফ সাহেবের ন্যায় যদি পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর তবুও আমরা তখনো বলব যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত নবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, আর আমাদের ইমাম মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) সাহেব কাদিয়ানী মসীহ মওউদ এবং মাহদীর মাসউদ হয়ে সত্য মসীহ, আর আমাদের খোদা জীবিত খোদা, আমাদের নবী জীবিত নবী, আমাদের কিতাব জীবিত কিতাব, আমাদের ধর্ম জীবিত ধর্ম আর এমনিভাবে আমাদের মসীহই জীবিত মসীহ।

হে অত্যাচারী অজ্ঞ মৌলবির! তোমাদের মস্তিস্কের দরজা কি রুদ্ধ হয়ে গেছে? তোমরা কীভাবে ভীতিহীন বন্যপশুর ন্যায় হত্যার ষড়যন্ত্র করছ? আমি বুঝি না তোমরা কী ধরনের খরগোশের ঘুম ঘুমাচ্ছ, আর আফিং খোরের ন্যায় বাজে আলাপ করছ? হয়তো আফগান দেশে তোমাদের ফতোয়া কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এটি তো বৃটিশ গভর্নমেন্টের শান্তিপূর্ণ সরকারের রাজত্ব। তোমরা পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারো, এখানে খোদা তোমাদেরকে একেবারেই ব্যর্থ করে দিবেন। তোমাদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা নেই। অতএব তোমাদের জন্য উত্তম হবে, তোমরা অত্যাচার পরিহার করে খোদার কাছে ক্ষমা চাও। তোমাদের ন্যায় অত্যাচারে ভিন্ন জাতি শিক্ষা পেয়েছে, অথচ তোমরা এখনো অত্যাচারী হয়ে আছ।

হে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টিকারী খোদা! তুমি সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং পুণ্যকর্মের প্রতিদান প্রদানকারী মালিক। ঐ অত্যাচারী মৌলবিদের পরিণামের সিদ্ধান্ত তোমার হাতেই ন্যস্ত।

রাব্বানাফতাহ বাইনানা ওয়া বাইনা কাউমিনা বিলহাক্কি ওয়া আনতা খাইরুল
ফাতিহিন ।

খাকসার

আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ

ডাকঘর: আনোয়ারা

জেলা: চট্টগ্রাম



হযরত মওলানা আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)-এর
পারিবারিক কবরস্থানে গাছটির পাশে তিনি চির শায়িত । (ছবি ২০০৮)

হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু
ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ফলে নিজ এলাকায় ঈসা মারা মৌলবি নামে
পরিচিত হন। তাঁর তবলীগে কেউ বয়আত করেছেন কি না সেই তথ্য জানা
নেই। জামা'তের খেদমতের মধ্য দিয়েই বাংলার আকাশে উদিত এ উজ্জল
নক্ষত্র অস্তমিত হয়।



হযরত মওলানা আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)-এর পারিবারিক কবরস্থানে
মসজিদ নির্মিত হয়। ছবির মসজিদের সিঁড়ির পাশে তাঁর রওযা মোবারক।
ছবিতে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ,
কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন, ইউ. কে.। (ছবি-২০১৬)

প্রথম জার্মান বিজয়ী মিশনারী, পঞ্চম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
আমীর এবং পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আমীর
খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী। তিনি ১৯০৯ সালে হযরত খলীফাতুল
মসীহ আউয়াল (রা.) হাতে কাদিয়ানে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত
হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কর্মজীবনে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি টি

বর্তমান বি এড প্রশিক্ষণ শেষে ১৯১১ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁকে চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসা হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করেন।



তখন চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসার অধীনে ছিল চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসা হাইস্কুল। ১৯০৯ সালে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে সরকারি মুসলিম হাই স্কুল নামে পরিচিত। তখন মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ সাহেব। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্যে এম এ এবং স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Scientific study of Arabic-এর উপর গবেষণা করেছেন। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল, কোলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের Central legislative Assembly-তে Govt. Nominated member ছিলেন।



চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুল, বর্তমান নাম সরকারি মুসলিম হাই স্কুল।
খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী- এ স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

মাদ্রাসা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন খান সাহেব ওয়াহিদুন নবী। চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর আহসান উল্লাহ এবং সহকারী স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানবান এই ব্যক্তিদের সাথে মোবারক আলী স্কুলে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সকলের সুনজর কাড়েন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় অনুরাগ সকলকে মুগ্ধ করে। শিক্ষার্থীদের নিকট একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত হন।

অপরদিকে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট তবলীগ করতে থাকেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সুবাতাস বইতে থাকে।

তখন চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলবিপাড়ার ডেপুটি আব্দুল্লাহ কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মোবারক আলী সাহেবের বন্ধু ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ সাহেবকে আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পূর্বেই তবলীগ করেছিলেন। এ কারণে তিনি জানতেন মোবারক আলী সাহেব আহমদী। তিনি একদিন শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেবকে বলেন- আপনার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাদিয়ালী। এ কথা শুনে শামসুল ওলামা বিস্মিত হন-

বলেন কি, তিনি কাদিয়ানী! কাদিয়ানীরা তো অমুসলমান ও কাফের। কিন্তু মোবারক আলী সাহেব তো একজন উত্তম আদর্শবান ধর্মপরায়ণ মানুষ, ভাল মুসলমান। তিনি কি করে কাদিয়ানী হন! অতঃপর আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা নিয়ে মোবারক আলী সাহেবের সাথে তার প্রাণবন্ত আলোচনা হতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি আহমদীয়াতের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন।

সে সময় মোবারক আলী সাহেব একদিন পড়ন্ত বিকালে চট্টগ্রাম শহরের পৌরসভার পুকুর ও গির্জার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে চলার পথে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। চৌধুরী সাহেব তখন কর্ণফুলী নদীর পাড়ে সদরঘাটস্থ এক বাসায় সপরিবারে স্ত্রী ও দু'টি সন্তান— আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী (শিবলী) ও মাহমুদা বেগম (বুড়ি)—কে নিয়ে বসবাস করতেন।



খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

চৌধুরী সাহেব ছাত্র অবস্থায় যখন তাঁর বড় বোন রেজিয়া বিবির স্বামী এডভোকেট হাফিজ উদ্দিন খন্দকার যিনি খান বাহাদুর ও এম এল সি ছিলেন তার বাড়িতে বগুড়ায় বেড়াতে যেতেন তখন থেকেই মোবারক আলী সাহেব

তাকে চিনতেন। পরে জলপাইগুড়িতে একবার চাকুরির ইন্টারভিউয়ের সময় সাক্ষাৎ হয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুজনেই সমমনা ছিলেন। সেজন্য দীর্ঘদিন পর চট্টগ্রামে আকস্মিক সাক্ষাতে উভয়ে ভীষণ আনন্দিত হন। চৌধুরী সাহেব তাঁকে নিজ বাসায় নিয়ে যান। তখন মোবারক আলী সাহেব তাঁর কাছ থেকে কেমন আন্তরিকতা পেয়েছেন, সে সম্পর্কে বলেন—

“চৌধুরী সাহেব আমাকে ধরে বললেন, আপনাকে আমার বাসায় থাকতে হবে। আমি তখন এমদাদ দারোগা সাহেবের (খান বাহাদুর ফজলুল কাদির সাহেবের পিতা) বাসায় থাকতাম। আমার নিজের পৃথক খাবার বন্দোবস্ত ছিল। আমি বললাম, দারোগা সাহেবের বাসায় থাকি, তারা আমাকে বেশ আদর-যত্ন করেন। আমি আপনার এখানে এলে তাদের মনে কষ্ট হবে। আবুল হাশেম সাহেব বললেন, আমি তাদেরকে বলবো। আমি বললাম, খাবারের জন্য কারও উপর বোঝা হতে চাই না। তিনি বললেন— আচ্ছা আপনার জন্য পাকঘর তুলে দেবো। এভাবে এমন করে ধরলেন, আমি আর না করতে পারলাম না। পরে তিনি দারোগা সাহেবকে বলে রাজি করালেন এবং আমার রান্না ও চাকরের থাকার জন্য মুলি বাঁশের দুই কামরা বিশিষ্ট ছোট একখানা ঘর তুলে দিলেন। আমি হাশেম সাহেবের এখানে বেশ সুখেই ছিলাম।”৫

একই বাসায় দুই বন্ধুর বসবাসের সুযোগে চৌধুরী সাহেবকে মোবারক আলী সাহেব আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার বিষয়ে তবলীগ করতে থাকেন। চৌধুরী সাহেব তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ফলে আহমদীয়াতের সত্যতা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন চট্টগ্রাম শহরে মোবারক আলী সাহেব ব্যতীত অপর কোন আহমদী ছিলেন না। বলাবাহুল্য হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.) নিজ গ্রামে বসবাস করতেন এবং তিনি ১৯১১ বা ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন।

১৯১৩ সালে আবুল হাশেম সাহেব চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল বদলী হন। তবে চাকুরির প্রয়োজনে তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে বরিশাল চলে গেলেও তাঁর আত্মীয় আত্মীয় মোবারক আলী সাহেবের সাথে সম্পর্ক ছিল হয় নি। দু'জনের মধ্যে সর্বদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিশেষত ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা নিয়ে নিবিড় পত্রালাপ হতো। তাই মোবারক আলী সাহেব ১৯১৪ সালে বঙ্গদেশের পথহারা স্বজাতি বাঙালিদের পথের দিশায় তবলীগের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান থেকে জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট

আলেম বুয়ুর্গ সাহাবী হযরত হাফেয রৌশন আলী (রা.)-কে নিয়ে আসলে তাঁকে নিয়ে বরিশাল যাবার জন্য চৌধুরী সাহেব অধীর আগ্রহের সাথে একাধিকবার পত্র লিখেন। অবশেষে টেলিগ্রামে অনুরোধ জানান। অতঃপর মোবারক আলী সাহেব বঙ্গদেশের কোলকাতা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ঐশীবাণীর শান্তির পসরা বিলিয়ে দিয়ে সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে ঢাকা থেকে লঞ্চের বরিশাল যান। সেখানে তবলীগি সভা করা হয়।



হযরত মওলানা হাফেয রৌশন আলী (রা.)

অবশেষে মোবারক আলী সাহেব বঙ্গদেশে তবলীগি সফর করে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সালানা জলসার পূর্বে হযরত হাফেয রৌশন আলী (রা.) এবং তাঁর জেরে তবলীগ বন্ধু খান বাহাদুর আবুল হাশেম সাহেবসহ কাদিয়ান চলে যান।

আবুল হাশেম সাহেব জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবং জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেমদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। নূরের পরশে নূরান্বিত হয়ে যান। ফলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার আসর নামাযের পর হুযূর সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন।

তখন হযূর সূরা ফাতেহার উপর দরস দেন এবং তাঁর বয়আতের জন্য দোয়া করেন।

মোবারক আলী সাহেব ১৯১৫ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে চট্টগ্রামে তবলীগে মাইল ফলক সৃষ্টি করেছেন। তখন চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেবকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার উপর অনেক তবলীগ করেছেন। ফলে তিনি এর সত্যতা উপলব্ধি করতেন। কিন্তু বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। তবে তিনি চট্টগ্রামে তবলীগি সভা করার জন্য মোবারক আলী সাহেবকে সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। তিনি বলতেন— ‘আমি আপনাদের জামা'তের আবু তালেব’। ফলে তার পরামর্শক্রমে মোবারক আলী সাহেব ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম শহরে একটি তবলীগি সভার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে আবুল হাশেম খান চৌধুরীর সাথে কাদিয়ান হতে আগত এবং তাঁর কর্মস্থল বরিশালে অবস্থানরত জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুয়ুর্গ মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেবকে চট্টগ্রামে আনার ব্যবস্থা করা হয়। চট্টগ্রাম বারের প্রখ্যাত এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেব যিনি পরবর্তীকালে গভর্ণমেন্ট প্লিডার ও খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে শহরের বিশিষ্ট দশ-বারো জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

১. খান বাহাদুর কবির উদ্দিন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর।
২. মৌলবি আব্দুল আজিজ, চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। পরবর্তীতে তিনি খান বাহাদুর ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর হন। বলাবাহুল্য, তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হাবিব উল্লাহ বাহার এবং কবি শামসুন্নাহারের নানা।
৩. মৌলবি গোলাম কাদের এম, এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
৪. এডভোকেট কামাল উদ্দিন আহমদ, বি, এল, পরবর্তীকালে তিনি খান বাহাদুর, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন।
৫. অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান এম. এ., চট্টগ্রাম কলেজের আরবি ও ফারসি বিভাগের শিক্ষক।
৬. অধ্যাপক সানাউল্লাহ এম, এ, চট্টগ্রাম কলেজের আরবি ও ফারসি বিভাগের শিক্ষক এবং

৭. এডভোকেট আমান আলী বি, এল। পরবর্তীকালে তিনি খান বাহাদুর এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন।



অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান এম. এ.



মৌলবি খান বাহাদুর আব্দুস সাত্তার



খান বাহাদুর মৌলবি আব্দুল আজিজ

শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা থেকে রাত ১১/১২টা পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেব সকলকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করেন। প্রথমে স্থির করা হয় কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। দিনের ক্রমানুসারে বিষয়গুলি হলো:

(১) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, (২) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবি ও তার প্রমাণ, (৩) বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি এবং (৪) আপত্তির জবাব।



খান বাহাদুর এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেবের বাড়ি, চট্টগ্রাম।
এ বাড়িতে ১৯১৫ সালে মওলানা হেকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব
চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত তবলীগি সভায় বক্তৃতা করেন।

মওলানা মুঙ্গেরী সাহেব ছিলেন এ সভার বক্তা এবং উপস্থিত বাকী সবাই ছিলেন শ্রোতা। কাদিয়ানের কষ্টি পাথরে গড়া মওলানা সাহেব উর্দু ভাষায় তাঁর সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং রূপক ঈসা (আ.)-এর আগমন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা, বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তি এবং আপত্তি খণ্ডনের অকাট্য যুক্তি অত্যন্ত

প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেন। আব্দুল লতিফ সাহেব কাদিয়ান হতে আগত মওলানা মুঙ্গেরী সাহেবকে বহাসে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহভৃত্য গোলাম রহমান ওরফে রহিম বখ্শকে দিয়ে অনেকগুলো কিতাব নিয়ে আসেন। মুঙ্গেরী সাহেব কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর উপর ঐশীবাণীর তাৎপর্য বর্ণনাকালে লতিফ সাহেব কয়েকবারই প্রশ্ন করার জন্য দণ্ডায়মান হন। তখন মুঙ্গেরী সাহেব বক্তৃতার মাঝে প্রশ্ন না করে শেষে প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ জানান এবং সভাপতিও তা সমর্থন করেন। পরে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য বলা হলে তিনি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন বলে জানান। এর ক'মাস পর ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে আব্দুল লতিফ সাহেবের আহমদীয়াতের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি হবার প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিকট পত্রের মাধ্যমে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তখন আব্দুল লতিফ সাহেব চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক ছাড়াও অলী খা মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন।



চট্টগ্রাম চাকবাজারস্থ অলী খাঁ মসজিদ। এ মসজিদের ইমাম ছিলেন
প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান।

চট্টগ্রাম শহরের স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলেম আব্দুল লতিফ সাহেবের বয়আত গ্রহণের পর প্রাথমিক অবস্থায় সুধী মহলে বিষয়টির ইতিবাচক সাড়া পড়ে। তাঁর সমমনা অনেক বন্ধু-বান্ধব আহমদীয়াতকে জানার জন্য আগ্রহী হন। বিশেষত মওলানা হেকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তৃতামালায় অনুষ্ঠিত তবলীগি সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে সত্যতা যাচাইয়ের অনুপ্রেরণা জাগে। এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেব লতিফ সাহেবের বাসায় এসে বয়আত গ্রহণের সত্যতা যাচাই করেন। আব্দুল লতিফ সাহেব তাকে বলেন—

“এ বিষয়ে আমি অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছি। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর স্বরচিত পুস্তক পাঠ করেছি এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করেছি। ফলে এ ঐশী জামা'তের সত্যতা আমার হৃদয়ে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এটাই আখেরী জামানার খোদা প্রদত্ত একমাত্র সিরাতাল মুস্তাকিম। তাই দীক্ষা গ্রহণ করি। আপনিও এ পবিত্র পথে আসুন। সমাজ ও সমাজের মৌলবিদের ভয় না করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দিন।”

এ কথা শুনে আব্দুস সাত্তার সাহেব গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। আব্দুল লতিফ সাহেবকে নিয়ে মোবারক আলী সাহেবের বাসায় যান। মোবারক আলী সাহেবও তাকে জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতার ব্যাখ্যায় বয়আত গ্রহণের আবশ্যিকতার কথা জানান। ফলে তখন চট্টগ্রাম শহরে রুহানীয়তের বাগান সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুবাতাস বইতে থাকে। মৌলবি মোবারক আলী সাহেব ভাবলেন, এখন কাদিয়ান থেকে বিশিষ্ট ক'জন আলেমকে চট্টগ্রাম এনে একটি বড় ধরনের তবলীগি অনুষ্ঠান করলে হয়তো অনেক সুফল পাওয়া যাবে। তাই চট্টগ্রাম কলেজের বিশিষ্ট শিক্ষকের বয়আত গ্রহণের ফলে শহরের দৃশ্যপট বর্ণনা করে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিকট তবলীগের উদ্দেশ্যে ক'জন আলেমকে চট্টগ্রামে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেন।

হুযুর খলীফা সানী (রা.) পত্র পাওয়ার পর ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে জামা'তে আহমদীয়ার তিনজন বিশিষ্ট আলেমের একটি ডেলিগেট চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন— (১) হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ (রা.), (২) হযরত মওলানা আব্দুর রহমান মিশরী (রা.) এবং (৩) হযরত

চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল (রা.)। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব ছিলেন জামা'তে আহমদীয়ার এক বিশিষ্ট বাগ্মী আলেম।



হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ
সারওয়ার শাহ (রা.)



হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ
সাইয়্যাল (রা.)

ঐশী জামা'তের প্রচার ও প্রসারে তাঁর নিরলস খেদমতের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এ জ্ঞানতাপস তবলীগ সেনাপতির কর্মতৎপরতায় অনেকে আবেগাপ্ত হয়ে যেতেন। মওলানা আব্দুর রহমান মিশরী সাহেব ছিলেন উচ্চ হিন্দু বংশের লোক। তিনি আহমদী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাঁকে আরবি সাহিত্যের উচ্চ শিক্ষার্থে মিশর প্রেরণ করেছিলেন। ফলে তিনি মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভে জামা'তের অনেক খেদমত করেছেন। মওলানা চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব লন্ডনের মিশনারী ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য আহ্বান করলে চৌধুরী ফতেহ সাহেব নিজেস্বত্রে সোপর্দ করেন এবং বহির্বিশ্বে প্রথম মিশনারী হিসেবে লন্ডন যান। লন্ডনে এক একর জমি ক্রয় করে জামা'তের প্রথম তিনতলা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ তাঁর হাতে সম্পাদিত হয়।

জামা'তে আহমদীয়ার এ বিশিষ্ট আলেমগণের চট্টগ্রামে শুভাগমনে এদেশের জন্য বরকত বয়ে আনে। তবে এ বুয়ুর্গদের আগমনের পর শহরে হৈচৈ পড়ে এবং পরিবেশ প্রতিকূলে চলে যায়। সমাজের বিরুদ্ধবাদী মৌলবিরা আহমদীয়া জামা'তের প্রচারণার বিরুদ্ধে হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে বিরোধিতা শুরু করে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে শহরের পরিস্থিতিকে উত্তাল করে তোলে। ফলে প্রোগ্রাম অনুযায়ী ২২ এপ্রিল ১৯১৬ তারিখ কোন পাবলিক মিটিং করা সম্ভব হয় নি।

অতঃপর আব্দুল লতিফ সাহেবের বাড়িতে শহরের বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে এক সুধী সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ (রা.) প্রথম বক্তৃতা শুরু করেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী মৌলবিরা তাদের প্রথাগত কথায়-কথায় প্রশ্ন ও বাধা সৃষ্টি করে শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে থাকে। অবশেষে তাদের আক্রমণে সভা পন্ড হয়ে যায়। পরবর্তীতে একদিন এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেব তার বাড়িতে কাদিয়ান থেকে আগত আলেমদের নিয়ে ক'জন সুধীর উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। কিন্তু মোখালেফাতকারীরা তা শুনে দল বেঁধে তার বাড়িতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে শান্তিপূর্ণ কোন সভা করা সম্ভব হয়নি। আব্দুস সাত্তার সাহেব ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ভয় পেয়ে যান। তিনি আহমদীদের সাথে সম্পৃক্ততা থেকে সরে পড়েন। ফলে আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করেও বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন।

এদিকে শহরের পরিস্থিতিকে মোখালেফাতকারীরা উত্তপ্ত করে তোলে। হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে, স্কুল-কলেজে- মাদ্রাসা ও মসজিদে সর্বত্র কাদিয়ানী চর্চা ছড়িয়ে পরে। বিরোধীরা বলতে থাকে চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক আব্দুল লতিফ সাহেব কাদিয়ানী হয়ে গেছেন। শহরের শিক্ষিত লোকগুলো কাদিয়ানী হয়ে যাচ্ছে। হায়! ইসলাম গেল। তাই পাঞ্জাবী কাদিয়ানী মওলানাদের রক্ষতে হবে। সেকালে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। তখনও রিক্সার প্রচলন হয়নি। মোখালেফাতকারীরা ঘোড়ার গাড়ি চালকদের হুমকি দিয়ে বললেন, সাবধান কাদিয়ানীদের বহন করতে পারবে না। করলে শাস্তি দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ্র পথে ঘর ছাড়া মসীহেজ্জামানের আশেকরা ভয়ভীতির মাঝে বীর বিক্রমে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষায় পদব্রজেই চলাচল করেন।



ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া হোস্টেল। ১৯১৫ সালে এ হোস্টেলে
কাদিয়ান থেকে আগত সাহাবীগণ অবস্থান করেন। ছবিতে ১৯৬৯ সালে
গণঅভ্যুত্থানের সময় এ ভবনের সম্মুখে ছাত্র জমায়েত হয়।

তখন মোবারক আলী সাহেব ছিলেন চট্টগ্রাম আন্দর কিল্লা জামে মসজিদের পার্শ্বে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া হোস্টেল-এর সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি এ ছাত্রাবাসে বসবাস করতেন। এটা ছিল ছনের তৈরী ঘর। কাদিয়ান থেকে আগত বুয়ুর্গদের থাকার ব্যবস্থা এ ইসলামীয়া ছাত্রাবাসে করা হয়। আব্দুল লতিফ সাহেব তাঁদের খেদমতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। নিজ বাড়ি চকবাজার থেকে আন্দর কিল্লা প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তাদের আহারের সুব্যবস্থা চালু রাখেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আতিথেয়তার আদর্শের প্রতিফলন ঘটে তাঁর অতিথিপরায়ণতার মাঝে। তখন কাদিয়ানের বুয়ুর্গদের শুভাগমন উপলক্ষ্যে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব তাঁর কর্মস্থল বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম ছুটে যান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলবি এমদাদ আলী চৌধুরী (যিনি ১৯১২

সালে মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সাথে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করে আসেন) স্ত্রীর অলংকার বন্ধক রেখে যাতায়াতের অর্থের ব্যবস্থা করে চট্টগ্রাম চলে যান।

মোখালেফাতের কারণে তখন কোন আলোচনা সভা করা সম্ভব না হলেও সন্ধ্যার পর শহরের অনেক সুধীজন ইসলামীয়া ছাত্রাবাসে এসে আহমদী আলেমদের সাথে সাক্ষাত করেন। শ্রদ্ধাবনত হয়ে তারা আহমদীয়াতের সত্যতা যাচাইয়ে কথা বলেন। কাদিয়ানের নূরের পরশে নূরান্বিত বুয়ুর্গদের কাছে দোয়ার আরয জানান। কিন্তু মোখালেফাতকারীরা এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। ২৯ এপ্রিল রাতের অন্ধকারে তাদের অবস্থানরত ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন মৌলবি এমদাদ আলী চৌধুরী ছিলেন মেহমানদের নিরাপত্তায় রাতে পাহাড়ায় নিয়োজিত। তিনি আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চিৎকার শুরু করলে পার্শ্ববর্তী অনেক বাড়ি থেকে লোকজন পানি নিয়ে দৌড়ে আসে। আগুন নেভাতে গিয়ে চৌধুরী সাহেবের হাত পুড়ে যায়। শহরের এ পরিস্থিতিতে মৌলবি মোবারক আলী, প্রফেসর আব্দুল লতিফ, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং এমদাদ আলী চৌধুরী সাহেব বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আগত মেহমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তখন এ চারজন বাঙালি আহমদী চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে জামা'তে আহমদীয়ার বিশেষ অতিথি- তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র ঐশী নিয়ামত সাধ্যানুযায়ী বিলিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর করে কাদিয়ান চলে যান।^৬

আব্দুল লতিফ সাহেব ঐশী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর সহধর্মিণী সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তখন তাঁর বাড়ির কাজের ছেলে রহিম বক্স সাহেবও বয়আত করেন এবং শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি চট্টগ্রাম শহরে আহমদীয়াতের প্রচার করতে থাকেন। আহমদীয়াতের কারণে অলী খাঁ মসজিদে ইমাম হিসেবে নামায পড়া বন্ধ করে নিজ বাড়িতে একটি ঘরে নামাযের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনিই জামা'তের ইমাম নিযুক্ত হন। বলাবাহুল্য ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন স্থানীয় জামা'তের কর্ণধারকে ইমাম বলা হতো। যা পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে

রূপান্তরিত হয় এবং তিনি আমরণ কর্ণধার হিসেবে চট্টগ্রাম জামা'তের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন।

জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর বাড়ির কিয়দংশে একটি টিনের ঘর নির্মাণ করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি অলী খাঁ মসজিদের পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত। এ মসজিদে নিয়মিত আযান দিয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। রহিম বক্স সাহেব ছিলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন। তাঁর বাড়ি ছিল নোয়াখালী জেলায়। জানা যায়, লতিফ সাহেব রহিম বক্সকে জোরে আযান দিতে এবং বড় করে জায়নামায বিছাতে নির্দেশ দিতেন। কিন্তু মুসল্লী তেমন কেউ আসতো না। মাঝে মধ্যে সিলেটের ছেলে আব্দুল মতিন এবং চাঁদপুরের ছেলে জিন্নাত আলী ভুঁইয়াসহ মাত্র ক'জন উপস্থিত হতেন। তাই রহিম বক্স একদিন লতিফ সাহেবকে বলেন, জোরে আযান দিয়ে এবং জায়নামায বড় করে বিছিয়ে লাভ কী, বেশি কেউ তো আসে না। আব্দুল লতিফ সাহেব উত্তরে বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অনুবর্তীদের আযানের ধ্বনিতে মানুষ না আসলেও খোদার ফেরেশতা আসে এবং আমাদের সাথে মুজাদ্দীর হয়ে নামায পড়েন। প্রকৃতপক্ষেই খোদার আশেকদের কাছে ফেরেশতা এসে থাকে। আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন সাহায্য ও সহযোগিতা করে। কেননা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের আব্দুল লতিফ সাহেব অনুরূপ পরহেয়গার ও পবিত্র মানুষ ছিলেন।

বঙ্গীয় প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আব্দুল লতিফ সাহেবকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী মনে করতেন। তাই তিনি পরপারে পাড়ি দেয়ার প্রাক্কালে তাঁর নামাযে জানাযা লতিফ সাহেবকে পড়ানোর জন্য ওসীয়াত করে যান। অতঃপর তিনি ১৮ মার্চ ১৯২৬ সালে মহাপ্রস্থান করেন। আব্দুল লতিফ সাহেব তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে পরদিন ট্রেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন এবং ১৯ মার্চ রাতে নামাযে জানাযার পর মসজিদুল মাহ্দী প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কাদিয়ানে বেহেশতি মাকবেরাতে তাঁর নামফলক (কতবা) স্থাপিত আছে।

পরে ঐশী নির্দেশে চলিত হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আব্দুল লতিফ সাহেবকে বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বয়আত গ্রহণের অনুমতি দেন। ফলে আব্দুল লতিফ সাহেব মওলানা

আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বঙ্গীয় জামা'ত পরিচালনার হাল ধরেন।



মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)

উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পর নিজ হাতে বয়আত (দস্তি বয়আত) গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তা তাঁর মৃত্যু অবধি বলবৎ ছিল। অনুরূপভাবে আব্দুল লতিফ সাহেব ইমারতের দায়িত্বে আসীন হওয়ার পর তিনিও সেই অনুমতি লাভ করেন। আহমদীয়া জামা'তের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর ওফাতের পর খলীফাতুল মসীহগণ জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেমগণকে তবলীগের ক্ষেত্রে নিজ হাতে

বয়আতের অধিকার দিয়েছিলেন। এ বয়আতের অর্থ হল- আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষা অনুযায়ী যুগ-ইমামের হাতে তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে বয়আত করা।

আব্দুল লতিফ সাহেবের ইমারতের সময় এবং নিকট পরবর্তীতে জামা'তে আহমদীয়ার অনেক বিশিষ্ট ব্যুর্গ আলেম কাদিয়ান থেকে বাংলায় আগমন করেন। বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের রোপিত চারা গাছকে ফুলে ফলে সুরভিত করে তুলতে তাঁদের পদার্পণ হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.), হযরত মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.), হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.), হযরত মৌলবি আব্দুর রহিম দর্দ (রা.), হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী (রা.), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.), খান সাহেব ফরযন্দ আলী সাহেব, মৌলবি আব্দুল মান্নান মুগনী সাহেব এবং হযরত মওলানা মালেক গোলাম ফরিদ (রা.) প্রমুখ। উল্লেখ্য, হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁর সন্তান হযরত মির্যা মনসুর আহমদ (রাহে.)-এর পুত্র হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান বিশ্বনেতা।



হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)



হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)



হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসাইন কুরাইশী (রা.)



হযরত মওলানা মালেক গোলাম ফরিদ (রা.)



হযরত মৌলবি আব্দুর রহিম দর্দ (রা.)



হযরত মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.)

বঙ্গীয় আমীর সাহেব তাঁদের শুভাগমন উপলক্ষ্যে হৃদয়গ্রাহী অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জামা'তে সালানা জলসা এবং জামা'তকে চাক্ষা করে তোলার জন্য তালিম-তরবিয়ত কর্মসূচি সম্পন্ন করেন। তখন মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ

সাহেবের মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর শূন্যতা পূরণে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোবাল্লেগ হিসেবে নিয়োগ করেন। আল্লাহর অলী বিশিষ্ট বুয়ুর্গ নোমানী সাহেব ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য তবলীগি সেমিনার করেন। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি তবলীগি অনুষ্ঠান উগ্র ধর্মাবাদীদের আক্রমণে ধর্ম জগতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

বার আউলিয়ার দেশ বলে কথিত চট্টগ্রামের বার রঙের মানুষকে একেশ্বরবাদের শিক্ষায় একই ইমামুজ্জামানের অধীনে এক রঙে রঙীন করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব চট্টগ্রাম টাউন হলে একটি তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করেন। এ মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.)। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুগ ইমামের আবির্ভাবের সত্যতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপন শুরু করলে হাদিসের পরিভাষায় আখেরী জামানার নিকৃষ্ট জীবে পরিণত একদল বিরুদ্ধবাদী সভায় প্রচণ্ড আক্রমণ করে। ইট পাথর নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে আল্লাহর অলী নোমানী সাহেব প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রক্তে রঞ্জিত হয় সাহাবীর পবিত্র দেহ ও চট্টগ্রামের মাটি।

হযরত রসূলে করীম (সা.) ইসলামের শান্তির বাণী তায়েফবাসীদের নিকট প্রচার করতে গিয়ে শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁর দেহের পবিত্র রক্তে তায়েফের মাটি যেমন রক্তাক্ত হয়েছিল, তেমনি তাঁর মসীহেজ্জামানের এক সাহাবী খোদাপ্রেমিক ইসলামের শান্তির পরশ বিলিয়ে দিতে এলে বাংলার মাটি তাঁর রক্তে রক্তাক্ত হয়। এ ঘটনায় নোমানী ও লতিফ সাহেব বুয়ুর্গদ্বয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নিরাশ হন নি এবং বিষন্নও হন নি। হযরত রসূলে করীম (স.)-এর আদর্শানুসারে একে বিজয়ের সোপান হিসেবেই বরণ করেন। কেননা আল্লাহ তা'লার বিধানে নিপীড়নেই জাগরণ এবং বিরোধিতার মাঝেই সফলতা। আগুনে দক্ষ হয়ে মাটি যেমন ইটে পরিণত হয়, তেমনি মোখালেফাতের ফলে মুমিন ঈমানের পরীক্ষায় সফলতা লাভে উৎকৃষ্ট মুমিন হন, জামা'তে মজবুতী আসে। মোখালেফাতের মাঝে যারা সত্যকে গ্রহণ করে তাঁরা হয় পাহাড়ের মত দৃঢ় এবং পাথরের মত শক্ত। এই পাথর যার উপর পতিত হয় তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, আবার ঐ পাথরের উপর যা পড়ে তাও

খান-খান হয়ে যায়। ঐশী জামা'তে এর নিদর্শন ভুরি-ভুরি বিদ্যমান। বঙ্গদেশে মোখালেফাতের প্রেক্ষিতে কোন আশেকে মসীহ সাহাবীর রক্ত বারার ঘটনা সম্ভবত এটিই প্রথম।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ইমারতকালে আহমদীয়া জামা'তের তিনজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ১. খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী, ২. প্রফেসর আব্দুল লতিফ এবং ৩. খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী বিভিন্ন সময় চট্টগ্রামে অবস্থান করেন এবং তাঁরা আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তখন তাঁদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম থেকে অনেক তবলীগি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় প্রথম আমীর সাহেব নবদীক্ষিত আহমদী যুবকদেরকে সাংগঠনিক ভাবে কর্মতৎপর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বেঙ্গল ইয়ংম্যানস আহমদীয়া এসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। এ সমিতির উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশিত হয়। সে সময় ব্রিটিশ ভারত থেকে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলি সরকারি সংরক্ষণে স্থান পায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ক'টি পুস্তক নিম্নরূপ:

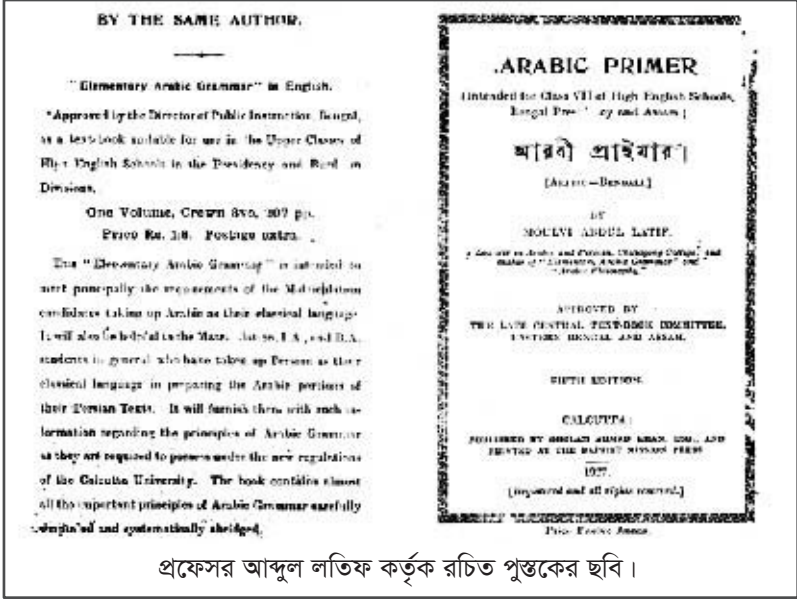
১. ইসলামের জয়, মসীহ ও মাহদী (আ.) সমাগম।

An attempt to prove that Mirza Gholam Ahmad of Qadian Punjab is the Promised Messiah and Mahdi.

প্রকাশক : বেঙ্গল ইয়ংম্যান'স আহমদীয়া এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম। মুদ্রাকর: কে, বি, বসু, মিন্টু প্রেস, চট্টগ্রাম। প্রথম সংস্করণ: ৬ এপ্রিল ১৯১৭ খ্রী. পৃ. ১+৮। মূল্য: এক আনা। তথ্য নির্দেশ : বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯১৭ খ্রী. ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান পৃ: ৫০।

২. খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম. এ. বি. টি.। পুণ্য আহ্বান। প্রকাশক : মোবারক আলী, মুসলিম হাইস্কুল, চট্টগ্রাম। মুদ্রাকর: কে. বি. বসু. মিন্টু প্রেস চট্টগ্রাম। প্রথম সংস্করণ ৬ই এপ্রিল ১৯১৭ খ্রী. পৃ: ২৬। not for sale। তথ্য নির্দেশ: (১) বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯১৭ খ্রী. ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান পৃ: ৭৫। (২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ ৩য় খন্ড পৃ: ২।

৩. খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম. এ. বি. টি.। শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরাবস্থা ও তাহার প্রতিকার। প্রকাশক : জালালউদ্দিন আহমদ, বি.এল.। সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি, চট্টগ্রাম। প্রথম সংস্করণ : ১২ই আগস্ট ১৯৩০ খ্রি., পৃ: ৪২। তথ্য নির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৩০ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ৭



সেকালে বঙ্গদেশে এংলো এরাবিক টেক্সট বুকের অভাবে হাই স্কুলসমূহে সাধারণ আরবি শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো না। ফলে মুসলমান ছেলেরা আরবি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল। মানুষ গড়ার উত্তম কারিগর আব্দুল লতিফ সাহেব এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাই মুসলিম ছাত্রদের দীর্ঘদিনের এ পুঞ্জিভূত অভাব দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে তিনি Arabic primer এবং Elementary Arabic Grammar নামে আরবি শিক্ষার দুটি মূল্যবান বই রচনা করেন। এ বই দু'টি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তির সোনার হাতের লেখনীতে স্বর্ণালী অবদান রাখে। বঙ্গদেশে ও আসামের হাই স্কুলসমূহে আরবি শিক্ষার নতুন দিগন্তের উন্মোচ ঘটায়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের আরবি

শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হয়। তিনি এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে চকবাজার ও কাতালগঞ্জ এলাকায় কিছু জমি ক্রয় করে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে আহমদীয়া জামা'তের প্রচারণার কাজে অর্থ ব্যয় করেন।



কাতালগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আব্দুল লতিফ সাহেব
১৯১২ সালে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি। পূর্ববাংলার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সুতিকাগার যেমন চট্টগ্রাম তেমনি সেখানে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধে জাতিত মানুষ গড়ার কারিগরের দায়িত্বে ব্রত জামা'তে আহমদীয়ার সদস্য প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও খান সাহেব মোবারক আলী চট্টগ্রামে বসবাসের শুরু থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সোসাইটির সাথে জড়িয়ে পড়েন। সদস্য হয়ে সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনস্বীকার্য অবদান রাখেন। আব্দুল লতিফ সাহেব ছাত্রজীবনে কোলকাতায় Royal Asiatic Society-তে সদস্য পদ লাভে মুসলিম সমাজে জমাটবাধা আঁধারে দীপশিখা জ্বালাতে যে কাজ করেছিলেন, সেই স্পৃহার অনুপ্রেরণায় কর্মজীবনে চট্টগ্রামে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। তাই ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সমিতির তেষ্টি

জন সদস্যের তালিকায় নম্বর দশ ক্রমিকে মৌলবি আব্দুল লতিফ লেকচারার চট্টগ্রাম কলেজ ইতিহাসের পাতায় আলোকিত হয়ে আছে। তিনি এ সংগঠনের সদস্য হওয়ার পর সমিতির পুনর্গঠিত কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। বিদ্যানুরাগী কার্যনির্বাহী কমিটির সেই মহতী ব্যক্তির হলেন:

১. এ. এইচ. ক্রেটন, আই. সি. এস. কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম-সভাপতি।
২. খান বাহাদুর মৌলবি আব্দুল আজিজ বি.এ. অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর চট্টগ্রাম-সেক্রেটারী।
৩. খান বাহাদুর মৌলবি মোহাম্মদ মুছা, এম. এ. প্রিন্সিপাল চট্টগ্রাম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম-সদস্য।
৪. খান বাহাদুর মৌলবি মোহাম্মদ হাছন, প্রফেসর আরবি ও ফারসি বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ-সদস্য।
৫. মৌলবি আব্দুল লতিফ খান, লেকচারার আরবি ও ফারসি বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ-সদস্য।
৬. মৌলবি এমদাদ আলী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনসপেক্টর, চট্টগ্রাম-সদস্য।
৭. মৌলবি চৌধুরী নজির আহমদ, মার্চেন্ট ও জমিদার, চট্টগ্রাম-সদস্য।
৮. মৌলবি জামাল উদ্দিন আহমদ, হেড মৌলবি কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম-সদস্য।
৯. মৌলবি আব্দুর রাজ্জাক, বি. এ. বি. টি. সহকারী শিক্ষক, সরকারী মুসলিম হাই স্কুল চট্টগ্রাম-সদস্য।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি এবং এর অধীন ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া ছাত্রাবাসের সেক্রেটারীর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মোবারক আলী সাহেব সরকারি মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া ছাত্রাবাসে বসবাস করতেন। তখন তিনিও এ ছাত্রাবাসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন বলে তাঁর রচিত 'আমার জীবন স্মৃতি'-তে তিনি উল্লেখ করেছেন।

আহমদীয়া জামা'তের এ ত্রি-রত্নের মুসলিম এডুকেশন সোসাইটিতে কাজ করার সুবাদে চট্টগ্রাম শহরের সুধী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মুসলিম সমাজে বৈষয়িক শিক্ষা বিস্তারের সাথে আব্বাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষানুসারে আখেরী জামানায় আবির্ভূত যুগ ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার শিক্ষাও তাঁরা প্রচার করেন। প্রকৃত মুসলমান

হবার পথের দিশা দান করেন। ১৯১৫ সালে মোবারক আলী সাহেব কর্তৃক এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেবের বাড়িতে কাদিয়ানের বিশিষ্ট আলেম মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তৃতামালায় আয়োজিত তবলীগি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের যে সকল ধর্মপ্রাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ফলে সে সময় চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষিত মহলে জামা'তে আহমদীয়ার শুভ পরিচিতির প্রবাহ বিরাজ করে। পার্থিব কারণে ইমামুজ্জামানের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের না হলেও অনেকে আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করতেন।^৮

উল্লেখ্য, ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তখন আব্দুল লতিফ সাহেব এ সমিতির একজন কর্মী। কবি সেদিন গৌরবদীপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁর অমূল্য অভিভাষণে সমিতির কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—



জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

“...আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমাম্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের— তথা বাঙলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী নির্বিশেষে মহিমাম্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্য শ্লোক মরহুম খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র

করে- তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু Beautiful নয়, এ Sublime মহিমাময়।.....

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান- আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না- ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন- আমাদের মত শত-শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি-সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক- ইরানের শিরাজের মত। শত-শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমশি-তবরেজ এই সিরাজবাগে-এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওয়াতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।.....

কোন মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোন কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল উপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি। কাজেই ন'মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যারা-ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা “পড়ে ফার্সি বেচে তেল।” আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রাটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই ‘খোদার খাসি’ হয়েছেন।

কিন্তু খোদার এ খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি- এবং আপনাদের মারফতে বাঙলার সকল চিন্তাশীল

মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে- যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম-ধর্ম বলে, ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের Next door Neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে Competition হবে সে Competition হবে Cultured মনের Chivalrous Competition-sports-man like Competition.”^৯

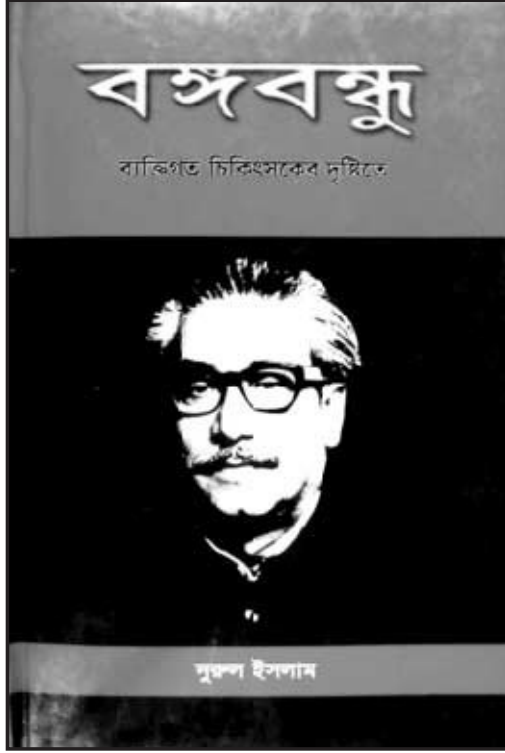
উল্লেখ্য, কবি নজরুলের সেই আশা আকাঙ্ক্ষায় চট্টগ্রাম আজ জামা’তে আহমদীয়ার মাধ্যমে ভিন্নরূপ বুলবুলিস্থানে পরিণত। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আদর্শবান মু’মিন-মুত্তাকীর এক রূহানীয়তের জামা’ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করে নজরুলের সেই আশা বাস্তবায়ন করছে।

বলাবাহুল্য মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি চট্টগ্রাম শতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষিতে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে দেশবিদেশে বরণ্যে হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তার রচিত ‘বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে’ পুস্তকে বঙ্গবন্ধুর একজন আহমদী প্রতিবেশী ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

**‘বঙ্গবন্ধু রাতভর কষ্ট সহ্য করেছেন
তবুও আমাকে ডাকেন নি’**

“৮ জুলাই ১৯৭২ সাল। ভোর ৬টা। বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় গাড়ীর হর্ন শুনতে পেলাম। একটু পরেই ড্রাইভার জাকির এসে বলল, ‘ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর থেকে গাড়ী এসেছে। বঙ্গবন্ধু অসুস্থ।’ কিছুক্ষণের মধ্যে কাপড় পরে গাড়ীতে উঠলাম। গিয়ে দেখি সব চুপচাপ। খবর পেয়ে বেগম সাহেবা পাশের রুমে চলে আসেন। আস্তে আস্তে আমাকে বললেন, ‘বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে আছেন। রাতের বেলা তার পেটে ভীষণ ব্যথা হয়েছিল। সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমিয়েছেন।’

আমি বললাম, ‘ঘুম থেকে জাগানো ঠিক হবে না।’



জানতে চাইলাম আমাকে রাতের বেলায় ফোন করে জানানো হয় নি কেন। বেগম সাহেবা বললেন, বঙ্গবন্ধু নিষেধ করেছেন বলেই আমাকে ফোন করা হয় নি। প্রথমে তিনি নিজে নিজেই ২/৩ রকমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছেন। সরিডন, বাসকোপেন ইত্যাদি। প্রায় ৩০/৪০ মিনিট পরও যখন ব্যথার কোন উপশম হয় নি, ব্যথা বাড়ছিল, বাধ্য হয়ে পাশের বাড়ী থেকে পরিচিত ডাক্তার এম.এ. সামাদ (প্রকৃত নাম ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী- লেখক) সাহেবকে ডাকলেন। সামাদ সাহেব আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরানো ডাক্তার। বঙ্গবন্ধুর পাশের বাড়িতে থাকেন। প্র্যাকটিস করেন নারায়ণগঞ্জে। তিনি বেশ অভিজ্ঞ। ব্যথা উপশমের জন্য বঙ্গবন্ধুকে তিনি একটা প্যাথিডিন ইনজেকশন দিয়েছেন। একটু পরেই বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে পড়েন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় ইনজেকশন দেওয়াটা সঠিক ছিল। একটু পরেই বেগম সাহেবা ভিতরে গিয়ে দেখলেন বঙ্গবন্ধু জেগে উঠেছেন। আমিও ভিতরে গেলাম। সালাম জানাতেই তিনি আমাকে বসতে

বললেন। কেমন আছেন জানতে চাইলে পেটের উপরিভাগে ডানদিকে হাত দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ‘এখনও ব্যথা আছে।’

‘ব্যথা কি খুব বেশী হয়েছিল?’

‘খুব বেশী। আমি রেণুকে সব বলি নি। সে ভাবনায় পড়বে তাই।’

রেণু বেগম মুজিবের ডাক নাম। এ নামেই বঙ্গবন্ধু তাঁকে ডাকতেন।

‘আপনাকে ফোন করতে সে পীড়াপীড়ি করেছিল। আমি করতে দিইনি। বলেছি সারাদিন হাসপাতালে, সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে রোগী দেখে বেচারী ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে যায়। এত রাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক হবে না। আমার কাছে ওষুধ আছে। এগুলো খেলেই চলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যথা যখন বাড়তেই থাকে পাশের বাড়ী থেকে ডা. সামাদ সাহেবকে ডাকলাম। তিনি আমার বহু দিনের পরিচিত বন্ধু। প্রয়োজন হলে সাহায্য করেন।’

কথাগুলো শেষ না করতেই বেগম সাহেবা কামরায় ঢুকেন এবং রাত তিনি কিভাবে কাটালেন তার বর্ণনা দেন।

বললাম, ‘আমাকে ডাকলে কোন অসুবিধা হত না। অনেক সময় রাতের বেলা আমার বাড়ীতে কেউ টেলিফোন উঠায় না। তবে আমার বাড়ী যখন এত দূরে নয় গাড়ী পাঠিয়ে দিলেই আমি সহজেই চলে আসতে পারতাম। সামাদ সাহেব কাছে ছিলেন বলেই, না হয় বঙ্গবন্ধু সারা রাত কষ্ট পেতেন।’

সব ব্যাপার জেনে আদৌ অবাক হই নি। কাউকেও কষ্ট দেওয়া কোমলপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর স্বভাব ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করে আমার যা জানার জেনে নিলাম। আর শরীর পরীক্ষা করে অনেকটা নিঃসন্দেহ হলাম— পিত্তথলিতে পাথর হবে। তবুও দু’একটা ওষুধ লিখে দিয়ে বললাম কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে।”১০

এই ছিল চট্টগ্রামের এক কৃতিসন্তানের লেখায় একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদীর বিবরণ।

আব্দুল লতিফ সাহেবের তবলীগে তাঁর পরিবারের সদস্য স্ত্রী, মাতা এবং বাড়ির কাজের ছেলে গোলাম আহমদ ওরফে রহিম বক্স ছাড়াও চট্টগ্রামে আরও কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন নাজির আহমদ চৌধুরী এবং আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ১৯২৫ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি বয়আত করেন। তাঁর নাম রাখা হয় শেখ দীন মোহাম্মদ। আহমদীয়াতের কারণে তাদের উপর প্রচণ্ড মোখালেফাত আসে। নাফ নদীর বানের মত মোখালেফাতের বান

ডাকে। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ ও রসুলের শিক্ষায় ঈমানের পরীক্ষায় অবিচল ছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সুদৃঢ় হয়। একটি আদর্শ জামা'ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তখন যারা তাঁর স্নেহস্পর্শে চট্টগ্রামে লেখাপড়া করেন এবং জামাতী তালিম তরবিত লাভে ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন এবং জামা'তের খেদমতে অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চাঁদপুরের ছেলে মোহাম্মদ জিন্নাত আলী ভূঞা, সিলেটের ছেলে আব্দুল মতিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলের মীর হাবীব আলী এবং খড়মপুরের খলিলুর রহমান খাদেম প্রমুখ। মীর হাবীব আলী চট্টগ্রামে শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল অরগানাইজার হিসেবে চাকুরি করেন এবং প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের কন্যা জামাতা ছিলেন। খলিলুর রহমান খাদেম কর্মজীবনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'ত এবং পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়ের আমীর ছিলেন। জামা'তের খেদমতে তাঁর অবদান অনন্য।

আব্দুল লতিফ সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর এবং চট্টগ্রাম স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালনের মাঝে আল্লাহ তা'লার ইচ্ছায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখ ইন্তেকাল করেন।

অতঃপর চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন জনাব নাজির আহমদ চৌধুরী। তিনি বয়আত করার পর জামাতী তালিম তরবিত লাভে একজন মোমেন মুত্তাকী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন। ফলে চট্টগ্রাম জামা'তের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে তিনি পাকা মাঝির হাল ধরেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ সাল তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জামা'ত উন্নতি লাভ করে। চট্টগ্রাম শহরের সুখী মহলে আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তিনি অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান করেছেন। এর মাঝে একটি খুবই প্রগিধানযোগ্য। তা নিম্নরূপ:

আমেরিকায় আহমদীয়া জামা'তের মিশনারী ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল ছিলেন সুফি মতিউর রহমান বাঙালি। তিনি ১৯৩৬ সালে নাড়ীর টানে একবার জন্মভূমি বঙ্গদেশে আসেন। তখন তিনি বিভিন্ন জামা'ত সফরের পর ৫ জুলাই ১৯৩৬ তারিখ চট্টগ্রাম যান। জামা'তের প্রেসিডেন্ট নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেব তাঁকে প্রাণঢালা অর্ভাখনা জানান। সম্মানিত অতিথির শুভাগমন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ হলে এক বৃহৎ সভার আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান নূর আহমদ এম এ বিএল, খান বাহাদুর মৌলবি

এডভোকেট আব্দুস সাত্তার বিএল, খান বাহাদুর সৈয়দ মকবুল হোসেন বিএল, প্রেসিডেন্ট ইসলাম সমিতি এবং আব্দুল খালেক অবসর প্রাপ্ত সাবজজসহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন। সুফি সাহেব আমেরিকায় ঐশী জামা'তের কর্মতৎপরতার ওপর এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল Islam in America। পরদিন ৬ জুলাই চট্টগ্রাম বার লাইব্রেরিতে আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় চট্টগ্রাম বারের বিশিষ্ট আইনজীবির উপস্থিতি ছিলেন। ফলে আহমদীয়া জামা'তকে যারা ভারতবর্ষের মাঝে একটি ক্ষুদ্র দল বা ফেরকা বলে ধারণা করতেন তারা আমেরিকায় আহমদীয়াতের প্রচারণার ব্যাপকতা শুনে বিস্মিত হন। সত্যতার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।



বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৎকালীন আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর নির্দেশে ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝিতে চট্টগ্রাম জামা'তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় এবং নতুন আমেলা গঠিত হয়। তখন প্রেসিডেন্ট হন জনাব মীর রফিক আলী এম এ বি টি এবং জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ জিন্নাত আলী ভূঞা বি এ. ডি পি ফি এড। তাঁদের নব উদ্যোগে জামা'তের কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হয়। তালিম তরবিয়ত ও তবলীগ অনেক বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানবান ব্যক্তি মীর রফিক আলী সাহেবের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট আহমদীয়াতের সত্যতার বাণী পৌছে। এরই মাঝে ১৯৪৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে বদলী হন।

তখন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয় নবদীক্ষিত সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের উপর। তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও পরে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁ'লা তাঁকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য দান করেন। তিনি ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ সাল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৪ সালে চট্টগ্রাম চকবাজারস্থ আহমদীয়া আঞ্জুমান ব্রিটিশ আর্মির দখল করে নেয়। ফলে আব্দুল লতিফ সাহেবের বাড়িতে জামা'তের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর আর্মির দখল ছেড়ে দিলে পুনরায় নিজ মসজিদে জামা'তের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। তখন খাজা সাহেবের জামালখানস্থ বাড়িও আর্মির দখল করে নিয়েছিল। ফলে তিনি রহমতগঞ্জে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেও জামা'তের কাজ পরিচালনা করা হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলায়। তিনি পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পর চট্টগ্রাম জজ কোর্টে সেরেস্টাদার হিসেবে চাকুরিতে যোগ দেন। তাঁর হাতে চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোলাম মাওলা খাদেম সাহেব ১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে হাল ধরেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুরের খাদেম বংশের এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে জামা'ত পরিচালনা করেন। তাঁর কর্মতৎপরতায় চট্টগ্রাম শহরের সুধী মহলে আহমদীরা শান্তি প্রিয় ভাল মানুষ হিসেবে অধিক মূল্যায়ন হয়। সে কারণে পঞ্চাশ দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী ভয়াবহ ডাঙ্গার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে আহমদী বিরোধী মৌলবির পরিস্থিতি গুলাটে করতে চাইলে চট্টগ্রাম সিটি মুসলিম

লীগের সভাপতি শেখ রফিউদ্দিন সিদ্দিকী আহমদীদের পক্ষে কথা বলেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে ‘স্বার্থান্বেষী দলের প্রচারণা’ বলে অভিহিত করেন এবং এতে বিভ্রান্ত না হবার জন্য পাকিস্তানবাসীকে আহ্বান জানান। পাকিস্তানের মঙ্গলকামী মাত্রই সিদ্দিকী সাহেবের এ আহ্বানে সাড়া দিবেন, এ আশা আমাদের আছে। জনাব সিদ্দিকী আরো বলেন, গভর্ণমেন্টের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ জনাব চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষীরা এই আন্দোলন পরিচালিত করে তাঁকে পাক-মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে পাক-সরকারকে দুর্বল করার মতলব করছে। পাকিস্তান দরদীরা এ উক্তির সত্যতা স্বীকার না করে পারবেন না। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানিই জনাব চৌধুরী জাফরুল্লাহ কৃতিত্ব। কাজেই এই আন্দোলনের দুষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না।^{১১}

সেসময় সিরাজী পরিবারের ক’জন শিক্ষিত ব্যক্তি ভারত থেকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং পরবর্তীতে তারা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। সেই ব্যক্তিরা হলেন— জনাব লুৎফুল হক সিরাজী, আব্দুল গফুর সিরাজী এবং মাসুদুল হক সিরাজী। গোলাম মাওলা সাহেব ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল জামা’তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

অতঃপর জামা’তের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব। তিনি ১৯৪৯ সালে বয়আত করে আহমদী হবার পর জামা’তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। ফলে চট্টগ্রামে অনেক মোখালেফাত হয়। তিনি দুর্বীর সাহসিকতার সাথে তা মোকাবেলা করে জামা’তকে উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তখন ভারত থেকে অনেক অবাঙালি আহমদী চট্টগ্রামে আসেন এবং তাঁরা স্থায়ী বসতী স্থাপন করেন। ফলে জামা’ত অনেক সমৃদ্ধ হয়। ভূঞা সাহেব ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল জামা’তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৫৫ সালে সৈয়দ খাজা আহমদের উপর চট্টগ্রাম জামা’তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পুনরায় অর্পিত হয় এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এক ঝাক আহমদী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং চাকুরিজীবী চট্টগ্রামে আসেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ মোহাম্মদ সফিক সাইগাল ও আনোয়ার সাইগাল প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল বেল্টিং কর্পোরেশন লি। আরও প্রতিষ্ঠিত হয় মর্ডান মটর কোম্পানী লি. এবং শাহনেওয়াজ (ইপি) কোম্পানী লি. প্রভৃতি। তাঁরা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেমন অবদান রাখেন তেমনি আহমদীয়া জামা’তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন।

এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক বাঙালি আহমদীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ফলে চট্টগ্রাম জামা'ত ধনে ও জনে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে। অধিক শিক্ষিত মানুষের একটি আদর্শ জামা'ত হিসেবে পরিচিত হয়।

সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের আমলে দেশের উন্নয়নের সাথে জামা'তের অনেক উন্নতি হয়। আব্দুল লতিফ সাহেব কর্তৃক নির্মিত টিনের ঘরের মসজিদ ১৯৫৬ সালে ভেঙে অনেক বর্ধিত করে নতুনভাবে আধাপাকা টিনের মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং পরে অফিস কক্ষ ও সীমানা প্রাচীর নির্মিত হয়। তখন ১৮ মে ১৯৫৬ তারিখ এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ভারতের হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের সেকান্দ্রাবাদের ধনাঢ্য ব্যক্তি শেঠ আব্দুল্লাহ আলাদীন সাহেবের স্ত্রী সকিনা বেগম সাহেবা। এ ধর্মপ্রাণ মহিলা জন্মসূত্রে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের, কিন্তু বাল্যকাল থেকে তাঁর ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়ার ঝোঁক ছিল। ধার্মিক ব্যক্তি শেঠ আব্দুল্লাহ সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ হবার পর তিনি স্বামীর সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং আজীবন জামা'তের খেদমত করেছেন। তিনি ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন এবং শেঠ সাহেব ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ তারিখ ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের মেয়ের স্বামী মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান। হাসান সাহেব পঞ্চাশ দশকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে শাস্ত্রী চট্টগ্রামে তাঁর বাসায় বেড়াতে আসেন এবং জামা'তের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফলে নতুন রূপে বৃহৎ মসজিদ নির্মিত হয়। অনেক মুসল্লির নামায পড়া এবং জামা'তের কর্মকাণ্ড পরিচালনার এবং আবাসনের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মিত হবার পূর্বে এ মসজিদটি বিদ্যমান ছিল। তখন চট্টগ্রাম জামা'তের সদর মুরব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওলানা এ কে এম মুহিবুল্লাহ সাহেব।

বলাবাহুল্য, শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল ঢাকা জামা'তের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি Indian civil service পাশ করা একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন। সর্বশেষ সরকারের রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তান চলে যান এবং লাহোরে বসতি স্থাপন করেন। ১৭ আগষ্ট ১৯৯১ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

১৯৫৯ সালে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে এবং কয়েদ মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ সাহেবের উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম ইজতেমা

অনুষ্ঠিত হয়। তখন সদর মুরব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওলানা ফারুক আহমদ। তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নব নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৯৬০ সালের মে মাসে রাবওয়া থেকে জামা'ত সফরে আসেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাঁর চট্টগ্রামে শুভাগমন উপলক্ষ্যে ৬, ৭ ও ৮ মে ১৯৬০ তারিখ এক জলসার আয়োজন করা হয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে বেশ ক'বার পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন। তখন তিনি নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ এবং কেন্দ্রীয় মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর ও পরে সদরের দায়িত্ব পালনের ব্রত নিয়ে তাঁর শুভাগমন হয়। এ মহান ব্যক্তির পদধুলিতে চট্টগ্রাম জামা'ত ধন্য হয়েছে।



হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে
(রাহে.)-এর যুবক বয়সের ছবি

১৯৬১ সালে সফর কালে সাহেববাদা মিঞা সাহেবের চট্টগ্রামে শুভাগমন হয়। সফর সঙ্গী ছিলেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ও মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখ। তখন চট্টগ্রাম পৌছলে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ খাজা আহমদ ও কয়েদ মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া মুসলেহ উদ্দিন খাদেমসহ জামা'তের অন্যান্যরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। সর্বস্তরের সদস্যদের উপস্থিতিতে তালিম তরবিয়তীমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জামা'ত ও মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। শহরের বিশিষ্ট লোকদেরকে আমন্ত্রণে সুধী সমাবেশে তবলীগি বক্তব্য রাখেন। তাঁর অমূল্য ভাষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়।

১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব গোলাম আহমদ খান ওরফে ফালু মিঞা। আব্দুল লতিফ সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। তিনি বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে নিবেদিত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহগণের এবং জামা'তের বিশিষ্ট বুয়ুর্গদের দোয়া ও ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন তিনি। তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শে চট্টগ্রাম জামা'ত পরিচালনা করেন। তালিম তরবিয়ত ও তবলীগে জামা'তকে চাঙ্গা করে তোলা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ এবং লাজনা ইমাদুল্লাহ অনেক গতিশীল হয়। তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের অগ্রযাত্রার বাহক ছিলেন।

১৯৬৩ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা। এ উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নির্দেশে তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া হযরত সাহেববাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.), যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) হয়েছিলেন ৬ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আগমন করেন। সেই বুয়ুর্গরা হলেন ১. মোহতরম শেখ বশির আহমদ, (লাহোর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), ২. মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (সম্পাদক- আল ফুরকান এবং মিশর ও প্যালেস্টাইনের সাবেক মোবাল্লেগ), ৩. মোহতরম শেখ মোবারক আহমদ (ইংল্যান্ড ও আফ্রিকার মোবাল্লেগ), ৪. মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ এবং ৫. মোহতরম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী।

ঢাকায় প্রাদেশিক জলসার পর সম্মানিত বুয়ুর্গগণ ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জামা'ত সফর করেন। এ সফরে প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শামসুর রহমান, ঢাকা জামা'তের অর্থ সেক্রেটারী মোহাম্মদ সোলাইমান সাহেব এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব সম্মানিত অতিথিদের সাথে शामिल ছিলেন।



হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) চট্টগ্রামে বিমান থেকে অবতরণ করছেন। পিছনে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।



বিমান বন্দরে স্থানীয় আহমদীরা প্রাণঢালা অভ্যর্থনায় আলিঙ্গন করছেন।



বিমানবন্দর থেকে সফরসঙ্গী সহ বের হচ্ছেন।



হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে
মানপত্র পাঠ করছেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ।

তাঁরা ঢাকা থেকে বিমান যোগে চট্টগ্রাম পৌঁছলে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান ও মাল্যভূষিত করেন। পরে জামা'তের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত সাহেববাদা মির্যা সাহেব ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ তালিম তরবিয়তমূলক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া শহরের বিশিষ্ট সুধীজনকে আমন্ত্রণে তবলীগি সভা করা হয়। তাদের দোয়া ও ভালোবাসায় স্থানীয় আহমদীরা উৎফুল্ল সময় কাটান, বাঙালিদের আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন। তাঁরা চট্টগ্রামস্থ বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুদের সাথে হযরত গৌতম বুদ্ধ (আ.)-এর দর্শন ও শিক্ষা এবং বর্তমান জামানায় আবির্ভূত রূপক বুদ্ধের বাণী শুনান। অতঃপর খ্রীষ্ট ধর্মের Island of peace- শান্তির দ্বীপ নামে অভিহিত প্রচার কেন্দ্রে যান। সেখানে ধর্মযাজকদের সাথে যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষার উপর আলোকপাত করেন। সম্মানিত বুয়ুর্গগণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে অভিভূত হন। তাদের দোয়ায় চট্টগ্রাম জামা'ত সিক্ত হয়।

শিল্পপতি ড: মোহাম্মদ সফিক সাইগাল বেঙ্গল বেল্টিং করপোরেশন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা রাবওয়ায় জামা'তের তালিম তরবিয়ত লাভ করেছেন। জামা'তের একজন উত্তম আদর্শবান মানুষ ছিলেন। তাঁর নিকট ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি অবাঙালি ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের প্রতি তাঁর সুগভীর হৃদয়তা ছিল। তাই রাবওয়ার শিক্ষার আলোকে জামা'ত পরিচালনা করেন। ফলে চট্টগ্রাম জামা'ত আর্থিকভাবে এবং তালিম তরবিয়তে অনেক সমৃদ্ধ হয়। তিনি ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জামা'তের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৬৬ সালে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) তাঁর সহধর্মিণী আসেফা বেগম সাহেবাসহ এদেশে সফরে আসেন। তখন তাঁর পদধুলী পড়েছে চট্টগ্রামে। এ দেশীয় জামা'তের ক'জন কর্মকর্তাসহ চট্টগ্রাম পৌঁছলে স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা গভীর আন্তরিকতার সাথে তাঁদেরকে বরণ করেন। তখন চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানী ক'জন ধনাঢ্য আহমদী বসবাস করতেন। তাদের তুলনায় বাঙালি আহমদীদের অর্থবিত্ত প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল। সাহেববাদা মিঞা সাহেব উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ায় ধনাঢ্য ব্যক্তির এ সম্মানিত অতিথিকে তাদের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান।

কিছু বাঙালি আহমদীদের প্রাণের মানুষ সাহেববাদা মিঞা সাহেব গোলাম আহমদ খান সাহেবের বাসায় অতিথি হতে সম্মতি প্রদান করেন। এতে এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তখন জামা'তের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় তিনি সবার উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। মজলিস খোদামুল আহমদীয়া সাংগঠনিকভাবে চাপা করার দিকনির্দেশনা দেন। শহরের সূধীজনকে আমন্ত্রণে আয়োজিত সূধী সমাবেশে প্রাণবন্ত বক্তৃতা করেন। সে সময় তিনি তাঁর বিবি সাহেবাসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রামের অনেক দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেছেন। মনজুড়ে উপলব্ধি করেন সৃষ্টির অপেক্ষা সৌন্দর্য।

তিনি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল এবং কক্সবাজার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী ফিলিপস কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মুসলেহ উদ্দিন সাদী সাহেবের গাড়িতে করে ভ্রমণ করেছেন। তখন তিনি বলতেন— 'চিটাগাং আসলে আমার দীল খুশী হয়ে যায়।' যা তাঁর স্মৃতিপটে অল্মান ছিল

আজীবন। তাই তিনি খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৪তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক বাণীতে বলেন- “আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র গিয়েছি। সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ যেমন রাজ্যমাটি পর্যন্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যা বার্মার সাথে মিশেছে সে উপকূল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই যা আজও আমার মনে পড়ে না।”১২

১৯৬৭ সালে সফর কালেও হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক কায়েদ ছিলেন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম। তাঁকে সাথে নিয়ে এ মহান অতিথি বিভিন্ন মজলিস সফর করেছেন। বাঙালি যুবকদের জামা'তের কাজে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপরতার শিক্ষা প্রদান করেন। অনেক স্থানে মজলিসের কাজে হাতেখড়ি দেয়া হয়। ফলে খোদামের মাঝে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। মজলিসের কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসে। মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করে। তাঁর পদধূলি লাভকৃত মজলিসগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন রিজিওনাল কায়েদ খাদেম সাহেব বিশ্ব মজলিসের সদরের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক মজলিসকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দেয়ার আরম্ভ করেন। ফলে সদর সাহেবের মঞ্জুরীতে দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়। রিজিওন নম্বর একের কায়েদ প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল খালিদ এবং নম্বর দুইয়ের কায়েদ মুসলেহ উদ্দিন খাদেম নিযুক্ত হন। ফলে এ দেশে খোদামুল আহমদীয়ার কাজে গতি সঞ্চার হয়।

জনাব শফিক সাইগাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন কালে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাবওয়া থেকে তিনজন বুয়ুর্গের একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন। তাঁরা ১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন।

১৯৬৮ সালে পুনরায় চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিযুক্ত হন জনাব গোলাম আহমদ খান। সমৃদ্ধ ও পরিপক্ব জামা'ত চট্টগ্রাম পরিচালনার হাল ধরেন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি। ফলে জামা'তের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। তখন ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের সদর মুরব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওলানা রাজা নাসির

আহমদ। পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুয়ুর্গ। তাঁর প্রচেষ্টায় জামা'তের সার্বিক কার্যক্রম অনেক গতিশীল হয়। এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম শহরের বাইরে পাহাড়ি অঞ্চলে তিনি ব্যাপক তবলীগ করেছেন। ফলে রাঙ্গামাটি এলাকায় এক দল পাহাড়ি লোক আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন এবং তাদেরকে তিনি জামাতী তালিম তরবিয়ত প্রদান করেন।

মওলানা সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহগণের অতি স্নেহভাজন ছিলেন। তাই ৬ জুলাই ২০১৮ তারিখ তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জুলাই ২০১৮ তারিখ জুমুআর খুতবায় তাঁর যিকরে খায়ের করেন এবং জানাযা গায়েব পড়ান। হুযূর বলেন—

“রাজা নাসির আহমদ একজন ওয়াক্কেফে যিন্দেগী ও মুরুব্বী সিলসিলাহ এবং প্রাজ্ঞ কেন্দ্রীয় নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ ছিলেন। গত ৬ জুলাই ২০১৮ তারিখ সকাল ১১টায় আশি বছর বয়সে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশন ইনিস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বেশ ক'বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ২০১২ সাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। গত তিন মাস ধরে ব্রেইন হেমারেজ বা মাথায় রক্তক্ষরণের কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালের ৭ মে তারিখ সারগোদার ভেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রাথমিক ও মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর লাহোরে শিক্ষা দপ্তরে করণিক হিসেবে চাকুরি করেছেন। ১৯৫৮ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে শাহেদ পাশ করেন। তাঁর বংশে আহমদীয়াত আসে তাঁর পিতা রাজা গোলাম হায়দার সাহেবের মাধ্যমে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হাতে বয়আত করেছিলেন। পরবর্তীতে পিতামাতা ও ভাই-বোনদেরকেও তিনি বয়আত করান।

রাজা নাসির আহমদ সাহেবের পিতার বাসনা ছিল তার এক পুত্র জীবন উৎসর্গ করুক। তাঁর এই বাসনার পূর্ণতার লক্ষ্যে রাজা নাসির সাহেব ১৯৫৮ সালে ওয়াক্কেফে যিন্দেগীর ফরম পূরণ করে বড় ভাই রাজা নাযির আহমদ জাফর সাহেবের কাছে স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে যান। তখন তার বড় ভাই তাকে বলেন, ভালো করে ভেবে দেখ, জীবন উৎসর্গ করা অনেক কঠিন এবং অনেক পরিশ্রমের কাজ। অনেক বড় দায়িত্বের বিষয়। উত্তরে তিনি তার ভাইকে

বলেন, আমি অনেক ভেবেছি, আপনি স্বাক্ষর করুন। সেসময় তাদের পিতা প্রয়াত ছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। জামেয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে পাশ করে কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর ৩৭ বছর জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় মুরব্বী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ তখন তিনি সেখানে মুরব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। উগান্ডা, জায়ের এবং ইন্দোনেশিয়ায়ও মুরব্বী হিসেবে কাজ করেছে। জামেয়া আহমদীয়ায় দুই বছর শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব নাযের হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দশ বছর কেন্দ্রীয় নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। দু'বছর এডিশনাল নাযের রিশতানাতা ছিলেন। অতঃপর দু'বছর এডিশনাল নাযের ইশায়াত হিসেবে খেদমতের তৌফিক লাভ করেছেন। ২০১২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী ছিলেন তার চাচাতো বোন, যিনি তার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তার তিন পুত্র রয়েছে, রাজা মাহমুদ আহমদ সাহেব যিনি এখানে অর্থাৎ লন্ডনে থাকেন, রাজা আতাউল মান্নান সাহেব জামা'তের মুরব্বী, তিনি বর্তমানে রাবওয়ার উকালতে তাসনিফে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর রাজা মোহাম্মদ আকবরও এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডেই থাকেন। নাসির সাহেব খোদার ওপর গভীর তাওয়াক্কুলকারী এবং দোয়াগো ব্যক্তি ছিলেন।” (সংক্ষিপ্ত)

১৯৬৯ সালে আমেরিকার মিশনারী মোহতরম আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি নাড়ীর টানে এদেশে সফরে আসেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন। তাঁকে চট্টগ্রামে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তিনি আমেরিকায় আহমদীয়া জামা'তের প্রচারণা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন। প্রাণবন্ত আলোচনায় শ্রোতারা মুগ্ধ হন। সুশীল সমাজে আহমদীয়াতের সত্যতার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়া তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণে প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের অবদান এবং তাঁর নিকট থেকে উত্তম তালিম তরবিয়ত লাভ এবং জামা'তের খেদমতে যিন্দেগী ওয়াকফকারী হবার তাঁর অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



মোহতরম আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি ।
মিশনারী ইনচার্জ, আমেরিকা (১৯৬৩-১৯৭২)

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি ১৯৭০ তারিখ সীতাকুন্ডে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। অতঃপর স্থানীয় মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে চকবাজার মসজিদে ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখ দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

২১ ও ২২ মার্চ ১৯৭০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাবওয়া থেকে আগত নাযের ইসলাহ ও এরশাদ আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নাজির লায়েলপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার তশরিফ আনেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর জনগণের সেবার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৪ মে ১৯৭০ তারিখ লন্ডন মসজিদে নুসরত জাহাঁ স্কীম ঘোষণা করেন এবং ১২ জুন নুসরত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ডে চাঁদা প্রদানের তাহরিক করেন। অতঃপর সারা বিশ্বের আহমদীরা চাঁদা প্রদান করতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জামা'তের আহমদীরাও শরীক হন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম জামা'তের যারা ওয়াদা করেন তাঁদের ক'জনের তালিকা নিম্নরূপ:

১. জনাব মোহাম্মদ শফিক সাইগাল ৫,০০০ টাকা।
২. জনাব গোলাম আহমদ খান ২,০০০ টাকা।
৩. জনাব মাহমুদ আহমদ ও তাঁর পরিবার ২,০০০ টাকা।
৪. জনাব মোহাম্মদ ইকবাল ২,০০০ টাকা।
৫. জনাব এম এস মোহাম্মদ শফি এন্ড সন্স ২,০০০ টাকা।
৬. জনাব ক্যাপ্টেন মোবাশশের আহমদ মাজেকা ৫,০০০ টাকা।
৭. জনাব মোহাম্মদ সালেহ ও তাঁর পরিবার ২,০০০ টাকা।
৮. জনাব মাওলানা রাজা নাসির আহমদ ৬০০ টাকা।
৯. জনাব সৈয়দ আবদুস সাত্তার ৬৫১ টাকা।
১০. জনাব এ. কে. এম. নুরুদ্দীন আহমদ ৬০০ টাকা।
১১. জনাব এস. এ. নিজামী ৫০০ টাকা।
১২. জনাব মৌলবি সৈয়দ খাজা আহমদ ৫০০ টাকা।
১৩. জনাব লেফটেন্যান্ট কমোডর মোহাম্মদ আসলাম ৬০০ টাকা।
১৪. জনাব মাহমুদুর রহমান ৫০০ টাকা।
১৫. জনাব মোহাম্মদ নিজামুদ্দীন ৫০০ টাকা।
১৬. জনাব আব্দুর রহিম ইউনুস ৫০০ টাকা।
১৭. জনাব এস. এম. ওসমান ৫০০ টাকা।
১৮. জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ও তাঁর পরিবার ৫০০ টাকা।
১৯. জনাব মোহাম্মদ ইসহাক (হাস্নি বনস্পতি) ৫০০ টাকা।
২০. মোহতরমা বেদার সামী ২,০০০ টাকা।
২১. জনাব মৌলবি লুতফুল হক সিরাজী ৫৫০ টাকা।
২২. মোহতরমা মুখতার বানু ৫০০ টাকা।
২৩. জনাব বাহাদুর খান খোকা ৫০০ টাকা।
২৪. জনাব এস, আই, সুলেমান ৫০০ টাকা।

২৫. জনাব এস. আই. বশিরুদ্দীন ৫০০ টাকা।
২৬. মোহতরমা জোহরা বেগম ৫০০ টাকা।
২৭. মোহতরমা সানজীদা সান্তার ও তাঁর সন্তানগণ ৫৫১ টাকা।
২৮. মোহতরমা শফিক সাইগল ৫০০ টাকা।
২৯. জনাব আব্দুস সামী ২,০০০ টাকা।
৩০. জনাব এস. এ. রহমান ৫০০ টাকা।
৩১. জনাব শেখ হামিদুল্লাহ ৫০০ টাকা।
৩২. জনাব রানা আব্দুস সান্তার ৫০০ টাকা।
৩৩. জনাব বদরুদ্দীন আহমদ ৫০০ টাকা।
৩৪. লাজনা ইমাদুল্লাহ চট্টগ্রাম ৫০০ টাকা।
৩৫. হাবিলদার মোহাম্মদ জাবীর মাজেকা ৫০০ টাকা।
৩৬. জনাব সৈয়দ আহমদ রেজা ৫০০ টাকা।
৩৭. জনাব মুনির আহমদ এজাজ ৫২৫ টাকা।
৩৮. জনাব মোহাম্মদ ইসহাক মাতাপিতার পক্ষে ৫০০ টাকা।
৩৯. জনাব এ. কে. এম. নুরুদ্দীন আহমদ মাতাপিতার পক্ষে ৫০১ টাকা।
৪০. জনাব নাসির আহমদ তসনীম ৫০০ টাকা।
৪১. জনাব জি. এ. খান পক্ষে পিতা মরহুম অধ্যাপক আ: লতিফ ৫০০ টাকা।
৪২. জনাব মীর মোবারক আহমদ ৫০০ টাকা।
৪৩. বেগম মোহাম্মদ নিজামুদ্দীন ও সন্তানগণ ৫০০ টাকা।
৪৪. জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার সাইগাল ৫,০০০ টাকা।
৪৫. মোহতরমা মোহাম্মদ আনোয়ার সাইগাল ৫০০ টাকা।
৪৬. অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন খাদেম ও তার পরিবার ৫০০ টাকা।^{১৩}

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। অবাঙালি আহমদীরা এদেশ থেকে চলে যান। তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান সাহেব বাঙালি আহমদীদের নিয়েই জামা'ত গুছিয়ে তোলেন। বাঙালি আহমদীদের বাঙালি নেতৃত্বে জামা'ত পরিচালিত হতে থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জামা'তের আমেলা পরিবর্তনে নতুন আঙ্গিকে জামা'ত পরিচালিত হয়। তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগের নব নব কর্মসূচি পালন করা হয়। অঙ্গ সংগঠনের মাঝে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমার অনুষ্ঠান হয়। ফলে দেশের উন্নয়নের সাথে

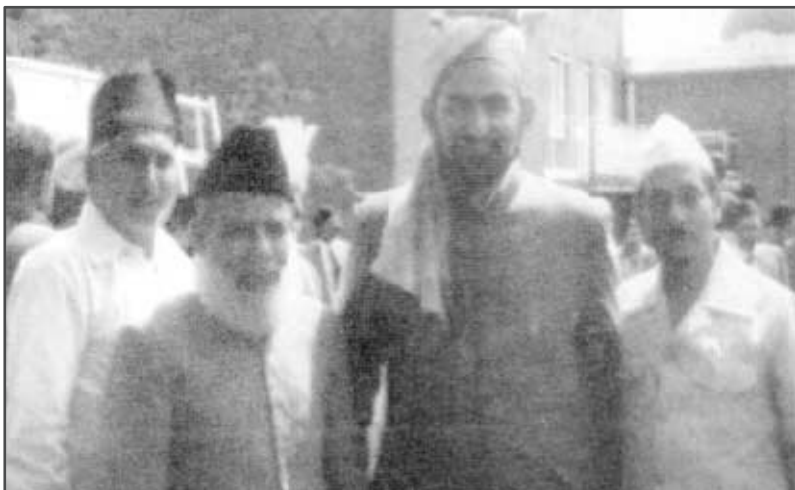
জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ড অনেক গতিশীল হয়ে ওঠে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।



১৯৭৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আগত আমেরিকার প্রতিনিধিদের সাথে চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)।

৯-১১ মার্চ ১৯৭৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৫৬তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শ্ৰভাগমন করেন (১) মোহতরম এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা আব্দুল মালেক খান, (৩) চৌধুরী জহুর আহমদ এবং (৪) এডভোকেট মুজিবুর রহমান। এ বুযুর্গগণ জলসার পর চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন। তখন তাঁদের শ্ৰভাগমন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে সভার আয়োজন করা হয়। তারা হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ জামা'তের ৫৭তম সালানা জলসা ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি-১৯৮০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাবওয়া থেকে শ্ৰভাগমন করেন (১) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা আব্দুল মালেক খান এবং (৩) চৌধুরী সাব্বির আহমদ। সম্মানিত বুযুর্গগণ জলসার পর চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন। তাদের আগমন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে সভার আয়োজন করা হয়। তাঁরা নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন।



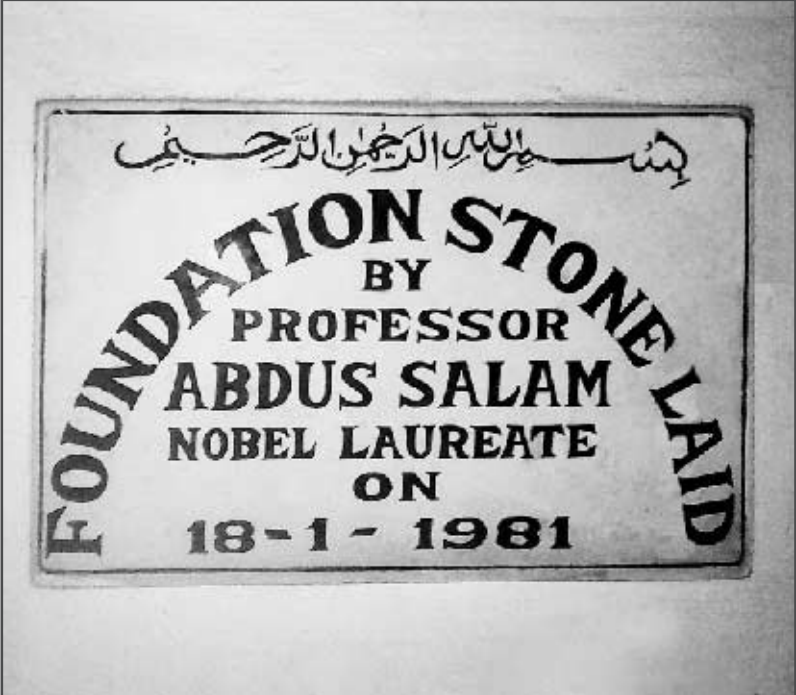
মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের সাথে জামা'তের অন্যান্যরা।



এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব।

বিশ্বখ্যাত আহমদী মুসলমান বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আসার আমন্ত্রণ জানান।

ফলে তিনি আসার প্রাক্কালে রাবওয়ায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন হযূর (রাহে.) তাঁকে চট্টগ্রাম জামা'তের পাকা মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আদেশ দেন। তাই প্রফেসর সাহেব চট্টগ্রাম আসার পর ১৮ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতে স্থানীয় জামা'তের সদস্য এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।



প্রফেসর আব্দুস সালাম কর্তৃক ১৮ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখ
চট্টগ্রামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ফলক।



প্রফেসর আব্দুস সালাম থেকে অটোগ্রাফ নিচ্ছেন
জনাব খালেদ আহমদ সিরাজী।

৬-৮ মার্চ ১৯৮১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের মজলিসে শূরা। এ উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমানের শুভাগমন হয়। তাঁরা শুরার পর চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন।



মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব বক্তব্য রাখছেন। (ছবি ১৯৮১)

তখন ১৪ মার্চ জামা'ত কর্তৃক চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে সম্মানিত বুয়ুর্গগণ ঐশী আলোর ব্যাখ্যায় আহমদীয়া জামা'তের উদ্দেশ্য এবং কর্মতৎপরতার উপর প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। শ্রোতারা মোহিত হন। আহমদীয়াতের সত্যতার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

জামা'তের মসজিদে ১৫ মার্চ তালিম ও তরবিয়তের উপর হৃদয়গ্রাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামা'তের অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তখন এক চাকমা ভ্রাতা বয়আত করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন।



মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের সাথে জামা'তের অন্যান্যরা। (ছবি ১৯৮১)

সাতশত বছর পর ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কর্তৃক স্পেনে প্রথম মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে একমাত্র চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার নিজের ব্যবহৃত গাড়ী বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করে স্পেনে গমন করেছিলেন।

আশির দশকের প্রথম দিকে বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তের ছাত্রদেরকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে জামাতী তালিম-তরবিয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে

রাবওয়া থেকে আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবকে চীফ পেট্রোন এবং মোহাম্মদ আব্দুল মতিনকে সেক্রেটারী নির্ধারণের মাধ্যমে আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে প্রতিষ্ঠার নির্দেশের প্রেক্ষিতে আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রেসিডেন্ট হন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল এবং ক'জন সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। ফলে চট্টগ্রাম জামা'তের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে জামাতী তালিম-তরবিয়ত প্রদান শুরু হয়। ছাত্রদের মধ্যে একতা ও বন্ধুত্ব এবং প্রাণচঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সভা সেমিনারের আয়োজন করে অ-আহমদী ছাত্রদের নিকট আহমদীয়াতের বার্তা প্রচার করা হয়। এমনই একটি সেমিনারের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

চট্টগ্রাম আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রথম সেমিনার

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে ২৯ অক্টোবর ১৯৮৩ বিকাল ৫টায় আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রথম সেমিনার চট্টগ্রাম চকবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদের অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল “ইসলাম এবং কমুনিজম”। সেমিনারে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাসুদুর রহমান, নূর উদ্দিন আহমদ, প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম এবং সভাপতি সাহেব।

সেমিনার প্রাঙ্গণে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল সাহেবের সার্বিক প্রচেষ্টায় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।^{১৪}

পরিপক্ক জামা'ত চট্টগ্রামের অগ্রযাত্রায় তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগ এবং বাজেটভুক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে ইমারত কায়ম হয়। আমীর নিযুক্ত হন জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত মোহতরম গোলাম আহমদ খান। ফলে নতুন আঙ্গিকে জামা'তের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। সার্বিক উন্নয়নের প্রবহমান ধারা অব্যাহত থাকে। প্রায় বছরই ক'জন করে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং রাবওয়া থেকে আগত সম্মানিত অতিথি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং মওলানা মাহমুদ আহমদ যোগদান করেন।



মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের সাথে
স্থানীয় আমীর গোলাম আহমদ খান এবং জামা'তের অন্যান্যরা। (ছবি ১৯৯০)



সমুদ্র সৈকতে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের সাথে
জামা'তের অন্যান্যরা।

১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রামে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তখন চট্টগ্রাম মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সহযোগিতায় বাংলাদেশ মজলিসের সদরের নেতৃত্বে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

১৯৯১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আমীর মোহতরম গোলাম আহমদ খান ইস্তেকাল করেন। নতুন আমীর নিযুক্ত হন নায়েব আমীর জনাব নূর উদ্দিন আহমদ। তিনি নতুন আমেলা গঠনের মাধ্যমে জামা'তের গতিশীলতার ধারা বজায় রাখেন। প্রফেসর আব্দুস সালাম কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত পাকা মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জামা'তের সদস্যরা মসজিদ নির্মাণে মালী কুরবানীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত ইমারতের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

অতঃপর ২১ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখ ইমারতের দায়িত্বে হাল ধরেন জনাব মোবশশের উর রহমান। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্তির বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দ্বি-তলের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অতঃপর মসজিদের তৃতীয় তলার কাজও সমাপ্ত করা হয়।

এ মসজিদ নির্মাণে দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা দিবারাত নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তারা হলেন—

তহবিল বর্ধিতকরণ কমিটি



জনাব মেজর (অব.)
ডা: আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান

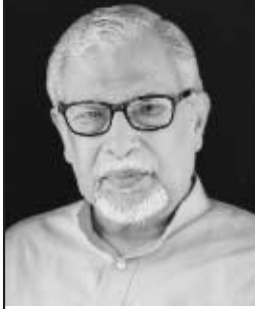


জনাব মনসুর আহমদ
সদস্য



জনাব সিদ্দিক রহিম
সদস্য

নির্মাণ কমিটি



প্রফেসর মীর মোবাক্কের আলী
উপদেষ্টা



প্রকৌশলী মীর শওকত আলী
উপদেষ্টা



জনাব মির্থা মোহাম্মদ আলী
আহ্বায়ক



জনাব মোজাম্মেল হক
সদস্য সচিব



জনাব সৈয়দ ইব্রাহীম সোলাইমান
সদস্য



জনাব নাসের আহমদ চৌধুরী
সদস্য



জনাব খালেদ আহমদ সিরাজী
সদস্য



জনাব মোরশেদ আলম
হিসাব রক্ষক

বলাবহুল্য, চট্টগ্রাম জামা'তে মসজিদ নির্মাণ আল্লাহ্ তা'লার খাস ফযল ও রহমত। কেননা প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেব কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মসজিদ নির্মাণে তেমন কোন অর্থ জামা'তের তহবিলে ছিল না। তবুও যুগ খলীফা (আই.)-এর দোয়া ও দিক নির্দেশনায় এবং ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের বলিষ্ঠ উদ্যোগে নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। তখন স্থানীয় আমীর নূর উদ্দিন আহমদ সাহেব নিরলস পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখ পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গা হয়। নামায পড়ার জন্য অস্থায়ীভাবে জামালখানস্থ সৈয়দ ইব্রাহীম সোলাইমান সাহেবের বাসগৃহের বাইরের উঠানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা হয়। পরে গোলাম আহমদ খান সাহেবের উত্তরাধিকারী কর্তৃক কিছু ভূমি মসজিদের জন্য দান করা হলে সেই ভূমিতে ঘর নির্মাণ করে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়।



মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি
মোহতরম চৌধুরী মোবারক মোসলেহ উদ্দিন।

২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখ মসজিদ নির্মাণে কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে একতলার কাজ প্রায় শেষ হয়। তখন বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে আগত হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি চৌধুরী মোবারক মোসলেহ উদ্দিন সাহেব ১২

জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখ জুমুআর নামায পড়ানোর মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধন করেন। অতঃপর দু'তলার কাজ শেষ হলে ১৮ এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখ মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সদর মুরব্বী কর্তৃক ঈদুল আযহার নামায পড়ানোর মাধ্যমে মূল মসজিদের কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর নামকরণ করেন 'মসজিদ বায়তুল বাসেত'।



মসজিদ বায়তুল বাসেত

এ মসজিদ নির্মাণের অর্থের যোগান আল্লাহ্ তা'লা এক ঐশী নিদর্শন। কেননা আর্থিক দুর্বল অবস্থায় জামা'তের সদস্যরা কাজ শুরু করেন এবং কাজের অগ্রগতির সাথে চাঁদা প্রদানও অব্যাহত থাকে। তখন আব্দুস সালাম সাহেব নামে এক ব্যক্তি মসজিদ ফাণ্ডে তিন লক্ষ টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই দানবীর আব্দুস সালাম কে এবং তার প্রকৃত পরিচয় কি তা আজও অজানা। প্রফেসর মীর মোবাস্শের আলী এবং প্রকৌশলী মীর শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় মসজিদ নির্মাণ কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে মীর শওকত আলীর নিরব সেবা উল্লেখের দাবি রাখে। উপরন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) মসজিদ নির্মাণে একটি বড় অংকের অর্থ প্রদান করেন। ফলে আল্লাহ্র ঘর মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মিত হয়।

৩-৫ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসায় হুযূর

(আই.) সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। তিনি জলসার পর চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

১৮ জুলাই ১৯৯৭ তারিখ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে জাকজমকভাবে সীরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং স্থানীয় আমীর সাহেব প্রমুখ।

২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৯৮ তারিখ এবং ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ২০তম জলসা সালানা। ২০তম জলসায় ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব রাবওয়া থেকে আগত মওলানা রাজা নাসির আহমদ নাযের ইসলাহ ও ইরশাদকে নিয়ে যোগদান করেন।

জলসার পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে স্থানীয় একটি চাইনিজ হোটেলে চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে ৩৫ জনের অধিক সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।^{১৬}



চট্টগ্রামে স্থানীয় একটি হোটেলে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। (ছবি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



সুধীবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছেন সাংবাদিক জনাব গোলাম মোরশেদ।

১৩ ও ১৪ এপ্রিল ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ২১তম সালানা জলসা। ২৫ মে ২০০১ তারিখ খিলাফত দিবস পালনে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৬ জন আমন্ত্রিত অতিথি যোগ দেন। এর সংবাদ দৈনিক পূর্বকোণ ও বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।



চট্টগ্রামে ১ম ওয়াকফে নও সম্মেলনে ন্যাশনাল সেক্রেটারি ওয়াকফে নও এবং অভিভাবকদের সাথে শিশু কিশোররা। (ছবি ২০০০)



খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান।
২৫ মে ২০০১।

১৬ জুন ২০০১ তারিখ চট্টগ্রামে এক প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :

প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত

১৬ জুন ২০০১ তারিখ চট্টগ্রামের কারিতাস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রীতি সম্মিলনে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, বাহাই ধর্ম, শিখ ধর্ম সহ বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতিনিধিগণের চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় চট্টগ্রামের বিশাপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও শান্তির প্রতীক শ্বেতকপোত উড়িয়ে এবং কেন্দ্রের সভাপতি প্রফেসর ড. মনজুর মোরশেদ মাহমুদ জাতীয় পতাকা ও সম্মেলনের আহ্বায়ক বাদল বড়ুয়া বিভিন্ন ধর্মের চিহ্ন খচিত সম্প্রীতি পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। প্রফেসর ড. মনজুর মোরশেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের সচিব মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও পরিচিতি প্রদান করেন ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আচার্য ব্রজেশ্বরানন্দ অবধূত, ফাদার রবার্ট গণছালভেছ, পেহলাজ কে প্রেমী, শ্রীমৎ শাসনপ্রিয় মহাস্থবিরের পক্ষে রাখাল বড়ুয়া, ভাই অমরজিৎ সিং এর পক্ষে বিজয় সিং। তাঁরা স্ব স্ব ধর্মের উদার ভাবগুলোর মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিশাপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও পারস্পরিক ধর্মীয় সংলাপের ভিত্তিতে নতুন এক বিশ্বসভ্যতা গড়ে তোলার

জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মনুষ্যজাতির অভিবাসন বৈশিষ্ট্য আজ নব নব সাংস্কৃতিক সংকট ও জীববৈচিত্রের জন্য দিচ্ছে।



প্রীতি সম্মিলন মধ্যে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর
জনাব মোবাশশের উর রহমান এবং সুধি বক্তাগণ। (ছবি ১৬ জুন ২০০১)

‘বর্তমান বিশ্বে ধর্ম জগতে সমন্বয়বাদ’ শীর্ষক দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল সুর ছিল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সাধন। বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুভবের ওপর বক্তাগণ বিস্তৃত আলোচনা করেন ধর্ম ও বাস্তবজগতের ঐক্যসূত্রের আঙ্গিকে। বিপ্লবী শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে ফাদার ফিলিপ ডি রোজারিও সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া, চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান প্রমুখ আলোচকবৃন্দ সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী সমন্বয়ক, সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তাবোধ, সমন্বয় চেতনাবোধ এবং সমন্বয়ের অপরিহার্যতাবোধের জরুরী প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, সর্বধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, পারস্পরিক মর্যাদার স্বীকৃতি ও মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতির গুরুত্ব সমন্বয়বাদের জন্য আবশ্যিক। আধুনিক বিশ্বে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন, পারস্পরিক সংঘম ও শ্রদ্ধাবোধ, উচ্চাঙ্গন্যতা ও সমালোচনা বর্জন ইত্যাদির পাশাপাশি জীবন ও কর্মভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ উচিত বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

বিকলে শ্রী বাদল বড়ুয়ার সভাপতিত্বে ‘আধুনিক যুবমানসে ধর্মবোধ’ বিষয়ক তৃতীয় অধিবেশনে বক্তাগণ হতাশাগ্রস্ত বিভ্রান্ত যুবসমাজকে নবশক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সুস্থ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। যুব সভায় আলোচনা করেন

মওলানা সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, মি. জেমস্ গোমেজ, অধ্যাপক স্বরূপানন্দ রায়, অধ্যাপক তুষার কান্তি বড়ুয়া।

‘মানবিক ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজের ভূমিকা’ বিষয়ক চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বেগম মুশতারি শফি। আলোচনায় অংশ নেন মিসেস মাজগান সামছি বাহার, অধ্যক্ষ রীতা দত্ত, অধ্যক্ষ প্রীতিকণা বড়ুয়া, সিনথিয়া রোজারিও। আলোচকগণ পৃথিবীর নারী সমাজকে সম অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বিশাল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর জোর দেন। সমাজে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে নারী সমাজ কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে তাঁরা উল্লেখ্য করেন। সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান, ইরান সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।^{১৭}

জনাব মোবাশশের উর রহমান সরকারি চাকুরিজনিত ঢাকায় বদলী হলে ২০০১ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম নিজামী। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ডের গতিধারা বজায় রাখেন। তাঁর উদ্যোগে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ‘কখন’ আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জনাব মনসুর আহমদ, সাবেক কায়দে, চট্টগ্রাম।

১৯ অক্টোবর ২০০১ তারিখ চট্টগ্রামে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ‘কখন’ আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহমদীয়া জামা’তের ৩৯ জন শিশু কিশোর যোগদান করেন। মুসলিম ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ২০ জন গুণী ব্যক্তিকে ‘কখন’ শিশু পদক ২০০১ প্রদান করা হয়। এতে চট্টগ্রাম জামা’তের আমীর এস এ নিজামী সাহেব পদক প্রাপ্ত হন।

২০০১ সালে হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা হাফেজ মোজাফফর আহমদ, নাযের দাওয়াত ইল্লাল্লাহ্। তিনি ঢাকার পর চট্টগ্রাম জামা’ত সফর করেন।



মওলানা হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেবের সাথে
ন্যাশনাল আমীর ও স্থানীয় আমীর এবং জামা’তের অন্যান্যগণ। (ছবি ২০০১)



সীরাতুননবী (সা.) জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
মওলানা হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব। (ছবি ২০০১)

২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগীয় ২য় অঞ্চলের ওয়াকফে নওদের তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ক্লাসের পরিচালক জনাব মনসুর আহমদ। শিক্ষক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মৌলবি আনোয়ার আহমদ, ওয়াকফে নও ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী। সমাপনী অধিবেশনে স্থানীয় আমীর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বক্তব্য রাখেন।

১ মে ২০০২ তারিখ প্রথম নও মোবাইল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। এতে ৪৭ জন নও মোবাইল এবং ৭ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

রাবওয়া থেকে আগত ওয়াকীলুল ওয়াকফে নও মোহতরম সৈয়দ কমর সোলাইমান চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি ১৫ নভেম্বর ওয়াকফে নও শিশু কিশোর এবং অভিভাবকদের সাথে এক সভায় মিলিত হন এবং নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এতে ২৮ জন ওয়াকফে নও এবং ২৩ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।



মোহতরম সৈয়দ কমর সোলাইমান ওয়াকীলুল ওয়াকফে নও
ছেলেমেয়ে ও অভিভাবকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। (ছবি ১৫ নভেম্বর ২০০২)

১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগ নং ২ অঞ্চলের ওয়াকফে নও শিশু ও মাতাপিতাদের তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

নিজামী সাহেবের ইমারতকালে চট্টগ্রামে অনেক মোখালেফাত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে আহমদীয়াতকে মুছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ২৮ মে ২০০৪ তারিখ কয়েক হাজার মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক মিছিল করে মসজিদ বায়তুল বাসেত দখল করতে আসে। তখন পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা আঞ্জুমানের গেইটের দেওয়ালে এটা কাদিয়ানীদের উপাসনালয় সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়।



২৮ মে ২০০৪ তারিখ মিছিল করে
মসজিদ বায়তুল বাসেত দখল করতে আসে।



২৮ মে ২০০৪ তারিখ বিরুদ্ধবাদীদের দাবির প্রেক্ষিতে পুলিশ কর্তৃক
মসজিদের গেটে কাদিয়ানী উপাসনালয় সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।

২৬-২৯ জুন ২০০৪ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগীয় ওয়াকফে নও শিশু ও মাতাপিতাদের তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে স্থানীয় আমীর সাহেব বক্তব্য রাখেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ক্লাসের পরিচালক। স্থানীয় সদর মুরব্বী সহ ক'জন ক্লাস নেন। অনুষ্ঠানের সংবাদ ৩ জুলাই দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২০০৪ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন আলহাজ্ব নাজির আহমদ। তিনি নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পালন করেছেন। তখনও মোখালেফাতের প্রবহমান ধারা বিরাজ করে। বিরুদ্ধবাদীরা সভা সেমিনার করে আহমদীদের উপর আক্রমণের প্রচেষ্টা করেন।

১১ আগস্ট ২০০৪ তারিখ সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উদাত্ত আহবান সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম আহমদীয়া জামা'ত আমন্ত্রিত। মানব কল্যাণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সমাজে ন্যায্যতা ও সম্প্রীতির মনোভাব জাগে

মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও শিখ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এক মত বিনিময় সভা ১১ আগস্ট সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মঈনউদ্দীন আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ফাদার ফিলিপ ডি. রোজারিও, ড. সংঘপ্রিয় ভিক্ষু, আচার্য সুভদ্রানন্দ অবধুত, ভাই ভূপিনন্দরপাল সিং, ঋত্তিক সুনীল বিকাশ দাশ, মওলানা সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, রেভা অসাই ত্রিপুরা, ভিক্ষু ধর্মেশ্বর, মওলানা মুহম্মদ ইকবাল ইউসুফ। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন লায়ল ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫ বি ৪ এর সদ্য প্রাক্তন জেলা গভর্ণর আলহাজ্ব রফিক আহমদ, বুদ্ধজ্যোতি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশ অধ্যায়ের সভাপতি বাবু অজিত রঞ্জন বড়ুয়া, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী ও বিজয় কুমার দেব।

সভায় মতবিনিময়কালে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বলেন— ধর্মবিশ্বাস ও আচার

আনুষ্ঠানিকতায় আমাদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে শুভ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতির পথ নির্দেশ করে। স্বধর্মে অঙ্কতা, অপরাপর ধর্ম বিষয়ে অনাগ্রহ, ধর্মাচারের বিভিন্নতাকে বিচ্ছিন্নতায় এবং শুভ প্রতিযোগিতাকে অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপদানের ভয়ানক মানসিকতা ধর্মাশ্রয়ীদের অর্ন্তদৃষ্টি অন্ধ এবং বিবেকবোধ উপলব্ধিকে ভোঁতা করে দেয়। ধর্মাচারে বাহ্যত শত বিভক্তি ঠেকলেও নৈতিক চেতনা এবং শাস্ত্রীয় রূপ, রং, স্বাদ প্রায়ই কাছাকাছি। ধর্মকে আগে নিজের মানসে ধারণ, মনন চেতনায় স্থাপন অতঃপর পালন এবং হৃদয়ঙ্গমপূর্বক চিন্তা করলেই কেবল আলোর দিশা পাওয়া যাবে। অন্যথায় শুধু বিভ্রান্তি ঠেকবে আর অসহিষ্ণু, বিদঘুটে পরিস্থিতি বিস্তৃত হবে। বিভেদ, বিবাদ, সংঘাতের কবল থেকে ধর্মাশ্রয়ী মানুষ মুক্তি পাবে তখনই, যদি ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্যোগ জোরদার হয়। স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব, সুশৃঙ্খল পরিবার, স্থিতিশীল সমাজ, সার্বজনীন কল্যাণ রাষ্ট্র আর সুন্দর পৃথিবী গড়ার সুযোগ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধানে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আমন্ত্রিত অতিথিগণ বলেন, ধর্মের প্রতি অনুরাগ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষের এ সরল অনুভূতিকে সততার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের। তাঁরা যদি বিশ্বাস, অভিব্যক্তি ও আচরণে সৎ থেকে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম শিক্ষা পালন করে, তাহলে ব্যক্তি জীবন থেকে বিশ্বব্যবস্থায় সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। তাঁরা যখন আপন কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে একে অন্যকে দোষারোপ করে, পরস্পরের বিরুদ্ধে মনগড়া অপবাদ আর মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে, তখনই বিপদের ঘণ্টা বাজে, যা রক্তপাত ও প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা বলেন— “উন্নয়নের জন্য শিক্ষা” সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ শ্লোগানে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সুফিতত্ত্ব গবেষণা ও মানবকল্যাণ কেন্দ্রের নান্দনিক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সমাজে ন্যায্যতা ও সম্প্রীতির মনোভাব জেগে উঠছে।

সভায় এক প্রস্তাবে ইরাক, ফিলিস্তান ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে গণহত্যা বন্ধ, বিরোধ নিষ্পত্তি ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ধর্মবিষয়ে স্বীকৃত পন্থায় উচ্চশিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বধর্ম প্রস্তাবে আউলিয়া দরবেশের দরগাহ মাজারে বোমাবাজি, পবিত্র স্মৃতি চিহ্নসমূহের বিলোপ সাধন ও তীর্থ স্থানে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দেশের

কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-সভ্যতার ধর্মীয় নিদর্শনাসমূহ সুরক্ষায় আন্তরিক যত্নবান হবার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো হয়।^{১৮}

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ওয়াকফে নও শিশু ও মাতাপিতাদের তালিম তরবিয়তী ক্লাস ২৬-২৯ জুন ২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করে স্থানীয় আমীর সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ক্লাসের পরিচালক মনসুর আহমদ। মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ স্থানীয় বুয়ুর্গগণ শিক্ষা প্রদান করেন।

চতুর্থ বিভাগীয় ওয়াকফে-নও শিশু ও পিতামাতাদের তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ১১ থেকে ১৬ মার্চ ২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন বাদ জুমুআ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ও সহকারী বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী মনসুর আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম, স্থানীয় আমীর জনাব নাজির আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ন্যাশনাল ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী ও বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ (নায়েব আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রমুখ জ্ঞানগর্ভমূলক ও মূল্যবান বক্তৃতা করেন। সভার সভাপতি হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি ভাষণ দান করেন। অনুষ্ঠানের সংবাদ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে হাল ধরেন জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী। বিশিষ্ট প্রকৌশলী সিরাজী সাহেব বিভিন্ন পদক্ষেপে মসজিদ বায়তুল বাসেতকে আরও দৃষ্টি নন্দিত করে তোলেন। জামা'তের তবলীগি কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়। প্রতি শুক্রবার মুসল্লিদের জন্য লঙ্গরখানা চালু করেন। আহমদীদের বাড়িতে এম.টি.এ ডিস লাগানো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও ক্লাস ২৩ থেকে ২৬ মার্চ ২০০৬ চট্টগ্রাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম বিভাগের ২য় অঞ্চলের ২৮ জন ওয়াকফে-নও এবং ২৫জন মাতাপিতা অংশগ্রহণ করেন।

১ জুলাই ২০০৬ তারিখ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে সুফিতত্ত্ব গবেষণা ও মানব কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে 'মুসলিম সংহতি সংলাপ' শিরোনামে এক

মহতী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন- ১) অধ্যক্ষ আল্লামা আ ন ম দেলাওয়ার হোসাইন, যুগ্ম সম্পাদক, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত, ২) মওলানা কারী মোহাম্মদ আলী, সাবেক পেশ ইমাম, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ, ৩) মওলানা সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, খতীব, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শীয়া ইমাম বাড়ী, ৪) আল্লামা হাকীম সালাহউদ্দীন ইমামী, সাবেক অধ্যক্ষ, দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম, ৫) মওলানা রায়হান উদ্দীন আল মাদানী, ইমাম, আহলে হাদীস জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম, ৬) মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৭) অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ, উপাচার্য, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং ৮) অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক।



সুহৃদ বক্তাগণ বর্তমান বিশ্বের ধর্মহীনতা এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব তুলে ধরেন। সকলেই পবিত্র কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা পালনে বিশ্বে মুসলিম সংহতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

রাঙ্গামাটির মাহিলায় আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রাম জামা'তে অবদান অনন্য। প্রথমে এটি চট্টগ্রাম জামা'তের পকেট ও পরে হালকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৩ সালে জামা'ত হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত জামা'ত।

মে ২০০৩ সালে নও-মোবাইনদের তালিম-তরবিরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে মৌলবি মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব মোহাম্মদ আলী এবং আনোয়ার হোসেন মাহিল্লায় যান। তখন আর্মি ক্যাম্পে বিরুদ্ধবাদী মৌলবিদের সাথে বহাস হয়। এতে আহমদীয়াতের ইতিবাচক প্রভাব পরে।

২০০৬ সালে মাহিল্লায় আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ বিদ্যাপীঠ থেকে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে। বিকশিত হচ্ছে আহমদীয়া জামা'তের সেবা ও পরিচিতি। এ স্কুলে ছাত্রছাত্রী ১০০ থেকে ১৫০ জনের মধ্যে অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক বাঙালি এবং অর্ধেক পাহাড়ি। দু'জন পাহাড়ি শিক্ষক কর্মরত আছেন। বলাবাহুল্য এ স্কুলটি পঞ্চম খিলাফতের প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্কুল এবং এটি প্রতিষ্ঠাতায় প্রাক্তন ন্যাশনাল আর্মীর মোবাশশের উর রহমান সাহেবের অবদান অনন্য। তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন।



২০০৬ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মিত
'মাহিল্লা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

২০০৭ সালের মে মাসে জামা'তের নও-মোবাইনদের তালিম-তরবিরের উদ্দেশ্যে মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, সদর মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সদর মুরব্বী এবং মৌলবি মনিরুজ্জামান ভূঞা মোয়াল্লেম মাহিল্লায় যান। সেখানে জামা'তের কর্মসূচি অনুযায়ী সভা হয়। পরে আগত তিনজনসহ মাহিল্লায় কর্মরত মৌলবি যিকরে এলাহী মোয়াল্লেম এবং জনাব মোফাজ্জল হোসেন শিক্ষককে স্থানীয় পুলিশ গ্রেফতার করে।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাই তাদেরকে রাঙ্গামাটি জেলে প্রেরণ করা হয়। তারা

১৯ মে গ্রেফতার হন এবং ২৪ মে কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। এ আসিরানে রাহে মাওলারা জামা'তের অনেক বড় কুরবানী দিয়েছেন।



মাহিল্লায় আসিরানে রাহে মাওলা মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব
জেল থেকে মুক্তি লাভের পর বকশী বাজারে তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

অন্যান্য আসিরানে রাহে মাওলারা



মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন



মৌলবি যিকরে এলাহী



মৌলবি মনিরুজ্জামান ভূঞা



জনাব মোফাজ্জল হোসেন

২৭ মে ২০০৮ তারিখ শতবার্ষিকী খিলাফত জুবলী উপলক্ষে ওয়াকফে-নও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওয়াকফে-নও সদস্য এবং তাদের মাতা-পিতা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দীন খাদেম স্থানীয় নায়েব আমীর। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান। অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাসান।

১৯ থেকে ২১ জুন ২০০৮ তারিখ ৭ম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সম্মেলন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৭জন ওয়াকফে-নও এবং তাদের মাতা-পিতা অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী স্থানীয় আমীর, স্থানীয় সদর মুরব্বী, স্থানীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

২৫ থেকে ২৮ মার্চ ২০০৯ তারিখ ৮ম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সম্মেলন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও। ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় বুয়ুর্গগণ।

১ থেকে ৫ জুলাই ২০১০ তারিখ ৯ম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সম্মেলন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মীর মোবাক্কের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর। ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় আলেমগণ। স্থানীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী অংশগ্রহণকারী সকলকে চিড়িয়াখানা দেখার ব্যবস্থা করেন। এতে ছোট ছেলেমেয়েরা খুবই আনন্দিত হন।



৮ম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলনে জামা'তের বুয়ুর্গদের সাথে
ওয়াকফে নও সম্মানরা।

১ জুলাই ২০১১ তারিখ জাকজমকভাবে সিরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং আলহাজ্ব নেছার আহমদ। অনুষ্ঠানে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সিরাজী সাহেবের ইমারতকালেও চট্টগ্রামে অনেক মোখালেফাত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা চকবাজারস্থ মসজিদ দখলের প্রচেষ্টাসহ আহমদীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করে। একবার চারজন আহমদী ভ্রাতা চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জামাতী কার্যক্রম পালনকালে বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক আক্রান্ত হন। মারমুখী অবস্থায় পড়েন। বিরোধীদের দাবির প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসন ১৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখ তাদেরকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

আসিরানে রাহে মাওলারা

এনং সরল ইউনিয়ন, বাঁশখালী জেলা চট্টগ্রামে ১৪ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ নও-মোবাইল সদস্যদের সাথে জুমু'আর নামায পড়ার জন্য সদর মুরাব্বী

মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ, আলহাজ্ব শাহাবুদ্দীন খালেদ এবং জনাব মোহাম্মদ আলী সেখানে যান। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একদল মোল্লা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে। এক পর্যায়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দপ্তরে। সেখানে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে আরো জঘন্য গালিগালাজসহ মৃত্যুভয় দেখান। অবশেষে তাঁদেরকে জঙ্গি সন্দেহে থানায় সোপর্দ করা হয়। জন্দ করা হয় জামা'তের মহাসুসংবাদ গ্রন্থ, কিছু লিফলেট, বয়আত ফরম এবং একটি পবিত্র কুরআন শরীফ। জন্দকৃত বইগুলি তারা জঙ্গীবাদের গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। অবশেষে থানা থেকে কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। দু'দিন পর জামিনে মুক্ত হন।^{১৯}



চট্টগ্রামের বাঁশখালীর আসিরানে রাহে মাওলারা বামদিক থেকে—
আলহাজ্ব শাহাবুদ্দীন খালেদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন,
জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ আলী এবং অন্যান্যরা।

কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে ১২ থেকে ২০ মে ২০১২ তারিখ তবলীগি আশারা যথাযথভাবে পালিত হয়। এতে ১৪০৫ জনের নিকট জামা'তের পরিচিতির বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হয়। আশারা চলাকালে ৪ জন বয়আত করেন। অনুরূপভাবে ১৫ থেকে ২৪ জুন ২০১২ তারিখ দ্বিতীয় আশারা পালন

করা হয়েছে। ২৭ মে জাকজমভাবে খিলাফত দিবস পালিত হয়। এতে ২৬ জন জেরে তবলীগ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পাহাড়তলী হালকায় কেবল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে এমটিএ সংযোগ দেয়া হয়। ফলে এলাকার ৩৫০০টি বাসায় সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে বিবির হাট এলাকায় এক কেবল অপারেটরের মাধ্যমে এমটিএ সম্প্রচারিত হয়। ফলে আহমদীয়াতের প্রচার তথা যুগ খলিফা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)-এর সরাসরি বক্তব্য আহমদী ও অ-আহমদী সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে।

৯ আগষ্ট ২০১২ তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকায় এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এতে স্থানীয় আমীর সাহেব লন্ডনের বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়। ৩১ আগষ্ট ২০১২ তারিখ নও-মোবাসিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম শহর ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এক ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজীর ইমারতকালে প্রায় প্রতি বছর সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আহমদীয়াতের সেবায় ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল ইমারতের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের পরবর্তী আমীর প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ্। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। জামা'তের প্রবহমান ধারা বজায় রাখেন। বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি বছর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামা'তের জলসা এবং তবলীগি কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। তালিম তরবিয়তে জামা'তের সদস্যদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২তম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সম্মেলন ২৫ থেকে ২৮ জুন ২০১৩ তারিখ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় আলেমগণ।

৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০১৪ তারিখ ১৩তম চট্টগ্রাম বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র-ছাত্রী ৩৯জন এবং মাতাপিতা ৪৮জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জামা'তে ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ৩ দিন দাঈ-ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মওলানা জাফর আহমদ এবং স্থানীয় আমীর প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে এক শান্তি ও সম্প্রীতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

চট্টগ্রামে শান্তি ও সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রের নির্দেশনানুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে স্থানীয় এক হোটেলে শান্তি ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব নেছার আহমদ এর সম্মেলনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর স্থানীয় আমীর প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ সাহেব সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর বর্তমান হুয়ুর (আই.) কর্তৃক ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে বিশ্ব শান্তির ওপর প্রদত্ত বক্তৃতায় ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়।



১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তি ও সম্প্রীতি সভা।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তাঁর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। যার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের সঠিক শিক্ষা কি এবং কিভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এছাড়া মদীনা সনদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইমাম আলী, সুফি গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ হিন্দু, বুদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক রনজিত দে, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চট্টগ্রামের বিভাগীয় সমন্বয়কারী শওকত বাঙালি, নন্দন কানন বুদ্ধ বিহারের ড. জিনু বোধি ভিক্ষু, মিরশরাইয়ের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নূরুল হুদা, সিলেট এম সি সরকারি কলেজের ইংরাজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল হাসান, রাঙ্গুনিয়া সেলিম কাদের ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ সান্তার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আহমদ খলিল খান, বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের চট্টগ্রামের বিভাগীয় পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক মুসা খান, প্রকৌশলী কাদের এহসানসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

বক্তাগণ এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজকগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সভায় উপস্থিত সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রিয় ভাইয়েরা আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করা হলো এবং বিশ্বে বর্তমানে যে অরাজকতা অশান্তি বিরাজমান এর সমাধানের একমাত্র পথ ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর কাজ করছেন। তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আসন্ন ৩য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর থেকে পরিত্রাণের জন্য সকল মহলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাই আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদন নিজ নিজ গণ্ডিতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরুন। ২০

২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব নেছার আহমদ জেনারেল সেক্রেটারী। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, মৌলবি মোজাফফর আহমদ রাজু এবং মওলানা জাফর আহমদ। ৮০জন উপস্থিত ছিলেন। ২৭ মে ২০১৫ তারিখ খিলাফত দিবস পালিত হয়। স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তাগণ খিলাফতের উপর বিশদ আলোচনা করেন।

৩১ জুলাই ২০১৫ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের পতেঙ্গা হালকায় সীরাতুনবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ সাকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায় সফল হয়।



চট্টগ্রাম জামা'তের পতেঙ্গা হালকার উদ্যোগে
সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়।

২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। আনন্দঘন পরিবেশে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৭ মে ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা হালকায় জনাব জহির আহমদ সাকিলের সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস পালিত হয়। ৫ জন মেহমানসহ ৪৫জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সফল হয়।

১১ অক্টোবর ২০১৬ নও-মোবাইল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম শহর ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে নও-মোবাইলগণ অংশগ্রহণ করেন। ৪০ জন পুরুষ, ২০ জন মহিলা এবং ১০ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২ জন বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। মোনেম বিল্লাহ সাহেব ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল অর্থাৎ আ-মৃত্যু ইমারতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অতঃপর ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্বে নিযুক্ত হন

আলহাজ্জ নেছার আহমদ। তিনি জামা'ত পরিচালনায় দক্ষতার সাথে হাল ধরেন। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৩৬তম সালানা জলসা এবং ১৯-২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ৩৭তম সালানা জলসা।

২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সীরাতুননবী (সা.) জলসা আমীর জনাব নেছার আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাসান, মৌলবি মোজাফফর আহমদ, মওলানা জাফর আহমদ এবং সভাপতি সাহেব। অনুষ্ঠানে ৫৯জন উপস্থিত ছিলেন।

১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে নও-মোবাইল সম্মেলন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল আমীর এবং স্থানীয় আমীর সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

২৭ মে ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়। বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, সিদ্দিক রহিম এবং মওলানা জাফর আহমদ। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর আলহাজ্জ নেছার আহমদ।

চট্টগ্রাম জামা'তের বর্তমান আমীর জনাব মোরশেদ আলম। এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি। তিনি পূর্বসূরী থেকে ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে জামা'তের প্রবহমান ধারা অব্যাহত আছে।

২৫ মে ২০১৮ তারিখ স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ সাহাবুদ্দিন খালেদ, মওলানা জাফর আহমদ এবং সভাপতি সাহেব।

চট্টগ্রাম জামা'তের আমেলার সদস্য বৃন্দ (২০১৯-২০২২) নিম্নরূপ:

১. মোহতরম মোরশেদ আলম, আমীর।
২. মোহতরম খালিদুর রহমান ডুইয়া. নায়েব আমীর-১ ও সেক্রেটারী তালিম।
৩. মোহতরম মোজাম্মেল হক, নায়েব আমীর-২, সেক্রেটারী রিশতানাতা ও মোহাসিব।
৪. মোহতরম হাশেম আহমদ, নায়েব আমীর-৩, এডি. সেক্রেটারী তরবিয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাইল।
৫. মোহতরম সৈয়দ সারফারাজ আহমদ, নায়েব আমীর-৪।
৬. মোহতরম মওলানা খুরশেদ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

৭. মোহতরম এস এম মঈন আল হোসাইনী, জেনারেল সেক্রেটারী।
৮. মোহতরম আলহাজ্ব শাহাবুদ্দিন খালেদ, সেক্রেটারী তবলীগ।
৯. মোহতরম শাহজাহান চৌধুরী, সেক্রেটারী তরবিয়ত।
১০. মোহতরম মতিউর রহমান ভূঁইয়া, সেক্রেটারী ইশায়াত।
১১. মোহতরম তানভীর আহমদ খান, সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও।
১২. মোহতরম হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, সেক্রেটারী উমুরে খারেজা।
১৩. মোহতরম মনসুর আহমদ চৌধুরী, সেক্রেটারী উমুরে আমা।
১৪. মোহতরম মোহাম্মদ শিমরান মির্ষা, সেক্রেটারী মাল।
১৫. মোহতরম সৈয়দ মাহমুদুল এহসান রুপু, এডিশনাল সেক্রেটারী মাল।
১৬. মোহতরম শাহেদ হোসেন, সেক্রেটারী জিয়াফত।
১৭. মোহতরম নূরুদ্দিন মামুন, সেক্রেটারী ওসীয়াত।
১৮. মোহতরম মোহাম্মদ আরিফ ভূঁইয়া, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন, ওয়াকফে আরজী ও আমীন।
১৯. মোহতরম মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ, সেক্রেটারী তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ।
২০. মোহতরম এ. কে. নওশাদ সাঈদ, সেক্রেটারী জায়েদাদ।
২১. মোহতরম সৈয়দ নঈম আহমদ, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।
২২. মোহতরম ক্যাপ্টেন সাইফুল ইসলাম, সেক্রেটারী জিরা'ত।
২৩. মোহতরম আলহাজ্ব শাহাবুদ্দীন শিহাব, সেক্রেটারী সা'না'ত ও তেজারত।
২৪. মোহতরম মোহাম্মদ আরিফ-উজ-জামান, যয়ীমে আলা মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম।
২৫. মোহতরম ডা. ইজাজুর রহমান শুভ, কয়েদ, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম।
২৬. মোহতরম ওয়ালিউর রহমান, মোয়াল্লেম।
২৭. মোহতরম মোজাম্মেক হক, মোয়াল্লেম।
২৮. মোহতরম জিকরে এলাহী, মোয়াল্লেম।

হালকা প্রেসিডেন্ট বৃন্দ

১. মোহতরম মীর মোবারক আলী, চকবাজার।
২. মোহতরম সৈয়দ মাহমুদুল এহসান রুপু, ষোলশহর।
৩. মোহতরম সৈয়দ গোলাম সারওয়ার, জামাল খাঁন।
৪. মোহতরম তাজুল ইসলাম, হালিশহর।

৫. মোহতরম মোহাম্মদ হাসান ফুলু, টেরীবাজার।
৬. মোহতরম গিয়াস উদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. মোহতরম ফজলে এলাহী জুয়েল, অস্বিজেন।
৮. মোহতরম জহির আহমদ শাকিল, পতেঙ্গা।
৯. মোহতরম মোহাম্মদ ইসমাঈল, পাহাড়তলী।
১০. মোহতরম আলহাজ্ব আব্দুল মাবুদ মুন্সী, হলাইন (পটিয়া)।
১১. মোহতরম আব্দুল মাজেদ, কক্সবাজার (লামা)।

আমেলার সদস্যগণের ছবি



বামদিক থেকে পিছনে দাঁড়ানো: সর্বজনাব মনসুর আহমদ চৌধুরী, শাহজাহান চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, শাহাবুদ্দিন খালেদ, তানভির আহমদ খান, জহির আহমদ শাকিল, মীর মোবারক আলী, সৈয়দ গোলাম সারওয়ার, মোহাম্মদ আরিফ ভূঁইয়া, নুরুদ্দিন মামুন, সৈয়দ নাসিম আহমদ, ক্যাপ্টেন সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইসমাঈল, ফজলে এলাহী জুয়েল, মোহাম্মদ হাসান ফুলু।

চেয়ারে বসা বামদিক থেকে: সর্বজনাব এ.কে. নওশাদ সাঈদ, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ সারফারাজ আহমদ, মওলানা খুরশেদ আলম, মুরশেদ আলম, খালিদুর রহমান ভূঁইয়া, এস.এম. মঈন আল হোসাইনী, হাশেম আহমদ, মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান।

সামনে নীচে বসা বামদিক থেকে: সর্বজনাব শাহেদ হোসেন, হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, ডা: ইজাজুর রহমান শুভ, মতিউর রহমান ভূঁইয়া মোহাম্মদ শিমরান মির্যা, সৈয়দ মাহমুদুল এহসান রুপু।

চট্টগ্রামে অনেক বুয়ুর্গ সদর মুরব্বী সিলসিলাহ জামা'তের খেদমত করেছেন। তাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলেই জামা'তের কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত

থাকে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে সদর মুরব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মওলানা এ. কে. এম. মহিবুল্লাহ, মওলানা ফারুক আহমদ এবং মওলানা রাজা নাসির আহমদ (পাঞ্জাবী)। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সাল সদর মুরব্বী ছিলেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল দায়িত্ব পালন করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল। ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল মওলানা জাফর আহমদ। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল মওলানা শাহ্ এহসান উদ্দিন। ২০২০ সাল থেকে বর্তমানে কর্মরত আছেন মওলানা খুরশেদ আলম। সম্প্রতি মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং মওলানা নাবিদুর রহমান সদর মুরব্বী কর্মরত হয়েছেন।

মোয়াল্লেম হিসেবে খেদমত করেন মৌলবি মোহাম্মদ হুসৈন উল্লাহ, মৌলবি শাহ আলম খান, মৌলবি এনামুল হক রনী, মৌলবি হুমায়ূন কবির, মৌলবি মাহমুদ আহমদ সুমন, মৌলবি মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মৌলবি জাহিদুল ইসলাম, মৌলবি দেলোয়ার হোসেন, মৌলবি সেলিম আহমদ কাজল এবং মৌলবি মোজাফফর আহমদ রাজু। বর্তমানে তিন জন মোয়াল্লেম কর্মরত আছেন— মৌলবি ওয়ালিউর রহমান, মৌলবি মোজাম্মেল হক এবং মৌলবি জিকরে এলাহী।

বলাবাহুল্য, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি তেমনি অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মানুষ খুবই বৈচিত্রময়। এখানে বাঙালি ও পাহাড়িসহ অবস্থান করেন। পাহাড়িরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং জাতিগোষ্ঠীর হলেও নিজেদের মধ্যে ঐক্যতা বিদ্যমান। বাঙালি ও পাহাড়িদের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি রয়েছে। কখনও জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হলেও (রামুর ঘটনা ব্যতীত) বড় ধরনের ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় নি। ফলে আখেরি জামানায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আগমনের বাণী প্রচারের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করে।

২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে প্রায় দশ লক্ষ নির্যাতিত রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে কক্সবাজারে চলে আসেন। বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সেবা করছে। এর সাথে বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবক সংগঠন বিভিন্নমুখী সেবায় জড়িত। তন্মধ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ হিউম্যানিটি ফাস্ট নামে শুরু থেকে রোহিঙ্গাদের সেবা করে। আর এ কাজে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্যরা নিরলস কাজ করেছেন।

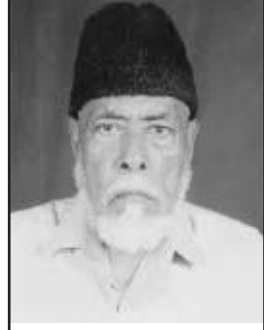
চট্টগ্রাম জামা'তের খেদমতে যেসকল মুরুব্বী সিলসিলাহ ও
মোয়াল্লেম অবদান রাখেন তাদের মধ্যে ক'জন



মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ



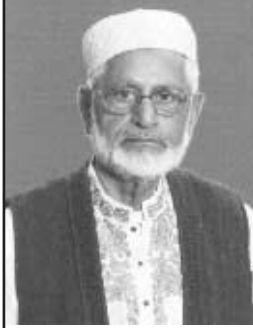
মওলানা এ.কে.এম. মহিবুল্লাহ



মওলানা ফারুক আহমদ



মওলানা রাজা নাসির আহমদ



মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ



মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী



মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন



মওলানা জাফর আহমদ



মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ



মসজিদ বায়তুল বাসেত



ষোলশহর মসজিদ



পতেঙ্গা হালকার নামায সেন্টার

বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের সার্বিক কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। তালিম-তরবিয়ত এবং তবলীগের কাজের গতিধারা প্রবহমান রয়েছে। আহমদীয়াত শহরের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন থানায় বিস্তার লাভ করেছে। বাঙালি ও পাহাড়ি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে দীক্ষিত হচ্ছেন।

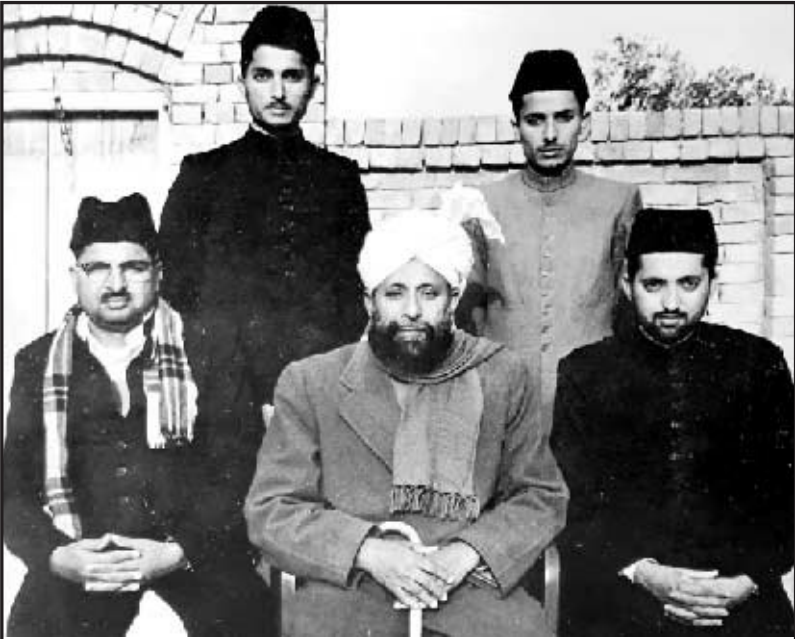
চট্টগ্রামে নিকট অতীতে যারা বয়আত করেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন—
সর্বজনাব ১) আলহাজ্ব আব্দুল মাবুদ মুন্সী, ২) অধ্যাপক শামসাদ সান্তার, ৩) ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেন, ৪) আলহাজ্ব শাহাবুদ্দিন খালেদ, ৫) শাহজাহান চৌধুরী, ৬) জামাল উদ্দিন (সাংবাদিক), ৭) আহমদ আতাউল্লাহ (বড়ুয়া), ৮) আলহাজ্ব শাহাবুদ্দিন শিহাব, ৯) হারুন অর রশিদ (সাংবাদিক), ১০) এডভোকেট মাহফুজুল হক, ১১) এডভোকেট আবুল হাসনাত, ১২) কবিরাজ রফিকুল ইসলাম, ১৩) শামসুদ্দীন হেলাল, ১৪) শরীফুল হক চৌধুরী (সাংবাদিক), ১৫) মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন, ১৬) মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, ১৭) এস.এম. দিদারুল হক জসিম, ১৮) হাফেয মোস্তাক আহমদ, ১৯) মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম, ২০) সফিউল আলম, ২১) মোহাম্মদ আশরাফ

আলী, ২২) জিল্লুর রহমান শাকিল, ২৩) আব্দুর রহমান (টেকনাফ) এবং ২৪) মনিরুল ইসলাম (কক্সবাজার)। [পুনশ্চ: অনেকের নাম দেয়া সম্ভব হয় নি বলে দুঃখিত]

বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'ত ১১টি হালকায় বিস্তৃত হয়েছে। তন্মধ্যে চকবাজার হালকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল বাসেত অবস্থিত। ষোলশহর হালকায় মসজিদ বিদ্যমান। এ মসজিদের জমি দান করেছেন জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী। পতেঙ্গা হালকায় নামায সেন্টার আছে। জনাব আকবর খানের ক্রয়কৃত জমিতে এ নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়তলী হালকায় নামায সেন্টার বিদ্যমান। মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের বাড়িতে এ নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠিত। কক্সবাজারে নামায সেন্টার ও মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ষোলশহর, পতেঙ্গা ও কক্সবাজার জামা'তের মোয়াল্লেম কর্মরত আছেন। ফলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামা'তের মসজিদ থেকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহু আকবার আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরের জনপদ। আহমদীয়াতের বিজয়ের প্রবহমান ধারায় চট্টগ্রাম জামা'ত ক্রমাগত বর্ধিত হোক এবং ঐশী আলো বিকরণে সাগরকুন্তলার প্রতিটি জনপদ মুখরিত হয়ে উঠুক এ প্রত্যাশা করি।

চট্টগ্রাম জামা'তের সালানা জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময় জলসা বা তবলীগি অনুষ্ঠান হয়। ঢাকার পর বন্দরনগরী চট্টগ্রাম যেমন দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর, তেমনি বিভিন্ন সময় কাদিয়ান ও রাবওয়া থেকে ঢাকায় আগত জামা'তের অনেক বুয়ুর্গ আলেম ঢাকার পর চট্টগ্রাম সফর করেন। ফলে তাঁদের উপস্থিতিতে নসিহতমূলক বক্তৃতায় অনেক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সালানা জলসার আদলে বা সালানা জলসার নামে অনেক অনুষ্ঠান হয় নি। ফলে এসব জলসার কোন ধারাবাহিকতা নেই।



বাম থেকে চেয়ারে বসা— মোহতরম আতাউর রহমান তাহের,
মওলানা আবুল আতা (রহ.), মোহতরম আতাউল করিম শাহেদ।

বাম থেকে দাঁড়ানো— মোহতরম আতাউল রহিম হামেদ এবং
মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ (লন্ডন মসজিদের বর্তমান ইমাম)।

চারজনই মওলানা আবুল আতা সাহেবের পুত্র।

জানা যায়, ৬, ৭ ও ৮ মে ১৯৬০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ এবং মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার কয়েদ ছিলেন প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দীন খাদেম। রাবওয়া থেকে জামা'ত সফরে শুভাগমন করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। ফলে জামা'তে আহমদীয়ার এ বিশিষ্ট বুয়ুর্গের উপস্থিতিতে এবং তাঁর নসিহতমূলক বক্তৃতায় তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

২১ ও ২২ মার্চ ১৯৭০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের জলসা। তখন রাবওয়া থেকে আগত নাযের ইসলাম ও ইরশাদ আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নাজির লায়েলপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জলসার পর চট্টগ্রাম জামা'তের জলসায় যোগদান করেন। প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং সদর মুরব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় জামা'তের সদর মুরব্বী মওলানা রাজা নাসির আহমদ বক্তৃতা ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ফলে জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুয়ুর্গদের উপস্থিতি এবং তাঁদের বক্তৃতামালায় জলসা সফল হয়। তের জন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব এবং রাবওয়া হতে আগত সম্মানিত অতিথি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এতে উসওয়ায়ে হাসানা, আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, বর্তমান যুগে ইসলামী খিলাফত এবং ঈমানের পরীক্ষা ও ইন্তেকামাত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা ফারুক আহমদ সদর মুরব্বী এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরব্বী। অধিবেশন শুরুর পূর্বে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জনাব নূরউদ্দিন আহমদ স্থানীয় নাযেব আমীর এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয়

অধিবেশন ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হয়। যুবকদের নৈতিক সংশোধন, ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নামায ও মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবসহ আরও ক'জন বক্তব্য রাখেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকালে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা মাহমুদ আহমদ, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার যথাক্রমে নুযুলে হযরত ঈসা (আ.), সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আ.), আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ এবং রহমাতুল্লীল আলামীন (সা.) বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। অতঃপর এ মহতী জলসা সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সুযোগ্য সন্তান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সাথে চট্টগ্রাম জামা'তের আহমেদুর রহমান সাহেবের মেয়ে রৌশন জাহান (ছন্দা)-র বিবাহ পড়ান এবং সকলে নব দম্পতির জন্য খাস দোয়া করেন।



মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের বিবাহ অনুষ্ঠানে
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব আহমেদুর রহমান,
ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এবং অন্যান্যরা।

২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৯৮ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা সালেহ আহমদ, জনাব এ.কে. রেজাউল করীম, স্থানীয় আমীর মোহতরম মোবাস্শের উর রহমান, এস এ নিজামী এবং হাফেয সেকান্দর আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। জলসায় ক'জন বয়আত করেন।

৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মওলানা মুফতি মোবাস্শের আহমদ কাহলুন। তিনি ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জমাতের জলসায় যোগদান করেন। সম্মানিত প্রতিনিধি ছাড়াও ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী এবং স্থানীয় আমীর মোবাস্শের উর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ফলে সফল জলসা অনুষ্ঠিত হয়।



১৯তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মওলানা মুফতি মোবাস্শের আহমদ কাহলুন।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন মোহতরম মোবাস্শের উর রহমান। যিনি পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম

জামা'তের ইমারতের দায়িত্ব পালন কালে ২০০০ সালে স্থানীয় জামা'তের আমেলার পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম জামা'তে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত জলসার ধারাবাহিকতা নির্ধারণে অনেক বিশ্লেষণ করে ১৯টি জলসা ধার্য করেন এবং ২০০০ সালের জলসাকে ২০ তম জলসা ঘোষণা করা হয়। ফলে ২০০০ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ২০তম সালানা জলসা। নবনির্মিত মসজিদ বায়তুল বাসেত এ অনুষ্ঠিত এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ। এছাড়া আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নাযের ন্যাশনাল আমীর-২, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা সাহেব আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



২০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ এবং পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেয সরদার আনোয়ার হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মওলানা রাজা নাসির আহমদ। জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আহমদীয়া জামা'ত ও

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং খিলাফতের আশীষসমূহ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। জলসার প্রথম অধিবেশনের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে স্থানীয় জামা'তের নায়েব আমীর এস. এ. নিজামী সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশন বিশেষভাবে লাজনার উদ্দেশ্য নিবেদিত ছিল। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পেশ করেন লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের দু'জন সদস্যা। জান্নাতি সমাজ গঠনে জান্নাতি পরিবারের ভূমিকা এবং অগ্রযাত্রার পথে মোখালেফাত ও কুরবানী বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

বিকেলে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। মোল্লার ইসলাম বনাম আল্লাহর ইসলাম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘটনা তুলে ধরেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। সবশেষে সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

১৩ ও ১৪ এপ্রিল ২০০১ তারিখ ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলবি শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম, নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রাহীমুল হাসান। স্বাগত ভাষণ দান করেন সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব নেছার আহমদ। উদ্বোধনীতে ন্যাশনাল আমীর সাহেব আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন।

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবন ও ইসলাম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী। ইসলাম ও আহমদীয়াতের উপর বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। অধিবেশনের শেষ বক্তা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মৌলবাদ ও সমকালীন বিশ্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।



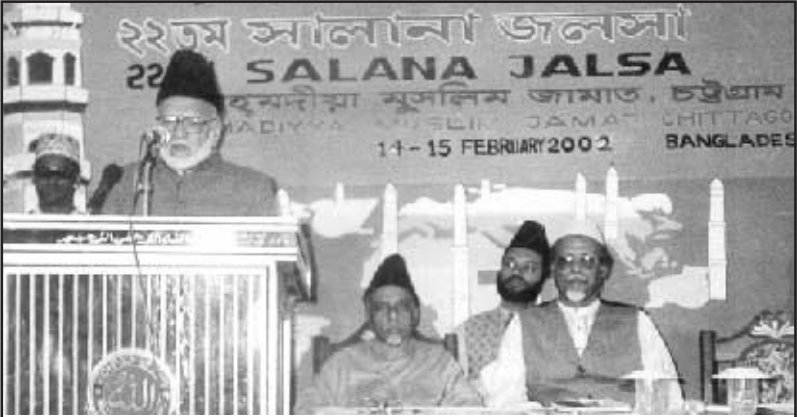
২১তম সালানা জলসায় দোয়ায় রত ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, পাশে স্থানীয় আমীর এবং অন্যান্যরা।

১৪ এপ্রিল সকালে স্থানীয় জামা'তের নায়েব আমীর জনাব এস এ নিজামীর সভাপতিত্বে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার আহমদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের নযম পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে তরবিয়তে আওলাদ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ এবং নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া উপর বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব মোবাশশের উর রহমান, আমীর চট্টগ্রাম, মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকালে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস. এ. নিজামী এবং নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রাহীমুল হাসান। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। হযূর আকদাস (আই.)-এর বাণী এবং সালাম পৌছে দেন লন্ডন প্রবাসী জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর স্থানীয় আমীর সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

মাগরেব নামাযের পর বিপুল সংখ্যক অ-আহমদী ভাইয়ের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে জলসার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিটিভি-এর চট্টগ্রামের স্থানীয় সংবাদে জলসার সংবাদ প্রচারিত হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখ ২২তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে চট্টগ্রামের স্থানীয় আমীর এস. এ. নিজামী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। যথাক্রমে মৌলবি শাহ আলম খান, মোহাম্মদ আনোয়ার আহমদ এবং মৌলবি সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াস শিবলী পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন।



২২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম
মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং মধ্যে জামা'তের অন্যান্যরা।

প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনদর্শ এবং ইসলামী খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নসীহতমূলক মূল্যবান ভাষণ দান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ইসলামী অর্থনীতি, নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া, তরবিয়তে আওলাদ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলবি শাহ আলম খান, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং মওলানা সালেহ আহমদ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে ইসলামের নামে সম্ভ্রাস, হযরত ইমাম মাহদী (আ) এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আ.) ও তার পুনরাগমনের তাৎপর্য বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন প্রফেসর মীর মোবাক্কের আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং হুযূর (রাহে.) এর প্রতিনিধি সাহেব। পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

জলসার সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এবং দৈনিক নয়া বাংলা ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সংখ্যায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য মনোজ্ঞ প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুষ্ঠান হয়।

৬ ও ৭ মার্চ ২০০৩ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ২৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ বিকালে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাগড়াছড়ি নও-মোবাক্কিন ক্বারী আব্দুল কাদের এবং নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। কবুলিয়তে দোয়ার উপর বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সীরাতে রসূলে করীম (সা.) বিষয়ে মওলানা সালেহ আহমদ এবং খিলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বাদ মাগরিব বিপুল সংখ্যক জেরে তবলীগ বন্ধুর উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর আসর হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থান হতে আগত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সকালে স্থানীয় জামা'তের আমীর মোহতরম এস. এ. নিজামীর সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ, ওয়াকফে নও ও তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ

আব্দুল জলিল। বর্তমান অবস্থায় জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় একজন আদর্শ আহমদী বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সেক্রেটারী তবলীগ ও সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব নেছার আহমদ এবং সুললিত কণ্ঠে নয়ম শুনান জনাব ইব্রাহীমুল হাসান। মালী কুরবানীর উপর বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব এ কে রেজাউল করীম। লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।



২৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।



২৩তম সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ।

বিকালে অধিবেশন হয় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবি সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াছ শিবলী। নয়ম শুনান জনাব তৌফিক আহমদ। আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলাম বিষয়ের বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক মীর মোবাহ্বেদ আলী। হযরত ইমাম মাহদী

(আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দাঈ ইল্লাহ্‌হা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এ জলসায় বিভিন্ন স্থান থেকে জেরে তবলীগ শতাধিক বন্ধু যোগ দেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ২৪তম সালানা জলসা ১ ও ২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার ধারাক্রমে নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাক্কের আলী, স্থানীয় আমীর জনাব এস এ নিজামী এবং ন্যাশনাল আমীর মোবাক্কের উর রহমান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে আনোয়ার আহমদ, ক্বারী আবদুল কাদের ও মোহাম্মদ আলমগীর। ইসলামী প্রাণোদ্দীপক নয়ম পরিবেশন করেন সর্বজনাব সুলতান আহমদ, এনামুর রহমান নাসের, সেলিম আহমদ, ইব্রাহীমুল হাসান, এস.এম রহমত উল্লাহ, পানা উল্লাহ, এহসানুল হাবীব জয় এবং তৌফিক আহমদ প্রমুখ।



২৪তম সালানা জলসায় মধ্যে অধ্যাপক মীর মোবাক্কের আলী,
স্থানীয় আমীর জনাব এস.এ. নিজামী এবং অন্যান্যরা।

বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, তরবিয়তে আওলাদ, আহমদী হয়ে

কী পেলাম, ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, ইসলাম ও মানবাধিকার, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা সালেহ আহমদ, নেহার আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন।



২৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মঞ্চে অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী।

এ জলসায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদের মাঝে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড: গাজী সালাহ উদ্দীন, বিশিষ্ট চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও জাসদ নেতা ডা: মাহফুজুর রহমান বক্তৃতা করেন। তারা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত শিক্ষা বলে উল্লেখ করেন। লাল সূর্য খচিত সবুজ পতাকার নিচে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত হবার আহ্বান জানান। জলসার সমাপনী অধিবেশনে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন আলহাজ্ব নাজির আহমদ, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি।

উদ্বোধনী অধিবেশনে নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী

বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ উপস্থাপন করে বলেন, এ দেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম-কর্ম পালনের সমঅধিকার রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন চিন্তাধারা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মত-প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তক নিষিদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ধৈর্য ও মহব্বতের সাথে মানুষের হৃদয় জয় করে ইসলাম ও আহমদীয়ত প্রচারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। সৌদী আরবের এক মসজিদের বাঙালি ইমাম চট্টগ্রামে এসে আহমদীদের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এ জলসায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক আহমদী ও জেরে তবলীগ ভ্রাতা ও ভগ্নী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ এবং ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো, দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দি অবজারভার পত্রিকায় সালানা জলসার সংবাদ প্রকাশিত হয়। মসজিদের বাহিরে উগ্র মৌলবাদীরা জলসার কার্যক্রমে বিঘ্নতা ঘটনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৫তম সালানা জলসা। ১৭ তারিখ বাদ জুমুআ আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জলসার তিনটি অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম, ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাসশের উর রহমান ও চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নাজির আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে মৌলবি আনোয়ার আহমদ, হাফেয ডাঃ আনোয়ার হোসেন ও মোয়াল্লেম মৌলবি মাহমুদ আহমদ সুমন। নয়ম পরিবেশন করেন সর্বজনাব আব্দুল ওয়াহেদ, তৌফিক আহমদ, এনামুর রহমান নাসের ও সেলিম আহমদ।



২৫তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি
মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বক্তৃতা পর্বে সালানা জলসার গুরুত্ব, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, পশ্চিমবঙ্গে আহমদীয়তের প্রচার ও বিকাশ, মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামী অর্থনীতি এবং ওসীয়াত ব্যবস্থাপনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্মৃতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), স্মৃতিতে ফালু মিয়া প্রভৃতি বিষয়ে মওলানা ফিরোজ আলম, মওলানা সালেহ আহমদ, মাশরেক আলী মোল্লা (আমীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম), মওলানা বশীরুর রহমান, মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আব্দুল খালেক বাঙালি এবং নুরুদ্দীন আহমদ প্রাণবন্ত বক্তৃতা করেন। সমাপনী অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ড: জামাল নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রয়াত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও হৃদয়তার কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আব্দুস সালাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। এ সম্মেলনে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী, শিল্পপতি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। জলসার খবর স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

২৬তম সালানা জলসা ৩ ও ৪ মার্চ ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসার মিলন মেলায় বিভিন্ন জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন জামা'ত হতে আহমদী ও জেরে তবলীগ বিপুল সংখ্যক ভাই বোন অংশ নেন। ৩ মার্চ বাদ জুমুআ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। হাফেয সরদার আনোয়ার আহমদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর হুযূর আকদাস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি স্বাগত ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাম ও মানবতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বর্ণনা করেন প্রফেসর মীর মোবাস্শের আলী।



২৬তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী, মঞ্চে হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা ফিরোজ আলমসহ অন্যান্যরা।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা ও সাফল্য, একজন আদর্শ আহমদী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিজয় ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সত্যতা প্রমাণে যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্ব নাজির আহমদ, মাহমুদ হাসান সিরাজী আমীর চট্টগ্রাম ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মুরুব্বী সিলসিলাহ প্রমুখ।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দুটি অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর, চট্টগ্রাম জামা'ত। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে খিলাফতের শতবার্ষিকী ও খোদাতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতার উপর জ্ঞানগর্ভমূলক ও শিক্ষনীয় বক্তব্য রাখেন। আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, নেহার আহমদ, আলহাজ্ব এ. কে. রেজাউল করিম, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বক্তব্য রাখেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক, চট্টগ্রামে আহমদীয়াত বিস্তার, আর্থিক কুরবানী ও ওসীয়াত, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করা হয়। অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড: জামাল নজরুল ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি আব্দুল মোমিন মিয়া এবং বাংলাদেশ ভাষানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ আন্তঃজেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জোনের সভাপতি সিদ্দিক ইসলাম। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের পর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।



২৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৭তম সালানা জলসা। এ জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ অস্ট্রেলিয়া শ্রুভাগমন করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং এ দেশের অনেক বুয়ুর্গ যোগ দেন। ফলে তাদের বক্তৃতামালায় দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ২৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ্ মওলানা মোবাস্থের আহমদ কাহলুন সাহেব। বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, মোহতরম মোবাস্থের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, প্রফেসর মীর মোবাস্থের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী সদর আনসারুল্লাহ্, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী প্রমুখ।



২৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা মোবাস্থের আহমদ কাহলুন এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও

মর্যাদা, সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), আল কুরআন ও বিজ্ঞান, যুগ খলীফার পূর্ণ আনুগত্য সাফল্যের মূল কথা, নামাযের গুরুত্ব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে তরবিয়তে আওলাদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ও নেয়ামে ওসীয়ত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতা এবং খতমে নবুওয়াতের তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়াদির উপর বক্তাগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ, ক্বারী আব্দুল কাদের ও হাফেয হোসেন আহমদ এবং নযম পরিবেশন করেন সর্বজনাব এহ্সান আহমদ, হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয় ও নূরে এলাহী। পরিশেষে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

এ জলসায় প্রায় দুইশত জেরে তবলীগ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। দুই জন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান পর্বে মঈন আল হোসাইনী সাহেব কেমন করে আহমদী হলাম বিষয়ে এক ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। চল্লিশ জন ভ্রাতা বয়আত করে ঐশী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

৬ ও ৭ মার্চ ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জামা'তের ২৯তম সালানা জলসা। ৬ তারিখ বাদ জুমুআ ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধনী হয়। সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, অধ্যাপক মীর মোবাস্শের আলী, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মওলানা নওশাদ আহমদ, স্থানীয় আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি, মানবতার কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম, আহমদীয়া খিলাফতের অবদান, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আমাদের করণীয়, রিশতানাতার তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহদী

(আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইত্যাদি বিষয়াদির ওপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভমূলক ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তব্য রাখেন। জলসার প্রথম দিনের উদ্বোধনীর প্রারম্ভে ঢাকাস্থ পিলখানায় মর্যাস্তিকভাবে নিহত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা কর্মকর্তাদের আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।



২৯তম সালানা জলসায় দর্শকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন
মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব (ইনসেটে)।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আনোয়ার আহমদ, হাফেয হোসেন আহমদ। নযম পাঠ করেন সর্বজনাব নূরে ইলাহী, মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, আলহাজ্ব ইব্রাহেতুল হাসান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়, সুলতান আহমদ এবং এহসান আহমদ।

সমাপ্ত অধিবেশনে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা, নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্বের প্রতি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন খান, এডভোকেট আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া, ফাদার জীবন গোমেয, এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত এবং ডাঃ মাহফুজুর রহমান।

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক ভ্রাতাদের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার

টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক জলসার প্রোগ্রাম ধারণ করেন। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শেষে ২১ জন ভ্রাতা বয়আত করে ঐশী সিলসিলায় দাখিল হন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ৩০তম সালানা জলসা ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে আহমদীয়া জামা'তের ইসলামী চিন্তাবিদগণ পবিত্র কুরআন করীমের আলোকে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য রাখেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহু আহমদ। খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। এতায়াতে নেয়াম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। তরবিয়তে আওলাদ ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন।



৩০তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মওলানা মোবাস্শের আহমদ কাহলুন এবং মঞ্চে বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম ও জামা'তের অন্যান্যরা।

উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। এ জলসায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন- জনাব জিনু বোধি ভিক্ষু, রঞ্জিত কুমার দে, ফাদার জোসেফ জীবন গোমেজ এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত প্রসঙ্গে বিদেশ থেকে আগত বসনীয়ার আহমদী মি: আমের বাইরামোভিচ বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন। হযরত ইমাম

মাহদী (আ.)-এর আগমন এবং মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোকপাত করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।



৩০তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জনাব ফাদার জোসেফ জীবন গোমেজ এবং মধ্বে জামা'তের অন্যান্যরা।

এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা মোবাস্থের আহমদ কাহলুন সাহেব। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাস্থের আলী। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন প্রফেসর ইমেরিটাস ড: জামাল নজরুল ইসলাম। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়।

চট্টগ্রাম জামা'তের ৩১তম সালানা জলসা ৯ ও ১০ মার্চ ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। অতীতের চেয়ে এ জলসায় উপস্থিতি ছিল বেশি। রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড অনুযায়ী ১২৩৩ জন। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বীরগাঁও, শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেহমানগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে জলসায় উপস্থিত হন। ৯ তারিখ ৩টায় প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। অধিবেশনে একটি হিন্দি নয়ম গেয়ে শুনান জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড: জিনু বোধি ভিক্ষু শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আস্ত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নৈতিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড: এ. এফ. ইমাম আলী। তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর গবেষণায় নিয়োজিত আছেন বলে জানান। এ অধিবেশের শেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী।

১০ তারিখ সকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআন পেশ করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ। নযম পেশ করেন সুলতান মাহমুদ। খাতামানাবীগনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।



৩১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান।

পর্দার গুরুত্ব এবং আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। নযম উপস্থাপন করেন মৌলবি আব্দুল হক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু কথা আলোকপাত করেন

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। চট্টগ্রামের সালানা জলসা কেন ভাল লাগে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মীর ইউসুফ আলী। যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না- এ বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন জেলা কায়েদ জনাব এস.এম ইব্রাহীম।



৩১তম সালানা জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ড. জিনু বোধি ভিক্ষু এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর প্রফেসর মীর মোবাস্শের আলী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ। উর্দু কোরাস পেশ করেন চট্টগ্রাম জামা'তের ক'জন আতফাল ও খোদাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মামুর মিনাল্লাহ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। বাংলা কোরাস গেয়ে শুনান জনাব আলমগীর ও তার দল। এ অধিবেশনে অতিথিবৃন্দের মধ্যে দুজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত এবং প্রফেসর ড: জামাল নজরুল ইসলাম। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আমীর সাহেব। এ জলসায় আটজন বয়আত করেন।

২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় লন্ডন মসজিদের ইমাম জামা'তে আহমদীয়ার বিশিষ্ট

বুয়ুর্গ মওলানা আতাউল মজিদ রাশেদ সাহেব তশরিফ আনেন। এছাড়া ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং অধ্যাপক মীর মোবাস্থের আলী অংশগ্রহণ করেন।



৩২তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা আতাউল মজিদ রাশেদ এবং দর্শকদের একাংশ।

ফলে হুযূর আকদাস (আই.)-এর সান্নিধ্য থেকে আগত মওলানা এবং এদেশী বুয়ুর্গদের উপস্থিতিতে এবং তাদের প্রাণবন্ত নসিহতমূলক বক্তৃতামালায় জলসা সার্থক ও সফল হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, চকবাজার এলাকার কাউন্সিলর জনাব গোলাম হায়দার মিন্টু, চট্টগ্রাম মহানগর কল্যাণ পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াসসহ আরও অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

৩৩তম সালানা জলসা ২০১৪ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি শান-শওকত ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী, দ্বিতীয় ও সমাপনী অধিবেশনে জামা'তের সম্মানীত বুয়ুর্গ মোহতরম আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, অধ্যাপক মীর মোবাস্থের আলী,

নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, ঢাকা জামা'ত ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, মওলানা সালেহ আহমদ, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মওলানা জাফর আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সুলায়মান সুমন, স্থানীয় আমীর প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ ও স্থানীয় জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব নেছার আহমদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপটের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন।

বিভিন্ন অধিবেশনে তেলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ, আনোয়ার আহমদ, হাফেয নিজাম উদ্দিন। নযম পাঠ করেন আলহাজ্ব ইব্রাহেতুল হাসান, সেলিম আহমদ, এহসান আহমদ, আবুল খায়ের এবং আবদুল ওয়াহেদ।



৩৩তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাসশের উর রহমান এবং দর্শকদের একাংশ।

এছাড়া অ-আহমদী মেহমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) জেলার সভাপতি জনাব ফরিদ উদ্দিন খান, এডভোকেট ঋষিকেশ বাবুসহ সভাপতি গনতান্ত্রিক পার্টি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা। এ সালানা জলসায় সর্বমোট ১১০৩ জন যোগদান করেন। ১১ জন বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ চট্টগ্রাম জামা'তের ৩৪তম সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। হুয়ুর (আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাদিয়ান থেকে সনামধন্য আলেম মওলানা হামিদ কাওসার সাহেব শুভাগমণ করেন। তিনি তার বক্তব্যে উপস্থিত দর্শকদের হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আদর্শে চলার এবং তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করার জন্য জোর তাকিদ প্রদান করেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জলসায় আগতদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে অস্থিরতা, অরাজকতা ও বিশৃংখল অবস্থা চলছে এর মূল কারণ তাদের মাঝে কোন একক ঐশী ইমাম বা একক ঐশী নেতৃত্ব নেই। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সাহেব আহমদ।



৩৪তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুয়ুর (আই.)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা হামিদ কাওসার। বঙ্গানুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মঞ্চে অন্যান্যরা।

এছাড়া মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করে ইসলামের অতুলনীয় সৌন্দর্য সাবলিলভাবে তুলে ধরেন। জলসায় মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, স্থানীয় মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা জাফর আহমদ এবং মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল

আমীন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। জলসার সংবাদ স্থানীয় সিটিভি-তে দেখানো হয় এবং কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়।

১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রামে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটা স্থানীয় জামা'তের ৩৫তম হলেও আঞ্চলিক জলসা হিসেবে স্বীকৃত। এতে বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের জামা'তগুলি অন্তর্ভুক্ত। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মৌলবি মোজাম্মেল হক পবিত্র কুরআন পাঠ ও জনাব মতিউর রহমান ভুঁইয়া নযম পাঠ করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জলসায় যোগদানের বরকত ও কল্যাণ উল্লেখ করেন।



৩৫তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর
মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

বক্তৃতা পর্বে বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের পরিচয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। বিশিষ্ট আহমদীগণের চট্টগ্রামে আগমনের ঘটনাবলী উপর বক্তব্য রাখেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদ। তথ্য-প্রযুক্তি যুগে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

জলসার দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোরশেদ আলম, ভারপ্রাপ্ত আমীর, চট্টগ্রাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন

তেলাওয়াত করেন হাফেয ইয়াছিন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব দৌলত আজিম ভূঁইয়া। আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোজাফফর আহমদ। মুসলমানের জীবনে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা তারেক আহমদ। বিশ্ব মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী।



৩৫তম সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ দোয়ায় রত আছেন।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকালে হাফেয মোস্তাক আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মীর মোবাস্থের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। কাসিদা পাঠ করেন জনাব মোসাউয়ের আহমদ ও তার দল। খাতামানাবীঈন-এর মোকাম ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলাইমান।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর মেহমানদারীর ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাবলী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমরান সাজ্জিদ। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপট বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন জনাব নূরুল ইসলাম হুণাইনী। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অতুলনীয় উত্তম আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্ব মওলানা সালেহ আহমদ। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনের উত্তম আদর্শের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ১৬ জানুয়ারি সকালে। প্রথমে লাজনার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম। মূল জলসাগাহে অনুষ্ঠান শুরুতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির

চৌধুরী। ইসলাম সেবায় নারীগণের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন। যোগ্য সন্তান সন্ততি গঠনে পিতামাতার ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ। আমি কিভাবে আহমদী হলাম অনুভূতি প্রকাশ করেন ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেন। এ অধিবেশনের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্যের উপর বক্তব্য রাখেন।

জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকালে জনাব নিজাম উদ্দিন এর পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। নয়ম পাঠ করেন জনাব এস.এম. রহমতুল্লাহ। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশীরুর রহমান। ওসীয়াতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, জনাব মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ দাউদ। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকার উপর বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মীর মোবাহ্বের আলী। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। বয়আত গ্রহণ করেন ৯ জন।

২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি-২০১৭ তারিখ চট্টগ্রামের ৩৬তম সালানা জলসা মসজিদ বায়তুল বাসেত কমপ্লেক্সের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার আহমদী ও গয়ের আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গ জ্ঞানগর্ভমূলক আলোচনা করেন। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

বক্তৃতাপর্বে মওলানা সালেহ আহমদ, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য রাখেন। একজন নবাগত আহমদী শাহজাহান সাহেব কিভাবে আহমদী হলেন প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। কেন্দ্র থেকে আগত মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব মুক্তির দূত বিষয়ে কুরআন করিম ও হাদিসের বরাতে প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করেন। মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। মালী কুরবানীর গুরুত্ব এবং ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন

মওলানা তারেক আহমদ। আরও বক্তব্য রাখেন সদর আনসারুল্লাহ মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী। ইসলাম তথা আহমদীয়াতের জন্য শাহাদত বরণকারীদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ, ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নায়ের ন্যাশনাল আমীর ও সদর আনসারুল্লাহ।



৩৬তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
অধ্যাপক মীর মোবাক্কের আলী এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। বক্তৃতাপর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ। বয়আতের দশটি শর্ত এবং একজন আহমদীর করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। আট জন বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়ায় शामिल হন।

১৯ ও ২০ জানুয়ারি-২০১৮ তারিখ আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাৎসরিক জলসা ৩৭তম অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হয়। বিভিন্ন বক্তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং মানব জীবনে আল্লাহকে কীভাবে লাভ করা যায় এবং সুন্দর সুখী জীবন যাপনের পদ্ধতির উপর আলোচনা করেন।



৩৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
এবং মঞ্চে উপস্থিত জামা'তের অন্যান্যরা।

প্রফেসর মীর মোবাক্কের আলীর সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন মৌলবি মোজাম্মেল হক। নযম পাঠ করেন স্থানীয় জামা'তের খাদেম ইমরান সাঈদ। সভাপতি সাহেব জলসার গুরুত্ব এবং চট্টগ্রাম জামা'ত প্রতিষ্ঠায় প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের কুরবানীর কথা স্মরণ করে দোয়ার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।



৩৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী
এবং মঞ্চে অধ্যাপক মীর মোবাক্কের আলী।

বক্তৃতা পর্বের সূচনাতেই মওলানা আলহাজ্জ সালেহ আহমদ ঐশী সাহায্য মহান আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন। দৌলত আযীম ভূঁইয়া একটি নয়ম পরিবেশনা করেন। প্রথম দিনের শেষ বক্তা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে সন্তানদের তরবিয়তের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

২০ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর আলহাজ্জ নেছার আহমদের সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নিজাম উদ্দিন। বাংলা নয়ম পাঠ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকা থেকে আগত এস এম ইরফান। বক্তৃতা পর্বে কুমিল্লা থেকে আগত মুরব্বি সিলসিলাহ মওলানা তারেক আহমদ আদর্শ ইসলামিক পারিবারিক জীবন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলানা জাফর আহমদ আল্লাহর রাস্তায় আর্থিক কুরবানী এবং ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ওয়াকফে নও ডা: ইজাজুর রহমান শুভ সুস্থ দেহ সুন্দর মন বিষয়ে মেডিকেল সাইন্স এবং বিভিন্ন ব্যায়াম ও ফলফলাদীর গুণাবলীর আলোকে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। লন্ডন থেকে আগত জনাব তাঈদ আলম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নয়ম পরিবেশন করেন। বাংলাদেশে আহমদীয়াত এবং আহমদীয়াতের উজ্জল ভবিষ্যত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মীর মোবাস্শের আলী। দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ বক্তা আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, ইসলামী পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক বিষয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং কুরআন, হাদিস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন লেখার আলোকে আলোচনা করেন।

সমাপনী অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মোস্তাক আহমদ। দলীয় কোরাস কালামে মসীহ মওউদ (আ.) থেকে পাঠ করেন মোসাউয়ের এবং তার দল। বক্তৃতা পর্বে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, খতমে নবুয়্যতের চিরস্থায়ী কল্যাণ বিষয়ে জোরালো দলিল প্রমাণ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) অতুলনীয় শান ও মর্যাদার কথা তুলে ধরেন। আলহাজ্জ নেছার আহমদ স্থানীয় আমীর চট্টগ্রাম আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে বিষয় তুলে ধরেন। একটি বাংলা নয়ম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। নেয়ামে জামা'তের আনুগত্য এবং এর কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সবশেষে সভাপতি দেশ জাতি এবং মুসলিম উম্মার জন্য সম্মিলিত বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ঐশী প্রেমিকের মিলনমেলার এ জলসা বর্ষ পরিক্রমায় অব্যাহত থাকুক এ কামনা করি।

চট্টগ্রাম জামা'তের ইমাম, প্রেসিডেন্ট ও আমীরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান



আহমদীয়া জামা'তের বিশিষ্ট বুয়ুর্গ প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান। তিনি ১৮৮০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল মজিদ খান ও মাতা মাজেদা খাতুন। তার পৈত্রিক বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অন্তর্গত মাইজপাড়া গ্রাম। তিনি কোলকাতা মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পরীক্ষায় ১৯০৫ সালে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। তাই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চাকুরি জীবনে ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আরবি ও ফারসি বিভাগের লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি মৌলবি মোবারক আলী সাহেবের তবলীগে ১৯১৬ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি আজীবন এ জামা'তের কর্ণধারের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন। নিজ ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এখানেই বর্তমানে মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মিত হয়েছে।

১৯২২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কাদিয়ানে রমযান মাসে পবিত্র কুরআনের দরস প্রদান করেন। এ দরসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহাবী ও কাদিয়ানের বড় বড় আলেমগণ অংশগ্রহণ করেন। তখন প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের এ দরসের প্রোগ্রামে যোগদানের সৌভাগ্য হয়। হযর সানী (রা.) প্রত্যহ দরস প্রদানের পর পরীক্ষা নিতেন। এক মাসের ফলাফলের ভিত্তিতে হযরত শের আলী (রা.) প্রথম এবং প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরবোজ্জল স্বাক্ষর রাখেন।

১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ইস্তিকালের পর আব্দুল লতিফ সাহেব দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত হন। ফলে সারাদেশব্যাপী তিনি আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন জামা'তে পবিত্র কুরআনের দরস চালু করেন। তাঁর কুরআন তেলাওয়াতে শ্রোতারা মোহিত হয়ে যেতেন। কাদিয়ানে মিনারাতুল মসীহ নির্মাণে যে ২৯৮ জন আশেকে মসীহ একশত বা ততোধিক টাকা চাঁদা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি হলেন আব্দুল লতিফ সাহেব। তাঁর তবলীগে চট্টগ্রামসহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সন্তান গোলাম আহমদ খান (ফালু মিঞা), মেয়ে মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগম। আব্দুল লতিফ সাহেব ১৯৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেছেন। চট্টগ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরায় তাঁর কদবা লাগানো আছে।

২। জনাব নাজির আহমদ চৌধুরী

প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের তবলীগে যারা বয়আত করেন তাদের মধ্যে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেব। তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামের চন্দ্রনাইশ থানার বশরনগর জাফরাবাদ আরব শিকদারের বাড়ী। ১৯৩১ সালে আব্দুল লতিফ সাহেবের ইস্তিকালের পর তিনি এ জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে হাল ধরেন। তিনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পূর্বসূরীর প্রবহমান ধারা বজায় রাখেন। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের মাঝে জামা'তকে গতিশীল রাখেন। তিনি ঈমান ও আমলের পরীক্ষায় অনেক কুরবানী দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে

চট্টগ্রামে অনেক বড় বড় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষত্ব আমেরিকার মিশনারী সুফি মতিউর রহমান বাঙালির শুভাগমন উপলক্ষ্যে শহরের অনেক সুধীজনের উপস্থিতিতে এক তবলীগি সভা করা হয়। তিনি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। এ বর্যুগ ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুরাদপুরস্থ কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৩। জনাব মীর রফিক আলী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল নিবাসী মীর সেকান্দর আলীর ছেলে মীর রফিক আলী সাহেব। তিনি আরবি সাহিত্যে এম এ ও বি টি ডিগ্রিধারী ছিলেন। চট্টগ্রাম সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষকতাকালে ১৯৩৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এবং জামা'তের কর্ণধার হিসেবে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নিরলস কাজ করেছেন।

তিনি পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে একজন আলেম ছিলেন। বাংলা ছাড়াও ভাল উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষা জানতেন। তৎকালীন পাক্ষিক আহমদীতে তাঁর অনেক অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যিকরে হাবীব শিরোনামে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তিনি লিখতেন এবং এ বিষয়ের উপর ভাষণ দিতেন। তিনি জামা'তের বিভিন্ন খাতে অধিক চাঁদা দিতেন।

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি চাঁদার রশিদ হাতে নিয়ে স্ত্রীকে বলেন, এগুলি আমার পরকালের সম্পদ, খোদার ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে এবং সযত্নে রাখ। তিনি ওসীয়াতকারী ছিলেন। পাকিস্তান জন্মের কিছুদিন পূর্বে তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিক্ষক থাকাকালে কালা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সরাইলে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁর এক ছেলে মীর শরীফ আলী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক ছিলেন।

৪। জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ

আহমদীয়া জামা'তের এক বর্ষীয়ান মুরাব্বী ছিলেন সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব। ১৯০৩ সালে ফেনী জেলার ছাগল নাইয়া থানার অন্তর্গত মুহুরীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ সমিরউদ্দিন। তিনি চার ভাই ও তিন

বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ১৯২৯ সালে ২৯ অক্টোবর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তার নাম হয় এস. কে. মিথিউজ। ১৯৪৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেন। পরে ১৯৪৫ সালে কাশ্মীরের ডালহৌসিতে হুযূর সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর হাতে পুনরায় বয়আত করেন।



কর্মজীবনে তিনি বৃটিশ আমলে এক কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে চাকুরি করেন। সর্বশেষে ইম্পাহানী গ্রুপ অব কোম্পানীতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত চাকুরি করেছেন। তিনি ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। খুব তবলীগ করতেন। অদম্য সাহসী ছিলেন। অতিথি সেবা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ এবং পরবর্তীতে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জামা'তের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। বর্তমান মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণের পূর্বে আধা পাকা মসজিদ তার উদ্যোগে নির্মিত হয়। ১৯৫২ সালে ঢাকায় জামা'তের নিজস্ব প্রেস স্থাপনে তাঁর ভূমিকা অনন্য ছিল। তিনি ৬ মে ২০০৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রাম মুরাদপুরে ও ফেনী মুহুরীগঞ্জে কবরস্থানের জন্য জমি দান করেন। গ্রামের বাড়ীতে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য জমি দিয়েছেন। তার ওসীয়াত নম্বর: ১২৪৭০।

তার স্ত্রী জন্মসূত্রে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নাম প্রমীলা বড়ুয়া। তাদের পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর নাম হয় প্রমীলা গঞ্জানাবেজ। তখন এস. কে. মিথিউজের সাথে বিবাহ হয়। আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হবার পর নাম রাখা হয় জেরিনা বেগম। ধর্মান্তরিত এ দম্পতি ছয় ছেলে ও ছয় মেয়ের জনক ও জননী। খাজা সাহেবকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুরাদপুরস্থ কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।

৫। জনাব মৌলবি মোহাম্মদ



মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব ১৯০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত করিশান্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ওয়েসলিয়ান কলেজ বাঁকুড়া থেকে ১৯২৩ সালে বি. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল কোর্টে চাকুরি করেছেন।

১৯৩৪ সালে মুন্সীগঞ্জের আব্দুল লতিফ সাহেব সরকারি কৃষি বিভাগের চাকুরির সুবাদে বাঁকুড়া বদলী হলে তাঁর সাথে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচিত চশমায়ে মসীহ্‌সহ বেশ ক'টি পুস্তক পড়ার জন্য উপহার দেন। পুস্তকগুলো পড়ে মৌলবি সাহেবের জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। পুণ্যবান মানুষ দেড় মাসের মধ্যে

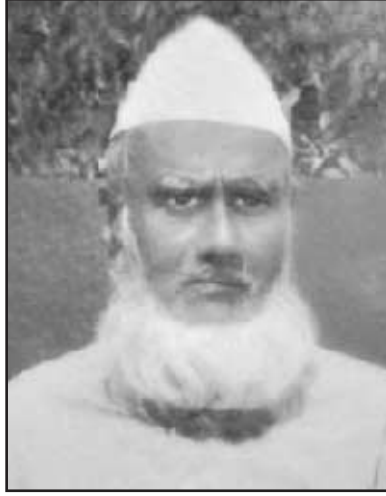
১৯৩৪ সালেই বয়আত করেন। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী জমিলা খাতুনসহ আরো ক'জন বয়আত করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে বাঁকুড়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হন জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি ছিলেন জামা'তে আহমদীয়ার এক নিবেদিত ব্যক্তি। চাকুরি জীবনে যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানেই জামা'তের খেদমতে অবদান রাখেন। কোলকাতায় জামা'তের বিভিন্ন খেদমতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পর তিনি ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম জজকোর্টে চাকুরিতে যোগদান করেন। অপর দিকে আহমদীয়া জামা'তের খেদমতে নিবেদিত হন। তখন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। ফলে তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে জামা'ত পরিচালনায় উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। অতঃপর তিনি কুমিল্লা জজকোর্টে বদলী হন। তখন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীরের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৬২ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত দীর্ঘ একত্রিশ বছর এদেশের জামা'তে আহমদীয়ার আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখক ও সুবক্তা ছিলেন। জামা'তের অনেক পুস্তক রচনা ও অনুবাদ করেছেন। তার ভাবগম্ভীর বক্তৃতা শ্রোতাদের বিমোহিত করতো। তিনি ৫ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখ আহমদনগরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান মওলানা সালেহ আহমদ, মুরাব্বী সিলসিলাহ্।

৬। জনাব গোলাম মাওলা খাদেম

আহমদীয়া জামা'তের এ বুয়ুর্গ ১৮৯২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুরের খাদেম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় ১৯১৩ সালে কাদিয়ানে চলে যান এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। আহমদী হবার পর তাঁর উপর প্রচণ্ড মোখালেফাত আসে। তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। তখন তিনি খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর স্নেহস্পর্শে কোলকাতায় লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে কোলকাতা থেকে প্রথম শ্রেণিতে এন্ট্রেন্স পাশ করেন।



কর্মজীবনে রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরি করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম অবস্থানকালে জামা'তের অনেক খেদমত করেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন খড়মপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আহমদী হবার পর খড়মপুর মাজারের নজরানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং নিকট আহমদীদেরকেও তা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিজ ভূমিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু হায়! আল্লাহর ঘর এ মসজিদ দীর্ঘ দিন থেকে বেদখল আছে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর আত্মানে ছেলে মুসলেহ উদ্দিন খাদেমকে ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানে লেখাপড়ার জন্য প্রেরণ করেন। গোলাম মাওলা সাহেব ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৯ তারিখ চট্টগ্রামে পরলোকগমন করেন।

৭। অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঞা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব। তিনি ১৯০৫ সালে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সী কালু মিঞা। কর্মজীবনে ভেটেরেনারী কলেজে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। চাকুরির সুবাদে চট্টগ্রাম অবস্থান কালে সৈয়দ খাজা আহমদ ও মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের তবলীগে ১৯৪৯ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। অতঃপর

জামা'তের খেদমতে নিজেকে সোপর্দ করেন। বিভিন্নমুখী কাজে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে তবলীগের কাজে বেশি ব্রত হন। ফলে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম রেল স্টেশন রোডে তার বাসায় মোখালেফাতকারীরা অনেকবার আক্রমণ করে।



কিন্তু তিনি শুধু তাদের জন্য দোয়া করতেন। এ বুর্য়গ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং জামা'তকে উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৫৪ সাল থেকে কয়েক বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী এবং পরে নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করেছেন। পরে তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। তখন দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ময়মনসিংহ জামা'তে মসজিদ নির্মাণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি মসজিদ নির্মাণে শ্রমিকের কাজ করেছেন। কোন আহমদী তাঁর বাসায় গেলে তাঁকে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমান হিসেবে মূল্যায়ন ও আপ্যায়ন করতেন। এ বুর্য়গ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখ ময়মনসিংহে ইস্তেকাল করেন।

৮। জনাব গোলাম আহমদ খান

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও আমীর হিসেবে যারা দায়িত্বে ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক কাল যিনি কর্ণধারের দায়িত্ব পালন

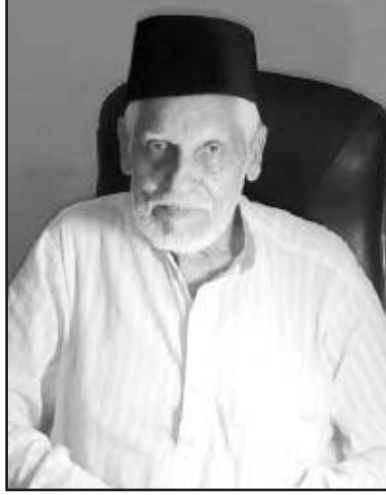
করেছেন তিনি হলেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের সন্তান গোলাম আহমদ খান। যোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান। তিনি ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার প্রথম কায়েদ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৫ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৫ সালে ইমারত প্রতিষ্ঠার পর তিনিই আমীরের আসনটি অলংকৃত করেন। তাঁর পিতা যেমন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট, তেমনি সুযোগ্য সন্তান খোদামের প্রথম কায়েদ আনসারুল্লাহর প্রথম নায়েম এবং ইমারতের প্রথম আমীর। তিনি সারা জীবন ইসলামের খেদমতে কাজ করেছেন। চট্টগ্রাম জামা'তের বিভিন্নমুখী কাজে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর তবলীগি প্রচেষ্টায় অনেকে ঐশী জামা'তের আলোর পথের দিশা পেয়েছেন।



ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ফিলিপস কোম্পানী ও মডার্ন মটর কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ পদে চাকুরি করেছেন। বাংলাদেশ আমলে তিনি ন্যাশনাল কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সুনামের সাথে ব্যবসা করেছেন। এ ছাড়া ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এর ব্যবসা করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহগণের অত্যন্ত স্নেহাভাজন ছিলেন। তাই ১৯৯১ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর

ওসীয়াতের হিসাব পত্র চূড়ান্তকরণ ব্যতিত রাবওয়ার বেহেশতী মাকবেরায় তাঁর কদবা লাগানোর আদেশ দেন। চট্টগ্রাম মসজিদ প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। লন্ডন প্রবাসী মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণ এবং ধর্ম সেবায় জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে তিনি সার্বিক দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা করেছেন। তার ওসীয়াত নম্বর ৮৮১১।

৯। ড: মোহাম্মদ সফিক সাইগাল



তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অধিবাসী। যুক্তরাজ্য থেকে রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ভ্রাতা মোহাম্মদ আনোয়ার সাইগালসহ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসেন। চট্টগ্রাম নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় ১৯৫৮ সালের পর বেঙ্গল বেল্টিং করপোরেশন নামে রাবার জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অপর দিকে জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। ১৯৬৫ সালে তাঁর উপর চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। রাবওয়ার শিক্ষার আলোকে জামা'তকে পরিচালনা করেছেন। তার উদ্যোগে জামা'তের কর্মতৎপরতা উত্তরণের দিকে অনেক অগ্রসর হয়। অবাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি আহমদীদের প্রতি তাঁর গভীর হৃদয়তা ছিল। তাই অনেক বাঙালি আহমদীকে তার প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দেন। ফলে চট্টগ্রাম জামা'ত ধনে ও

জনে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) চট্টগ্রাম জামা'ত সফরকালে এ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও দোয়া করেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তান চলে যান এবং সেখানে বসবাস করছেন। আল্লাহ তা'লা তার কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

১০। জনাব নূরউদ্দিন আহমদ



তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার বীরপাইকশা গ্রামে ত্রিশ দশকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাশেম উদ্দিন আহমদ। মাতা আইউবুন্নেসা। তিনি জন্মসূত্রে আহমদী হবার কারণে বাল্যকাল থেকে জামাতী তালিম ও তরবিয়ত লাভে ধার্মিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন। ১৯৫৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম আসেন। তখন জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। পরে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় অবস্থানকালে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া ঢাকার কায়েদ ছিলেন। পরে তিনি পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান এবং মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদের দায়িত্বে হাল ধরেন। পরে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন।

খাদেম থেকে নাসেরে পদার্পনের পর দীর্ঘ দিন চট্টগ্রাম জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের

আমীরের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তাঁর সময়কালে মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিনি ১৯৯৬ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত ইমারতের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের নায়েব সদর সফে আউয়াল হিসেবে কাজ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মডার্ন মটর কোম্পানীতে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকুরি করেন। পরে ব্যবসা করেন এবং একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি নিজ জন্মভূমি বীরপাইকশা গ্রামে বসবাস করেন। তখন দীর্ঘ দিন বীরপাইকশা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে বাড়িতে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। জামা'তের নেয়ামের দায়িত্ব পালনে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। সর্বদা লাক্ষ্যিক বলে এগিয়ে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তেজোদীপ্তভাবে জামা'তের খেদমত করেছেন। জনাব নূরউদ্দিন আহমদ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ জন্মস্থানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১১। জনাব মোবাশশের উর রহমান



জনাব মোবাশশের উর রহমান ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জনাব আহমেদুর রহমান, মাতা বদরাতুল আনোয়ারা বেগম। তিনি ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম আখ্য়াবাদ সরকারি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭২

সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ডিগ্রি লাভ করার পর কর্মজীবনে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল বাংলাদেশ বিমান চাকুরি করেন। ১৯৮২ সালের বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ডাক বিভাগে যোগদান করেন। অতঃপর বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে চাকুরি করে ২০০৭ সালে মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে আহমদী হবার কারণে তিনি শৈশব থেকে জামাতী তালিম ও তরবিয়ত লাভে ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন।

তিনি ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ সাল মজলিস খোদামুল আহমদীয়া ঢাকার কায়দে ছিলেন। আশির দশকে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের নায়েব সদরের দায়িত্ব পালন করেন। নব্বই দশকে কিছুকাল ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত ছিলেন। অতঃপর চাকুরি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে বদলী হলে ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের দায়িত্বে সমাসীন হন। তাঁর ইমারতকালে এবং বলিষ্ট নেতৃত্বে মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের দায়িত্ব ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর ইমারতকালে চট্টগ্রাম জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ড অনেক গতিশীল হয়। বার্ষিক জলসার ধারাবাহিকতা নির্ধারণে প্রতি বছর জলসা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। অতঃপর তিনি সরকারি চাকুরিতে ঢাকায় বদলী হলে ২০০২ থেকে জুন ২০০৩ সাল মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদরের দায়িত্ব পালন করেন। ২১ মার্চ ২০০৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত আছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমীন।

১২। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম নিজামী

তিনি চট্টগ্রাম জেলার মীরশরাই উপজেলার অন্তর্গত মহালংকা গ্রামে ১৫ জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল গণি ভূঞা এবং মাতা সুফিয়া খাতুন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েন্ট স্কুল থেকে এস এস সি এবং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে বয়আত

করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন এবং মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে জামা'তের খেদমত শুরু করেন।



১৯৬৯ সালে রাবওয়া অনুষ্ঠিত বিশ্ব মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় তিনি যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। খাদেম থেকে নাসেরে পর্দাপনের পর চট্টগ্রাম জামা'তের আমেলার সদস্য হিসেবে বিভিন্নমুখী কাজ করেন। অতঃপর ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাঁর ইমারতকালে অনেক মোখালেফাত হয় এবং বলিষ্ট নেতৃত্বে মোখালেফাত উত্তরণে জামা'ত এগিয়ে যায়। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩। আলহাজ্ব নাজির আহমদ

তাঁর পিতার নাম জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদ এবং মাতা জহুরুন নেসা খাতুন। নাজির সাহেবের জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কোড্ডা গ্রামে, জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৪৪। তিনি ব্লিজ হাইস্কুল পি.ই. রেলওয়ে আখাউড়া থেকে ১৯৫৯ সালে এস এস সি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে এইচ.এস.সি এবং জগন্নাথ কলেজ (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে

ব্যাচেলার ইন ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ট্রেনি এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে চাকুরি করেছেন। পরে বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এ যোগদান করেন এবং একইসঙ্গে তারই সিসটার কনসার্ন জেনসন এন্ড নিকোলসন অব বাংলাদেশ লি: এর ডিরেক্টর পদে কাজ করেন। সেখানে দীর্ঘ দিন চাকুরি করে মহাব্যবস্থাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পরে শ্রমিক আদালতে মালিক পক্ষের জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন।



জন্মসূত্রে আহমদী হবার কারণে তিনি শৈশব থেকে জামাতী তালিম-তরবিয়ত লাভ করেন। চট্টগ্রামে অবস্থান কালে মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ এবং পরে বিভাগীয় কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ দিন চট্টগ্রাম জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। অতঃপর ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর হিসেবে কাজ করেন এবং জামা'তের উন্নয়নের প্রবহমান ধারা বজায় রাখেন। তাঁর ইমারতকালে সালানা জলসা এবং তবলীগি সভা হয়। মোখালেফাতের প্রবহমান ধারা তিনি বলিষ্ট নেতৃত্বে প্রতিহত করেন। বর্তমানে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর সফে আউয়াল এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

১৪। জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী



তিনি ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জনাব লুৎফুল হক সিরাজী। তাদের পরিবার ১৯৫৭ সালে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ফলে তিনি বাল্যকাল থেকেই আহমদীয়া জামা'তের তালিম ও তরবিয়ত লাভে উদ্ভব খাদেম হিসেবে গড়ে ওঠেন। শিক্ষা জীবনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে বি.এস.সি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাশ করেন। অতঃপর পি ডাব্লিউ ডি দপ্তরে চাকুরিতে যোগদান করেন এবং দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করে পদোন্নতির ক্রমধারায় চট্টগ্রাম জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে জড়িত ছিলেন এবং জামা'তের বিভিন্ন মুখী কাজ করেছেন। অতঃপর ২০০৬ সালে তিনি চট্টগ্রামে জামা'তের আমীরের দায়িত্বে সমাসীন হন এবং জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রবহমান ধারা গতিশীল রাখেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জামা'তে বার্ষিক জলসা জাকজমক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্স দৃষ্টি নন্দিত করার বিভিন্ন মুখী কাজ করেন। জামা'তের সদস্যদের বাড়িতে ব্যাপকভাবে এম.টি.এ ডিস সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি শুক্রবার

মসজিদে লঙ্গরখানা চালু করেন এবং বিভিন্ন হালকায় অধিক তবলীগি সভার ব্যবস্থা করেন। তিনি ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আমীরের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখ তিনি ঢাকার সি.এম.এইচ-এ ইন্তেকাল করেন।

১৫। প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ



মোনেম বিল্লাহ সাহেবের পিতার নাম মোহাম্মদ শফি এবং মাতা পরাস্তার ফাতেমা। দাদা মৌলবি আব্দুল মজিদ হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর হাতে ১৯০৮ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ফলে বিল্লাহ সাহেব শৈশব থেকে জামাতী তালিম তরবিত লাভে ধার্মিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। তাঁর জন্মস্থান ভারতের মুঙ্গের জেলায়। সেখান থেকে বড় ভাইয়ের সাথে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং বসতী স্থাপন করেন।

বিল্লাল সাহেব শিক্ষা জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি লাভের পর চট্টগ্রাম জেলার মিররেশরাই উপজেলার অন্তর্গত নিজামপুর কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং পদোন্নতির ক্রমধারায় উপ-অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ পদে দীর্ঘ দিন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ

করে অবসর গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০১২ সালে তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ ২০১৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর নামাযে জানাযা প্রথমে দারুত তবলীগ বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। পরে নিজামপুর কলেজ এবং চট্টগ্রাম চকবাজারস্থ জামা'তের কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবার পর মুরাদপুর জামা'তের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

১৬। আলহাজ্ব নেছার আহমদ



তাঁর পিতার নাম গোলাম রসুল চৌধুরী ও মাতা মাহমুদা খাতুন। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার আশিয়া গ্রামে তিনি ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পরিবারে বড় ভাই ফরিদ আহমদ সাহেব প্রথম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর তবলীগে ১৯৮০ সালে নেছার আহমদ সাহেব বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আহমদীয়া সিলসিলাহ্ দাখিল হন। খাদেম অবস্থা থেকেই তিনি জামা'তের কাজে জড়িত। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের দীর্ঘদিন সেক্রেটারী তবলীগ, জলসা

কমিটির সেক্রেটারী, জলসা কমিটির চেয়ারম্যান, জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী এবং নায়েব আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসী হওয়ার কারণে সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর হৃদয়তা বিদ্যমান। তাই শহর ও গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন পেশার লোকদের নিকট তবলীগ করা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সালানা জলসা, তবলীগি অনুষ্ঠান, আন্তঃ ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন এবং সুধী সমাবেশে আহমদীয়া জামা'তের অনেক সুহৃদ বন্ধু সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপনে তার ভূমিকা আছে।

তিনি চট্টগ্রাম একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত পত্রিকা 'শিল্পশৈলী'র তিনি সম্পাদক। চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণার কাজ করে যাচ্ছেন। জাতীয় সংগঠন বাংলা একাডেমির সদস্য এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও সামাজিক সংগঠনের সাথে থেকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন।

অধ্যক্ষ মোনেম বিল্লাহ মৃত্যুর পর ২০১৬ সালে নেছার আহমদ সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্বে সমাসীন হন এবং ২০১৮ সালের ৮ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। আল্লাহ তা'লা তাঁর কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

১৭। জনাব মোরশেদ আলম

চট্টগ্রাম জামা'তের বর্তমান আমীর জনাব মোরশেদ আলম। জামা'তের জন্য এক নিবেদিত ব্যক্তি। তাঁর পিতার নাম আবু আহমদ ভূইয়া এবং মাতা ইজ্জতুন নেসা। তিনি ১৯৫৪ সালের ২ মে ফেনী জেলার বাদুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। অতঃপর তাঁর তবলীগে অন্য ভাইরা বয়আত করেন। তন্মধ্যে লন্ডন প্রবাসী বাংলা ডেক্সের কেন্দ্রীয় ইনচার্জ মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব অন্যতম। তাঁর প্রচেষ্টায় কুটিরহাটে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোরশেদ সাহেব কর্মজীবনে বেঙ্গল বেলটিং কর্পোরেশনে ১৯৭২ সালে যোগদান করেন এবং প্রায় এক যুগ দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন। অতঃপর বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানী লি.-এ ১৯৮৬ থেকে ২০১১ সাল চাকুরি

করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সর্বশেষ গ্যাস কোম্পানীর কুমিল্লার উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন ছিলেন।



তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্, চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম জামা'তের আমেলার সদস্য হিসেবে বিভিন্ন কাজ করেছেন। বিশেষত সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে তার জামা'তের খেদমত অনন্য। তিনি মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণে অবদান রাখেন। ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ মোরশেদ সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের ইমারতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং নিরলসভাবে জামা'তের খেদমত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ক'জন বুয়ুর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১। হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)

প্রথম বাঙালি আহমদী হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল বটতলী গ্রামে তাঁর বাড়ী। পিতা দেবরাজত উল্লাহ দারোগা ব্রিটিশ সরকারের একজন খ্যাতিমান পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। পিতার চাকুরির সুবাদে কবির সাহেবের জন্ম ও শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে (বর্তমান পাকিস্তানে) অতিবাহিত হয়। তিনি পাক ভারতের দ্বিনি শিক্ষার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে একজন বড় আলেম হন। ধর্মীয় জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করেন। পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামী শিক্ষায় একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। মানুষকে খোদামুখী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্যাপক ওয়ায নসিহত করতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং খোদার ইশাকে আবেগাপ্ত করে তোলার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা মানুষকে আকৃষ্ট করতো। ফলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সমাজের উত্তম ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে তাঁর সুপরিচিতি ছিল।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে চৌদ্দশতাব্দীর শিরোভাগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়কাল এটা তাঁর বন্ধমূল ধারণা ছিল এবং অন্য মওলানাদের সাথেও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণাবলী এবং তাঁর ওপর ঈমান আনার আবশ্যকতা নিয়ে ভাবতেন এবং দোয়া করতেন। সমাজে অধর্মের প্রভাব এবং সামাজিক অনাচার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হতেন। এ অবস্থার মাঝে তিনি বার্মা বর্তমান মিয়ানমারের সুজান নামক স্থানে অবস্থানকালে হযরত ঈমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় তিনি ১৯০৪ সালে কাদিয়ান চলে যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভে তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ঐশী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি উত্তম আশেকে মসীহুতে পরিণত হন। বঙ্গদেশে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিজেকে সোপর্দ করেন।

তাই নিজ বাড়ি এসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা বীর বিক্রমে প্রচার করতে থাকেন। ফলে বড় বড় মওলানাদের সাথে তাঁর বহাস হয়। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মিথ্যা মামলা দায়ের করে নাজেহাল করা হয়। তারপরও তিনি ঈমানের পরীক্ষায় ধ্রুবতারার সম অবিচল ছিলেন। তীব্রবেগে সাইক্লোনের মত আগত মোখালেফাতকে মুমিনের ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরন করে নেন।

তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করে ছিলেন। নাম ওফাতে মসীহ্ মারুফ বা জুলফিকারে আলী। এটি ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ তারিখ কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন আবুল মোজাফফর মৌলা বক্স, ৫৫নং ইমাম বাড়ী লেইন বাসাইটুলী কোলকাতা।

সাহাবী কবির সাহেবের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম জন বর্তমান মিয়ানমারের এবং দ্বিতীয়জন বর্তমান পাকিস্তানের অধিবাসী। প্রথম স্ত্রীর দুই মেয়ে এক ছেলে ছিলেন। তাঁরা হলেন মালেকা আঞ্জুমানারা বেগম, মুশতারী মেহের নিগার এবং আবু সৈয়দ। মালেকা আঞ্জুমানারা বেগমের বিয়ে হয় কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়ার জমিদার গুরা মিঞা চৌধুরীর সাথে। দ্বিতীয় মেয়ে মুশতারী মেহের নিগারের বিয়ে হয় চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলীর মীর বাড়ীতে। তাঁর স্বামীর নাম সৈয়দ আহমদ হোসেন।

আহমদ কবির সাহেব মোহসেন আউলিয়ার বংশধর ছিলেন। তিনি আহমদী হবার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনকে মাজারের নজরানা গ্রহণ বেদাত বলে ফতোয়া দেন। ফলে তাঁরা নজরানা গ্রহণ থেকে বিরত হন এবং অদ্যবধি তার অনেক নিকট আত্মীয় তা পালন করে যাচ্ছেন। বাংলার আকাশে উদ্ভিত এ উজ্জল নক্ষত্র ১৯১১ কিংবা ১৯১২ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁকে মোহসেন আউলিয়ার মাজার সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তিনি চট্টগ্রামবাসীর গর্বের ধন।

২। দরবেশ মৌলবি ওবায়দুর রহমান ফানী

কাদিয়ানের বাঙালি দরবেশ মৌলবি ওবায়দুর রহমান ফানী সাহেব। তাঁর জন্মস্থান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু থানার অন্তর্গত মধ্যম মেরাংলোয়া নামক গ্রামে। জন্ম ১৯২৬ সালে। পিতার নাম মওলানা হাফেয আতাউর রহমান। তাঁর পূর্ব পুরুষ মওলানা মীর ইয়াহিয়া

সাহেব মক্কা শরীফ থেকে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের অত্র এলাকায় আসেন এবং বসতি স্থাপন করে আজীবন ধর্মের সেবা করেছেন। ফলে আলেম পরিবারের সন্তান ওবায়দুর রহমান সাহেব বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভে একজন খোদাভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। বড় ভাইয়ের সাথে কক্সবাজার সুরতীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে ১৯৪৫ সালে তিনি মাতাপিতার সাথে মামার বাড়ি দিল্লী বেড়াতে যান।



সেখানে অবগত হন পাঞ্জাবে গোলাম আহমদ নামে এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) দাবী করেছেন। তাই তার পবিত্র মনে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি দিল্লী থেকে কাদিয়ান চলে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভে আহমদীয়াতের সত্যতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলাহু দাখিল হন। অতঃপর মাতৃভূমি ফিরে না এসে কাদিয়ানেই রয়ে যান। দেহাতী মোয়াল্লেম কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) দরবেশে কাদিয়ান নিয়োগের তাহরীক করলে ফানী সাহেব নিজেকে পেশ করেন এবং দরবেশে কাদিয়ান হিসেবে জামা'তের সম্পদ রক্ষায় অন্যান্যদের সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন।

কাদিয়ানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শান্ত হলে তৎকালীন নাযেরে আলা কাদিয়ান হযরত মওলানা আব্দুর রহমান জাট (রা.) ১৯৫০ সালের শেষ দিকে ফানী সাহেবকে মুর্শিদাবাদে দেহাতী মোয়াল্লেম নিযুক্ত করেন। বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁকে পদায়ন করা হয়। ফলে তিনি মুর্শিদাবাদ এলাকায় জামা'তের কাজে নিয়োজিত হন। বড় বড় আলেমদের সাথে বাহাস করেন। কিছুকাল তিন বাঙালি দরবেশ যথা- ১. মৌলবি ওবায়দুর রহমান ফানী, ২. মওলানা আব্দুল মোতালেব এবং ৩. মৌলবি উসমান আলী মিলে মুর্শিদাবাদ এলাকায় জামা'তের কাজ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় অনেক নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুরাতন জামা'ত তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে। তবলীগের ক্ষেত্রে ফানী সাহেবের উপস্থিতি উত্তর দেয়ার ক্ষমতা ছিল প্রশংসনীয়। তাই মানুষ সহজে আকৃষ্ট হতেন। পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের সাবেক আমীর মোহাম্মদ মাহারেক আলী সাহেব প্রধানত তাঁর তবলীগে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। এ ছাড়া ফানী সাহেব বিহার, কোলকাতা, দার্জিলিং, উড়িষ্যা, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি স্থানে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচারে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্ধারিত সালানা জলসা কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়নি। পরে সেই জলসা ১৯৭২ সালে ২০-২২ ফেব্রুয়ারি কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। তখন ফানী সাহেব স্বপরিবারে মুর্শিদাবাদ ছিলেন। জলসার তাহরীক শুনে তিনি অসুস্থতার মাঝে কাদিয়ান চলে যান। জলসার খেদমতে কাজ করেন। পরে তাঁর অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পায়। সুচিকিৎসার জন্য অমৃতসর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সুস্থ হন নি। ১৪ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখ আপন মাওলার ডাকে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর। কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরায় তাঁকে দাফন করা হয়।

বর্তমানে তার সন্তানদের মধ্যে জীবিত আছেন- ডা: মাহবুবুর রহমান, তিনি কাদিয়ানে ডাক্তারী করেন। মাহফুজুর রহমান, তিনি ওয়াকফে জিন্দেগী নায়েব অফিসার্স লঙ্গরখানা কাদিয়ান এবং মাহমুদুর রহমান হ্যাপী কাদিয়ানে জামা'তে কর্মরত আছেন। দুই মেয়ের মধ্যে রুহিয়া বেগমের কাদিয়ানে বিয়ে হয় এবং রেহানা পারভীনের আসামে বিয়ে হয়। ফানী সাহেবের সন্তানরা মাতা-পিতার আদর্শগত শিক্ষায় ধর্মপরায়ণ ও তাকওয়াশীল এবং জামা'তের কাজে নিবেদিত। দরবেশে কাদিয়ান ফানী সাহেব বীর চট্টলার কৃতি সন্তান।

৩। জনাব জিন্নাত আলী ভূঞা



প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের স্নেহস্পর্শে যারা ধর্মীয় তালিম-তরবিয়ত এবং জাগতিক শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন জিন্নাত আলী ভূঞা সাহেব। তাঁর বাড়ী চাঁদপুর জেলায়। তিনি ১৯ বছর বয়সে ১৯২৪ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। আব্দুল লতিফ সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁর বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করেছেন এবং বি,এ, ডি পি ফি এড ডিগ্রি অর্জন করে সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক এ বি এম মুসা তার আত্মজীবনীতে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের স্মৃতিচারণে তার এ শিক্ষকপুঙ্গব কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন।

তিনি বয়আত গ্রহণের শুরু থেকেই জামা'তের কাজে নিবেদিত ছিলেন। জামা'তের আমেলার সদস্য হিসেবে বিভিন্নমুখী কাজ করেছেন। তিনি ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার সাথে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। তার প্রচেষ্টায় জামা'তের সার্বিক কর্মকাণ্ড অনেক গতিশীল হয়। ষাট দশকের প্রথম দিকে তিনি ময়মনসিংহে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে বদলী হন এবং তখনও জামা'তের কাজে সক্রিয় ছিলেন।

পরে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবেরা সোবহান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলী হন এবং ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এ ধর্মপ্রাণ বুয়ুর্গ ২৬ জুন ১৯৭৮ সালে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

৪। ময়মুনা বিবি সাহেবা

জামা'তে আহমদীয়ার এক পুণ্যবতী মহিলার নাম ময়মুনা বিবি সাহেবা। সন্দ্বীপের অধিবাসীনি। তাঁর পূর্বপুরুষ নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখে সম্ভবত ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে বয়আত করেন। তাঁর স্বামী তাঁর বয়আতের তিন বছর পর স্ত্রীর তবলীগে বয়আত করেন। স্বামী মৌলবি আব্দুল হাদী সাহেবও এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ময়মুনা বিবি সাহেবা ১৯৪৬ সালে কাদিয়ান যান এবং এক মাস অবস্থান করেন। আসার সময় বেহেশতী মাকবেরা থেকে একটি মাটির ঢেলা নিয়ে আসেন এবং তা তাঁর মৃত্যুর পর কবরে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করেন। অতঃপর ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে তা তাঁর কবরে দেয়া হয়।

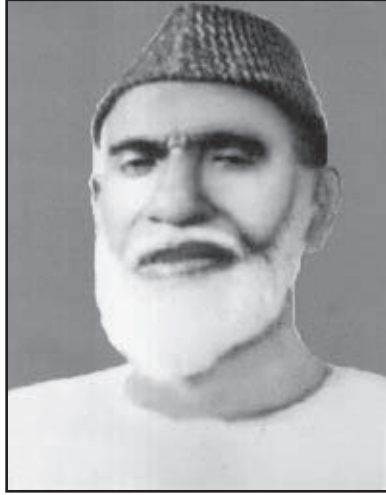
৫। মৌলবি আব্দুল হাদী

তিনি নোয়াখালী জেলা স্কুলের মৌলবি শিক্ষক ছিলেন। পরে সন্দ্বীপ গিয়ে বসতী স্থাপন করেন। তিনি স্ত্রীর তবলীগে ত্রিশ দশকে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে অনেক কাজ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সন্দ্বীপে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ মার্চ ১৯৪৩ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

তাঁর উত্তরাধিকারী সন্তানরাও জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। বড় ছেলে জাহেদুর রহমান মোক্তার সেকালে জামা'তের আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় দু'জন শহীদে মামলা পরিচালনায় তিনি অন্যদের সাথে নিরলস খেদমত করেছেন। সন্দ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা জজ কোর্টে এসে সুবিচারের প্রত্যাশায় আইনী লড়াই করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি পাকিস্তানী সেনাদের হাতে শহীদ হন। অপর এক ছেলে ড: শফিউল আলম আতহার এদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ প্রতিষ্ঠাতার

পর ২৮-১১-১৯৬৬ থেকে ১৫-০২-১৯৭২ সাল প্রথম বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরি করেছেন। তিনি প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের কন্যা মোহসেনা বেগমের সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে আতহার সাহেবের উত্তরাধিকারীরা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া আব্দুল হাদী সাহেবের কন্যা আবেদা খাতুনের স্বামী হবীগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং জামা'তে আহমদীয়ার বুয়ুর্গ জনাব চৌধুরী আব্দুল মতিন। জনাব আব্দুল মতিন ও আবেদা খাতুন লেখালেখিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তারা আহমদীয়া জামা'তের অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন।

৬। জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হক



সৈয়দ হোসেন শাহ ও সৈয়দ কুতুব শাহ পারস্য থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের মুর্শিদাবাদ আসেন। অতঃপর তার অধঃনস্ত পুরুষ সৈয়দ তমজিদ উদ্দিন মুর্শিদাবাদ থেকে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত সুয়াবিল নামক গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সহপাঠী বন্ধুর আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে অভিভূত হন। অনেক সম্পত্তি ক্রয় করে চা-বাগান এবং ধর্মীয় শিক্ষার

জন্য মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এলাকায় তার জমিদারী সৃষ্টি হয়। তার ছিল ৯ ছেলে ও ২ মেয়ে। তাদের মধ্যে সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হক মাদ্রাসায় অধ্যয়নে একজন বড় আলেম হন। তিনি আগরতলার ধর্মনগর এলাকায় এক হাই স্কুলের হেড মৌলবি শিক্ষক ছিলেন। খুবই পরহেযগার মানুষ। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোড্ডা গ্রামের জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমদের তবলীগে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়েত লাভে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আর্বিভাবের সত্যতা উপলব্ধি করে ১৯৩৫ সালে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত হন। তার প্রচেষ্টায় সুয়াবিল ও ধর্মনগর এলাকায় অনেকে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা সেলিম সাহেবের নিকট একজন মৌলবি ধর্মনগরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করলে দরবেশ মৌলবি মোহাম্মদ উসমান আলীকে প্রেরণ করা হয়। ফলে ধর্মনগর এলাকায় তবলীগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোখালেফাত শুরু হয়। দরবেশ সাহেবকে পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে অভিযোগ করা হয়। তাই তিনি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। প্রায় ছয়মাস তিনি জেলহাজতে ছিলেন। অতঃপর নূরুল হক সাহেবের ছেলে এডভোকেট খায়রুল বাশারের প্রচেষ্টায় জামিনে মুক্ত হন এবং মিথ্যা মামলা খারিজ হয়ে যায়।

নূরুল হক সাহেব এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন। তবলীগের ক্ষেত্রে কয়েকবার জীবন নাশের অবস্থায় পড়েছেন। ধর্মনগরের নিকটবর্তী তার শ্বশুরবাড়ী ইয়াকুব নগরে তার শ্বশুর কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ি মোখালেফাতকারীরা আগুন দিয়ে জ্বলিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ঈমান ও আমলে সর্বদা দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। বিরোধিতাকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরণ করে নেন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় জন্মস্থান সুয়াবিলে অবস্থান করে জামা'তের খেদমত করেন। অতঃপর ২৯ অক্টোবর ১৯৭৫ তারিখ ১০৭ বছর বয়সে ইস্তেকাল করেছেন। তাঁর ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে। বর্তমানে তার একমাত্র সন্তান সৈয়দা মোমেনা বেগম স্বামী সৈয়দ নূরুল আলম গ্রাম তাতারকান্দী ৮৫ বছর বয়সে জীবিত আছেন।

৭। জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী

তিনি ১৯০৬ সালে হবীগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব

জুয়াদুল্লাহ চৌধুরী। ১৯৪৩ সালে আজিজ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তিনি এক তবলীগ পাগল ছিলেন। হবীগঞ্জের জামালপুরে তাঁর তবলীগে নিকট আত্মীয়রা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ফলে জামালপুরে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ওসায়্যত নং: ৮৯৮০।



তিনি চট্টগ্রামে রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরি করতেন এবং জামা'তের কাজে নিবেদিত ছিলেন। চট্টগ্রামের ষোলশহরে তিনি মসজিদের জন্য জমি দান করেন। ফলে জামা'ত কর্তৃক সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় নির্মিত মসজিদ থেকে প্রত্যহ আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি মুখরিত হচ্ছে। এলাকায় তাঁর বাড়িটি টিটি সাহেবের বাড়ি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ৯ আগষ্ট ১৯৮৬ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন।

৮। জনাব আলী আকবর খান

তিনি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানার নোয়াগাঁও গ্রামে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জিন্নাত আলী পণ্ডিত। মাতা সুরতুল্লুসা। তিনি প্রথমে পুলিশ বিভাগে চাকুরি করতেন। জলপাইগুড়িতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৪৫ সালে বয়আত করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রে

পরিণত হবার পর তিনি চট্টগ্রাম চলে আসেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরিতে যোগদান করেন। অপর দিকে চট্টগ্রাম জামা'তের কাজে জড়িত হন। একজন পরহেযগার মানুষ ছিলেন।



তিনি দীর্ঘদিন অর্থাৎ আমৃত্যু চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবে কাজ করেছেন। ৩ জানুয়ারি ১৯৬৬ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (অব.) অধ্যক্ষ জাফর আহমদ।

৯। জনাব ফজল আহমদ

চট্টগ্রাম শহরের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রবীণ আহমদী ফজল আহমদ সাহেব। পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াসিন সওদাগর এবং মাতা ফাতেমা বেগম। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা টেরীবাজারস্থ ৪৯নং ঘাটফারবেগ চট্টগ্রাম। তিনি ঘাটফারবেগ ও কাজেম আলী হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগে চাকুরি করতেন। পঞ্চাশ দশকে তিনি চা পাতার ব্যবসা করতেন। তখন ইস্পাহানী চা কোম্পানীতে কর্মরত ছিলেন জনাব নিজামউদ্দিন আহমদ অবাঙালি আহমদী। তাঁর নিকট থেকে তিনি আহমদীয়াতের তবলীগ প্রাপ্ত হন। জামা'তের বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করে ঐশী আলোর সন্ধান লাভ করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি আহমদী হবার পর প্রচণ্ড মোখালেফাতের

সম্মুখীন হন। নিকট আত্মীয়-স্বজনরা বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। কিন্তু ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি খুব তবলীগ করতেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাহাড়ি ও বাঙালি সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট আহমদীয়াতের পয়গাম পৌছান। এ বুয়ুর্গ ১৭মে ২০১১ তারিখ ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।



১০। জনাব মীর হাবীব আলী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলের প্রথম আহমদী মীর সেকান্দর আলীর সন্তান মীর হাবীব আলী সাহেব। তিনি চট্টগ্রামে আব্দুল লতিফ সাহেবের অভিভাবকত্বে শিক্ষা লাভের পর ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল অর্গানাইজার হিসাবে চাকুরি করেন। তিনি প্রফেসর সাহেবের বড় মেয়ে মাহমুদা বেগম সাহেবার সাথে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। জামা'তের মসজিদের পার্শ্বে প্রফেসর সাহেবের বাড়িতে বসবাসের সুবিধার্থে নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষায় উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। এক পরহেযগার মানুষ ছিলেন। জামা'তের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিশেষতঃ খোন্দামের তালিম-তরবিয়তে তার অবদান অসামান্য ছিল। তার সুযোগ্য সন্তান প্রফেসর মীর মোবাস্শের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর এবং প্রকৌশলী মীর শওকত আলী। হাবীব আলী সাহেব ১৫ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে ইন্তেকাল করেন।



১১। জনাব বদর উদ্দিন আহমদ

তিনি হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নাম বিমলেন্দু দাস। ডাক নাম মন্টু। পিতার নাম যোগেন্দ্র দাস এবং মাতা নীকুঞ্জ বাল। তারা চট্টগ্রাম শহরের স্থানীয় অধিবাসী। মন্টু বাবুর বাল্যকাল থেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাই এক হিন্দু পুরহিতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধার্মিকতা প্রত্যক্ষ করে শীষ্যত্ব ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু ছিলেন ফজল আহমদ সাহেব। তিনি আল্লাহ্ তা'লার মহীমায় সেসময় আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাই তাঁর সংস্পর্শে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অনিহা জন্মে। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কলিকালে কল্কি অবতার আবির্ভূত হয়েছেন শুনে এর সত্যতা যাচায়ে অনুপ্রেরণা জন্মে। ফলে অল্প দিনের মধ্যে আহমদীয়াতের সত্যতা তাঁর পবিত্র মনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তাই একদিন ফজল সাহেবের সাথে চকবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে চলে যান।

তখন ১৯৬১ সালে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) (যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে হিসেবে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন) এর শুভাগমন হয় চট্টগ্রামে। সাহেববাদা মিয়া সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ লাভে তিনি তাঁর হাতে বয়আত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী

(রা.) তাঁর নাম রাখেন বদরউদ্দিন আহমদ। তিনি ধর্মাস্তরিত হবার পর প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে ইসলাম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন।



নামায ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং জামাতী তালিম ও তরবিয়ত লাভে জ্ঞান অর্জন করেন। নিজ সন্তানদেরকে নামায ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু পরিবার উত্তম মুসলমান পরিবারে পরিণত হয়। তিনি নিজেকে জামাতের কাজে নিবেদন করেন। চট্টগ্রাম জামাতের সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান, হিন্দু, পাহাড়ি ও বাঙালি সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট তবলীগ করতেন। উত্তম আতিথেয়তা তার জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ৪৬নং কাটাপাহাড় লেইন টেরী বাজার চট্টগ্রামে অবস্থিত বদর উদ্দিন মার্কেট তাঁর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ৬ জুন ১৯৯২ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। মওলানা সালেহ আহমদ সদর মুরুব্বী তাঁর কন্যা জামাতা।

১২। জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পৌত্র এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সদর মুরুব্বীর পুত্র জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৩ তারিখ

কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। বুনেদী আহমদী পরিবারে জন্ম গ্রহণের সুবাদে তিনি শৈশব থেকে জামাতের তালিম তরবিয়ত লাভে মানুষ হন। ফলে একজন মুত্তাকী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন।



কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে চাকুরি করার পর সর্বশেষে কর্ণফুলী পেপার মিল এর মহাব্যবস্থাপক মার্কেটিং হিসেবে চাকুরি করেছেন। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করেন জামাতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তাহের ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কো-অডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করেন। পরে চট্টগ্রামে চলে যান। তখন চট্টগ্রাম জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী এবং নায়েব আমীরের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি দীর্ঘ ৭ বছর দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন আলোকিত ও আদর্শবান মানুষ ছিলেন।

জামাতের লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি (ক) কীর্তিমান পুরুষের জীবন কথা, (খ) জীবনের কম্পাস, এবং (গ) মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ এর জীবনীর Profile in commitment নামে পুস্তক সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। তিনি ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ চট্টগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩। ডা. মেজর (অব.) মোহাম্মদ আসাদ উজ জামান



তিনি বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জের উলানীয়া গ্রামে ২ জানুয়ারি ১৯২৮ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ও মাতা জরিনা খাতুন। তিনি নিজ গ্রাম উলানীয়া করোনেশন হাই স্কুল হতে মেট্রিক এবং চট্টগ্রাম কলেজ হতে এইচ. এস. সি. পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে ডাক্তারী পাশ করে কিছুদিন বরিশালে সরকারী চাকুরি করেন। অতঃপর আর্মী মেডিকেল কোরে যোগ দেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনা নিবাসে চাকুরি করেছেন। তখন রাবওয়ায় তিনি যাতায়াত করতেন। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি অন্যান্য বাঙালিদের সাথে পাকিস্তানে আটকা পড়েন। ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন এবং আর্মীর চাকুরিতে যোগদান করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম সেনানিবাস হতে ১৯৮৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি সর্বদা জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার আমলেই রাজশাহী

জামা'তের জমি ক্রয় করা হয়। চট্টগ্রামে বায়তুল বাসেত মসজিদ নির্মাণের তহবিল বর্ধিতকরণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১২ মার্চ ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম সি.এম.এইচ-এ ইন্তেকাল করেন।

১৪। আলহাজ্ব ফরিদ আহমদ



জনাব আলহাজ্ব ফরিদ আহমদ ১ নভেম্বর ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার আশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোলাম রসূল চৌধুরী, মাতার নাম বিবি জান। শিক্ষা জীবনে তিনি ১৯৪৮ সালে মেট্রিক এবং ১৯৫০ সালে এইচ. এস. সি. পাশ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫১ সালে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ চলাচল বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন। তাই উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ “প্রেসিডেন্ট মেডেল” লাভ করেন এবং জাপান-এর International Association of Ports and Harbors (IAPH) বন্দর ও জাহাজ চলাচল বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর

জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। তার তবলীগে নিকট আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অনেকে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের আমেলার সদস্য এবং চট্টগ্রাম মজলিস আনসারুল্লাহর আমেলার সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন।

বর্তমানে তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো জামা'তের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। তার এক ভাই মাহবুব আহমদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন। তার একমাত্র ছেলে আসিফ আহমদ ৩০ মার্চ ২০১৭ আমেরিকায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'লা ফরিদ সাহেবের কর্মময় দীর্ঘজীবন দান করুন, আমীন।

চট্টগ্রাম জামা'তের ক'জন প্রবীণ বুয়ুর্গ



জনাব খলিলুর রহমান
খাদেম



জনাব শেখ মাহমুদুল
হাসান



জনাব মোসলেহ উদ্দিন
সাদী



প্রফেসর ড. শফিউল
আলম আতহার



জনাব আব্দুর রহিম
ইউনুস



জনাব লাল খান মালিক
(বর্তমান ন্যাশনাল আমীর, কানাডা)



ডা. আব্দুল হামিদ



জনাব মাহমুদুর রহমান



জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের অঙ্গসংগঠনের কথা মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যুবকদেরকে সাংগঠনিকভাবে জামা'তের কাজে কর্মতৎপর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ তারিখ মজলিস খোদামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর বঙ্গদেশে ১৯৩৮ সালের ১৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মজলিস খোদামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে এ মজলিস আত্ম প্রকাশ করে। তবে চট্টগ্রামে সে সময় মজলিস প্রতিষ্ঠিত না হলেও যুবকরা জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের দিক নির্দেশনায় বিভিন্নমুখী কাজে জড়িত ছিলেন। তালিম তরবিয়ত ও তবলীগসহ বিভিন্ন কাজে ভূমিকা রাখেন। অতঃপর ১৯৫০ সালে সাংগঠনিকভাবে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কায়েদ নিযুক্ত হন জনাব গোলাম আহমদ খান। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর এবং চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। তখন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

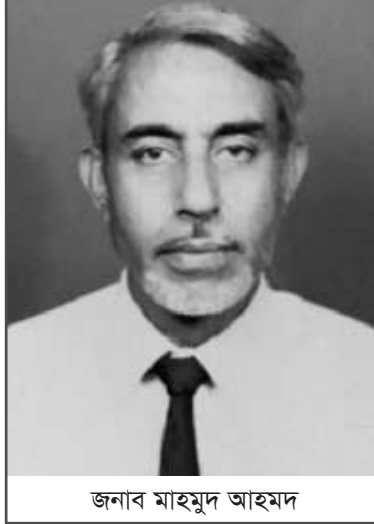


জনাব গোলাম আহমদ খান

চট্টগ্রাম মজলিস প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জামা'তের যুব সমাজে প্রাণচঞ্চলতা

সৃষ্টি হয়। নব উদ্যম জেগে ওঠে। সদস্যরা সাংগঠনিকভাবে বিভিন্নমুখী কাজে কর্মতৎপর হন। খোন্দামের আহাদনামা পাঠে জান, মাল ও সময় প্রভৃতি কুরবানীর অঙ্গীকার পালনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে নব নিযুক্ত কায়েদের হাতে নব গঠিত মজলিসের কাজে প্রবাহ সৃষ্টি হয়। খান সাহেব ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

অতঃপর কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয় জনাব মাহমুদ আহমদের ওপর। তিনি অবাঙালি। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের ভাইরা ভাইয়ের ছেলে তিনি। হাসান সাহেব নিঃসন্তান ছিলেন। তাই ভাইরা ভাইয়ের দুই ছেলে সালাহউদ্দিন আহমদ ও মাহমুদ আহমদকে আপন সন্তানের স্নেহস্পর্শে মানুষ করেন। মাহমুদ সাহেব চট্টগ্রাম মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালনে মজলিসকে আরও কর্মতৎপর করে গড়ে তোলেন। কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর মজলিসের কাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—



জনাব মাহমুদ আহমদ

ফযর নামাযের সময় তিনি কোন খাদেমের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ঘুম থেকে তোলে বা-জামা'ত নামায পড়ার ব্যবস্থা করতেন। ফলে খাদেমদের

মধ্যে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। তালিম তরবিয়ত অধিক লাভ হয়। তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৪ সাল চট্টগ্রাম মজলিস পরিচালনায় নিরলস কাজ করেছেন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তার পিতার নাম মোহাম্মদ ওয়াজির আলী। ইউসুফ সাহেব পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরি করতেন। একজন পরহেযগার মানুষ ছিলেন। তিনি মজলিসের কাজকে উত্তরণের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব শাহেদ আহমদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৌদী আরবের ন্যাশনাল আমীর ছিলেন এবং ইসরাত জাহান সাহেবা লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদরের দায়িত্ব পালন করেন। ইউসুফ সাহেব ১৭ জুলাই ১৯২০ তারিখ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। শিয়া সম্প্রদায় থেকে ১৯৪৪ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন।



জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

১৯৫৬ সালে কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয় মোহাম্মদ লকিত উল্লাহ সাহেবের উপর। তাঁর জন্মস্থান নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার গোপালপুর গ্রামে। জন্ম তারিখ ২০ মে ১৯২৬ সাল। পিতার নাম মোহাম্মদ নূর মিঞা। লকিত

উল্লাহ সাহেব ১৯৪৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মওলানা সেলিম সাহেবের হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি কর্মঠ ও উৎসাহী যুবক ছিলেন। নিরলস কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ১০ মে ১৯৫৯ তারিখ মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে প্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৈয়দ খাজা আহমদ এবং সদর মুরাব্বী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওলানা ফারুক আহমদ এবং মোয়াল্লেম মৌলবি মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ সাহেব। কাদিয়ান ও রাবওয়ায় শিক্ষা প্রাপ্ত মৌলবি সাহেবগণ ইজতেমা সেখানকার আদলে সাজায়ে তোলেন। নব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। ফলে ব্যতিক্রমধর্মী স্বাদে ইজতেমা খুবই প্রাণবন্ত হয়। যুবক আহমদী ছেলেদের মাঝে নব জাগরণ জেগে ওঠে। খোন্দামের আহাদনামা পাঠে সকলেই কুরবানীর অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এ মিলন মেলার ইজতেমা উপলক্ষ্যে তখন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ সাহেব একটি নয়ম রচনা করেছিলেন। এটি নিম্নরূপ—

চট্টগ্রাম মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে

রবিবার আজ দশই মে, নাইনটিন ফিফটি নাইনেতে
কী আনন্দ হল আমার মন,
চট্টগ্রাম পূর্ববঙ্গে, খোন্দামুল আহমদীয়া সংঘ
ইজতেমা এক করল উদ্বোধন।
আহমদী যুবকের দলে, হাসে খেলে দলে দলে,
যেন তাঁরা উদ্যানের ফুল,
জন সেবা করিবারে, সবে দৌড়াদৌড়ি করে,
আনন্দেতে সকলে ব্যাকুল।
তের'শ বছর আগে, মোহাম্মদ রসূলের বাগে,
ফুটেছিল যে সুগন্ধ ফুল,
যেন সেই সৌরভ লোভা, আহা কী সুন্দর শোভা।
হৃদয় আমার হ'য়েছে আকুল।
বহু লোকে দেখে তাহা, মুখে বলে আহা আহা।
অপরূপ আহা কী মধুর!

চারি ধারে বেষ্টন ক'রে, দেখে সবে নয়ন ভরে,
তাতে আমার মনে উঠে সুর।
নবীন বাগানের মালী, মুসলেহ মওউদ দীনের হালী,
এই উদ্যানে করে জলসিঞ্চন!
আগে আগে আনসারগণ, করে তাদের সংরক্ষণ,
ভবিষ্যতের আশায় ভরা মন।
হে তরুণ খোদামগণ! মুখে যাহা কর পণ,
কাজে তাঁরা কর সম্পাদন,
আগে তাদের কার্য ভারী, সাজ সাজ তাড়াতাড়ি,
সেবা কর দিয়া নিজ প্রাণ।
লইয়া ইসলামী ঝাণ্ডা, দোজখাগ্নি কর ঠাণ্ডা,
গড় এবে ভবে স্বর্গোদ্যান,
হে করুণাময় খোদা! থাক তাদের সঙ্গে সদা,
দেহে মনে কর শক্তি দান।২১



জনাব মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ

লকিতউল্লাহ সাহেব ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ ছিলেন। পেশা হিসেবে তিনি প্রথম জীবনে ব্যাংকে চাকুরি করেছেন। পরে

ব্যবসা করেন। তার সহধর্মিণী খাজা সাহেবের বড় মেয়ে সৈয়দা আমাতুল মজিদ সাহেবা জামা'তের এক প্রবীণ বুয়ুর্গ এবং একজন পরহেজগার মহিলা। বর্তমানে তাদের পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে আছেন। লকিত উল্লাহ সাহেব ২০০৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।



১৯৫৯ সালের ইজতেমায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে।



১৯৫৯ সালে ইজতেমায় গোলাম আহমদ খান এবং
জামা'তের অন্যান্যগণ।



১৯৫৯ সালে ইজতেমায় উপস্থিত খাদেম ও তিফল।



১৯৫৯ সালে ইজতেমার অনুষ্ঠানের দৃশ্য।



১৯৫৯ সালের ইজতেমায় খেলাধুলার দৃশ্য ।



১৯৫৯ সালে ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন সৈয়দ খাজা আহমদ ।
পাশে বসা মওলানা ফারুক আহমদ এবং অন্যান্যরা ।

১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ নিযুক্ত হন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম। গোলাম মাওলা খাদেম সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। মুসলেহ উদ্দিন সাহেব ১৯৩৪ সালে ৪/৫ বছর বয়সে জামা'তে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান চলে যান। তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষা লাভে জামা'তের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন। অতঃপর চট্টগ্রাম এসে কর্মজীবন শুরু করেন এবং জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। কাদিয়ানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মজলিসকে অনেক গতিশীল করেন। পূর্ণাঙ্গ আদলে গড়ে তোলেন। ফলে নবউদ্যোগে মজলিসের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। তালিম তরবিয়ত ও তবলীগের প্রবাহ বেড়ে যায়। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করেছেন।



প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম

এছাড়া খাদেম সাহেব ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ নং ২ ছিলেন। ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল তিনি নুসরত জাহা স্কিমের অধীনে পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা ও সিয়েরালিউন জামা'তে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চট্টগ্রামে কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রেলওয়ে হাইস্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্তীতে ইসলামীয়া কলেজ চট্টগ্রামের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ২০১০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন।

জনাব মাহমুদ আহমদের উপর দ্বিতীয়বার ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে তা পালন করেন। ফলে মজলিসের কর্মকাণ্ড অনেক গতিশীল হয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

সেকালে বিশ্ব মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মজলিস থেকে খাদেমগণ যোগদান করতেন। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম মজলিসের সদস্যদের যোগদান সর্বাধিক ছিল। তাই দেখা যায় ১৯৬৭ সালের ইজতেমায় তিনজন বাঙালি খাদেমের মধ্যে চট্টগ্রাম মজলিসের দু'জন সদস্য জনাব মুসলেহ উদ্দীন খাদেম ও মোহাম্মদ শফিউল আলম নিজামী যোগদান করেন। ফলে চট্টগ্রাম মজলিসের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন বিশ্ব মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়ার সদর হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে (যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাহে হিসেবে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন) ইজতেমায় উপস্থিত বাঙালি খাদেমদের প্রশংসা করেন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:

রাবওয়ায় খোন্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

অপর্যাপ্ত বছরের মত এবারও খোন্দামুল আহমদীয়ার সালানা ইজতেমা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা শুরু হয় ২০ অক্টোবর জুমুআর নামাযের পর এবং একাধারে তিন দিনের ইজতেমা ২২ অক্টোবর ১৯৬৭ রবিবার আসরের নামাযের পর সমাপ্ত হয়। সালানা ইজতেমায় সাধারণত: প্রত্যেক বছরই সদর হতে পূর্ব পাকিস্তানের জামা'ত সমূহের নোমায়েন্দা আহ্বান করা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে নোমায়েন্দা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নি। গত ১৯৬৬ সালে এখানকার একজন মাত্র নোমায়েন্দা ইজতেমায় যোগদান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'লার ফযলে এবার ১৯৬৭ সালের ইজতেমায় তিনজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাঁরা হলেন- চট্টগ্রাম হতে জনাব মুসলেহ উদ্দীন খাদেম ২নং রিজিওনাল কায়েদ, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ঢাকা মজলিসের কায়েদ এবং জনাব এস এ নিজামী চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম।

২০ তারিখ বাদ জুমুআ হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আই.) রাবওয়ায়

এক প্রকাশ্য ও বিস্তৃত ময়দানে ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খেলাধুলা, তালিম ও তরবিয়তী বক্তৃতা, সওয়াল ও জওয়াব, ধর্মীয় আলোচনা, মজলিসে শূরার বৈঠক ও তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে ২২ অক্টোবর রবিবার বাদ আসর ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সাহেব (আই.) পুরস্কার বিতরণের পর আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তা'লার দরবারে দোয়া করে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতাগণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বড়ই মহব্বত এবং সমাদর করেন। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে এজন্য উত্তম পুরস্কার দিন। তিন নোমায়েন্দাগণকে মজলিসে শূরার সদস্য করা হয়। দস্তরে আসাসীর বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আলোচনায় তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নোমায়েন্দাদের মধ্যে এস এ, নিজামী সাহেবকে ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় মজলিসে কিছু বলার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন, যা উপস্থিত ভ্রাতাদের মুগ্ধ করে।

আল্লাহর পরম করুণায় এবারের ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তান যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। ইজতেমা শেষে ২৩ অক্টোবর এস. এ. নিজামী সাহেব চট্টগ্রামের পথে ঢাকা পৌঁছেন। জনাব মুসলেহ উদ্দিন খাদেম ও নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব ২৫ তারিখ করাচী রওয়ানা হন এবং তথাকার জামা'তের কার্যবলী পরিদর্শন করে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবেন। ২২

জনাব মাসুদুল হক সিরাজী ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। স্বল্পভাষী বিনয়ী মানুষটি নিরব কর্মী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মজলিসের কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮-২০ অক্টোবর ১৯৬৮ তারিখ রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র তিনি যোগদান করে চট্টগ্রাম মজলিসকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলেন। পরবর্তী বছর ১৮-২০ অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখ কেন্দ্রীয় ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনজনের মধ্যে চট্টগ্রাম মজলিসের দু'জন খাদেম (১) জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান এবং বদরউদ্দীন আহমদ যোগদান করেন। ফলে চট্টগ্রাম মজলিসের সুনাম অনেক বৃদ্ধি পায়। একটি আদর্শ মজলিস হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সিরাজী সাহেব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমেলার সদস্য হিসেবে সেক্রেটারী ইসলাম ও ইরশাদ এবং ওয়াকফে-নওসহ অন্যান্য পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।



জনাব মাসুদুল হক সিরাজী

জনাব সিরাজী সাহেব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ছাতীনা নামক গ্রামে ২৯ এপ্রিল ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুস সামাদ সিরাজী। ভারত বিভক্তির পর পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তান ডাক বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ তারিখ তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি ১৯৮৮ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ এবং ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখ মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উত্তরাধিকারী তিন ছেলে ও এক মেয়ে। তারা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত।

চট্টগ্রাম মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিলেন জনাব নূরুদ্দিন আহমদ। তিনি মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া ঢাকার কয়েদের দায়িত্ব পালনের পর চট্টগ্রাম মজলিসের হাল ধরেন। ফলে তাঁর প্রচেষ্টায় মজলিসের কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়। তিনি শুরুতেই খাদেমদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুগভীর সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং মজলিসের

কাজে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৫ জানুয়ারি ১৯৭০ তারিখ এক বনভোজের আয়োজন করেন। চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে সীতাকুণ্ডে পাহাড়ের পাদদেশে ছায়াঘেরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক খাদেম ও তিফল শতস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণবন্ত মিলনমেলার এ বনভোজন বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।



জনাব নুরউদ্দীন আহমদ

২৫-২৬ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখ চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর কায়েদ জনাব নুরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক আয়োজিত ইজতেমার দিক নির্দেশনা দেন মওলানা রাজা নাসির আহমদ সদর মুরব্বী। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যুবকদের মিলন মেলার ইজতেমা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়।

১৬-১৮ অক্টোবর ১৯৭০ তারিখ রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন মজলিস থেকে ছয়জন খাদেম যোগদান করেন। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম মজলিসের দু'জন (১) জনাব জাফর আহমদ এবং (২) জামাল উদ্দিন আহমদ (তিফল) ছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম মজলিসের পরিচিতি ও সুনাম আরও বৃদ্ধি পায়। জনাব নুরুদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালনে মজলিসকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যান।



১৬-১৮ অক্টোবর ১৯৭০ তারিখ রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় যোগদানকারী অন্যান্যদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের দু'জন তিফল সামনে চেয়ারে বসা।

১৯৭২ সালে কয়েদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ খান। পিতার নাম মুন্সু মিঞা খান। জন্মস্থান চাঁদপুর জেলায়। তিনি যুবক বয়সে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হবার পর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। ঈমান ও আমলে পরীক্ষায় অনেক কুরবানী দেন। কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তিনি। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালনে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলেন। নতুন আমেলা গঠনে কর্মতৎপরতা অনেক গতিশীল হয়। ফলে আহমদী যুবকদের মধ্যে নবজাগরণ জেগে উঠে। তালিম তরবীয়ত ও তবলীগ অনেক বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন দেশে খাদেমদের মধ্যে ঐক্যতা সুদূর হয়। তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের আমেলার সদস্য হিসেবে বিভিন্ন পদে কাজ করেন।

খান সাহেব কর্ম জীবনের শেষ দিকে ইস্পাহানী মার্শাল কোম্পানী লিমিটেডে

চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬ আগষ্ট ১৯৯৮ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেছেন।



জনাব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ খান

অতঃপর চট্টগ্রাম মজলিসের অগ্রযাত্রার বাহক হিসেবে হাল ধরেন জনাব বাদশায়ে আলম মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। এক তেজোদীপ্ত খাদেম। তাঁর পিতার নাম এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ। পিতা ১৯২৯ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি রংপুরের প্রথম আহমদী এবং রংপুর জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট। সাত্তার সাহেব পিতার আদর্শগত শিক্ষায় খাদেমদের মধ্যে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি করেন। নব নব কর্মসূচি গ্রহণে মজলিসের কর্মতৎপরতা অনেক গতিশীল করে তোলেন।

মানব সেবা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের হিসাব বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত অবস্থায় অনেক আহমদী যুবককে চট্টগ্রামে রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরির ব্যবস্থা করেন। ফলে চাকুরির সুবাদে এক ঝাঁক আহমদী যুবক ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম আসেন। মজলিসে সদস্য হন। আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়। ধনে ও জনে মজলিস পরিপক্বতা লাভ করে।



জনাব বি.এ. মোহাম্মদ আব্দুস সান্তার

৫ ও ৬ জুন ১৯৭৬ তারিখ বিভাগীয় মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ ইজতেমার আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম স্থানীয় মজলিসের খাদেমরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঢাকা থেকে খোন্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব তশরিফ আনেন। সমাপ্তি অধিবেশন 'মাতা-পিতা দিবস' পালিত হয়। অভিভাবকবৃন্দসহ প্রায় দুই শতাধিক সদস্য যোগদান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামা'তে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। কুরআন তেলওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস. এ. নিজামী এবং স্থানীয় কায়েদ জনাব বি. এ. এম. আব্দুস সান্তার। সময়োপযোগী বিষয়াবলীর ওপরে তরবিয়তী বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব গোলাম আহমদ খান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, জনাব মকবুল আহমদ খান আমীর ঢাকা জামা'ত, এডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ (রংপুর), মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুকুব্বী, জনাব নূরউদ্দিন আহমদ জেনারেল সেক্রেটারী চট্টগ্রাম জামা'ত, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত বাংলাদেশ জামা'ত এবং প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম।

ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণে মোহতরম আমীর সাহেব যুবকদের

চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। জামা'তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিজয়ের পথে নিরলস অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য সকলের প্রতি প্রেমভরা আহ্বান জানান।

ইজতেমার শেষ পর্যায়ে কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর সাহেব। কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সফল হয়।

কায়েদ সাভার সাহেবের উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম স্থানীয় মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। সদরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোবাশশের উর রহমান, যিনি পরবর্তীতে ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এক দিনের ইজতেমা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল হয়। অনুরূপভাবে ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ১৯৭৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মজলিসের স্থানীয় ইজতেমা। ঢাকা হতে মোহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ জামা'ত এবং নায়েব সদর বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যোগদান করেন। আমীর সাহেব উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ দান করেন। নায়েব সদর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান খোদ্দামের মোকাম ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ খণ্ডন, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উৎকৃষ্টতম আদর্শ এবং তরবিয়তে-আওলাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব গোলাম আহমদ খান, বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাভার, এস. এ. নিজামী এবং নূরউদ্দিন আহমদ। খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। সবশেষে মাতা-পিতাদের উপস্থিতিসহ একটি অধিবেশন হয়।

সাভার সাহেব ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল চট্টগ্রাম মজলিসকে উত্তোরনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি কর্মজীবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা ছিলেন। পরে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ হিসেবে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের পরবর্তী কায়েদ জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনাব নূরুল ইসলাম চক্রবর্তীর সন্তান। তার পিতা জন্মসূত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নাম ছিল কালী মোহন চক্রবর্তী। যুবক বয়সে তিনি আহমদী মুসলমান হবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং ধর্মান্তরিত হবার কারণে তাকে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। জনাব শহীদুল ইসলাম ১৯৭৯

থেকে ১৯৮২ সাল কায়েদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তাঁর আমলে প্রায় প্রতি বছর স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখ ৯ম এবং ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখ ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ম ইজতেমায় চট্টগ্রাম মজলিসের সদস্য ছাড়াও ফাজিলপুর ও কক্সবাজারের খাদেমরা যোগদান করেন। বিভিন্ন কর্মসূচিতে ইজতেমা প্রাণবন্ত হয়। উভয় ইজতেমায় বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব উপস্থিত হয়ে খোন্দামকে অনেক উৎসাহিত করেন।



জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল

জনাব শহীদুল ইসলাম বর্তমানে বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি বেঙ্গল বেলটিং করপোরেশন এবং পরে অলটেকস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এ চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্বের প্রবহমান ধারায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ সাল ছিলেন জনাব মসিউর রহমান। পিতার নাম জনাব আহমেদুর রহমান। পৈত্রিক স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমানের সহোদর ভাই। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর খোন্দাম ও আতফালের মাঝে তালিম ও তরবিয়ত বৃদ্ধির লক্ষ্যে

মাসিক তালিম ও তরবিয়তি ক্লাস চালু করেন। ফলে সদস্যদের মাঝে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। এমন একটি কর্মসূচি ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ তারিখ পালিত হয়েছে। এতে ২৩ জন আতফাল এবং ২৩ জন খাদেম যোগদান করেন। ঢাকা হতে ২ জন প্রতিনিধি জনাব কাওছার আহমদ নাযেম সেহেত ও জিসমানী এবং জনাব আল-আমীন, নাযেম তালিম ও তরবিয়ত আতফাল যোগদান করেন। তাদের সাথে স্থানীয় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাসুদুর রহমান, মুসলেহউদ্দিন খাদেম এবং গোলাম আহমদ খান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট।



জনাব মসিউর রহমান

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক খোদাম ও আতফাল দুপরের খাবারের জন্য অতিরিক্ত ২টি রুটিসহ নিজ নিজ রুটি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং মজলিসের পক্ষ হতে ভাজী ও বিকালের চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক ডিসেম্বর মাস হতে সাপ্তাহিক তরবিয়তী ক্লাস চালু করা হয়। জনাব মসিউর রহমান বর্তমানে সাভার কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন এবং ঢাকা জামা'তের নায়েব আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব মোহাম্মদ হাসান ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সাল কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। তার পিতার নাম বদরউদ্দিন আহমদ। তিনি চট্টগ্রাম শহরের

টেরীবাজারের স্থানীয় অধিবাসী। তার উদ্যোগে ৩০ ও ৩১ আগষ্ট ১৯৮৪ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের ১২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন ইজতেমা গাহে পবিত্র কুরআন, হাদিস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন বাণীর পোষ্টার এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেহ (রা.)-এর আফ্রিকা সফরের ছবি সম্বলিত এক আলোকময় রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

ইজতেমায় ৩ জন ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করেন। সদর মুরব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক মূল্যবান খুতবা এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান সাহেব তরবিয়তে আওলাদ ও অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, কাওসার আহমদ, চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারী ইসলাম্ ও ইরশাদ নুরউদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম জেলা কায়েদ ও চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি শহিদুল ইসলাম প্রমুখ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ইজতেমা সফল হয়।



জনাব মোহাম্মদ হাসান ফুলু

জনাব হাসান বাংলাদেশ রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা এবং মজলিস

আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের রিজিওনাল নায়েমে আলা এবং চট্টগ্রাম জামা'তের বিভিন্ন সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সাল কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আল আমীন। তিনি মজলিসের কর্মকাণ্ডের প্রবহমান ধারা বজায় রাখেন। তখন ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের ১৩তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মহতী ইজতেমায় বাংলাদেশ মজলিসের নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ জনাব আবদুল হাদী, নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ জনাব কাওসার আহমদ, ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ জনাব আবুল খায়ের, নায়েম তাহরীকে জাদীদ জনাব শফিক আহমদ এবং নায়েম ওয়াকারে আমল জনাব নঈম তফভিজ উপস্থিত থেকে ইজতেমা কল্যাণমণ্ডিত করেন। স্থানীয় জামা'তের আমীর সাহেব উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণে অত্যন্ত মূল্যবান ও ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন।



জনাব নঈম তফভিজ

অতঃপর কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয় জনাব নঈম তফভিজের উপর। তিনি তাঁর পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পালন করেন। মজলিসের সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি অব্যাহত রাখেন। চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন আমীর জনাব নুরুউদ্দিন আহমদের সন্তান তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশ

জামা'তের সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ হিসেবে নিয়োজিত। কর্মজীবনে তিনি হিসাব মহানিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ দপ্তরে সুপার হিসেবে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন।



জনাব ওয়াকারর রহমান টুলটুল পিতা জনাব মতিউর রহমান ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা এবং তালিম ও তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখেন। ফলে মজলিসের উন্নয়নের গতিধারা বজায় থাকে।

২৯ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখ চট্টগ্রামে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস বয়ে যায়। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানী এবং অনেক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদে হাহাকার বিরাজ করে। তখন দেশ বিদেশ থেকে অনেকে ত্রাণ প্রদানে এগিয়ে আসে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশও ত্রাণ বিতরণে অংশ নেয়। মজলিস খোন্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদীর নেতৃত্বে ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক খাদেম ত্রাণ নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম মজলিসের সার্বিক সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী দুর্গত মানুষের নিকট ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঘরবাড়ি মেরামত করে দেয়া হয়।

তখন আহমদীয়া জামা'ত চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত টিনের ঘরের মসজিদ, মুরব্বীর কোয়ার্টার, খোন্দামের অফিস এবং প্রদর্শনীর কক্ষ মেরামত করা হয়। জামা'তে আহমদীয়ার যুবকদের এ নিরলস সেবা প্রদানে তৎকালীন জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম জনাব এ আর খান সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। জনাব ওয়াকারুর রহমানের জন্মস্থান উখলী গ্রামে এবং তিনি দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব দ্বিতীয়বার ১৯৯১ সালে জনাব মোহাম্মদ হাসানের উপর অর্পিত হয়। তিনি মজলিসের অধ্যাক্ষর বাহক হিসেবে পরবর্তী বছর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখেন। বার্ষিক ইজতেমা ও তালিম তরবিয়তি ক্লাসসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়।

৩০ এপ্রিল ও ১লা মে ১৯৯২ তারিখ চট্টগ্রাম রিজিওনের ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ এপ্রিল বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম নূরউদ্দিন আহমদ স্থানীয় আমীর।

ইজতেমার উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্তব্য এবং যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না, বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন জনাব এ. বি. মোহাম্মদ, শফিউল আলম, রিজিওনাল কায়েদ ও মোহাম্মদ আবদুল হাদী, সদর মজলিস।

৩০ এপ্রিল বাদ মাগরিব তরবিয়তী অধিবেশনে খোন্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এবং শানে মোহাম্মদ (সা.) বিষয়ের ওপর যথাক্রমে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন জনাব নূরউদ্দিন আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং বি. এ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। অতঃপর জনাব শহীদুর রহমান সভাপতির ভাষণে ওয়াকফে আরযীর গুরুত্বের ওপর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ও ডা. এম. এ. আযীয, প্রেসিডেন্ট কুমিল্লা জামা'ত। রিজিওনের ৭টি মজলিস ছাড়াও বাইরের ৪টি মজলিস হতে সর্বমোট ১৫২ জন খোন্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।



জনাব মনসুর আহমদ

অতঃপর জনাব মনসুর আহমদ কায়েদের দায়িত্বে হাল ধরেন। তার পিতার নাম মোজাফফর মোহাম্মদ আতিশ। তার পিতা ১৯৪৭ সালের পর ভারতের মুঙ্গের থেকে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং বসতী স্থাপন করেন। মনসুর আহমদের কার্যকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী ২৩-২৯ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখ খেদমতে খালক সপ্তাহ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়। অনুরূপভাবে ২১ থেকে ২৭ মে ১৯৯৩ তারিখ ওয়াকারে আমল সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয় এবং এটা বিভিন্ন মহলে প্রশংসা লাভ করে। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা এবং চট্টগ্রাম বেতার থেকে সংবাদ পরিবেশিত হয়।

১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে জাকজমকভাবে সিরাতুল্লাহী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আতফাল দিবস এবং আতফালের তালিম ও তরবিয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মনসুর আহমদ ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল মজলিসের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি লন্ডন প্রবাসী এবং কেন্দ্রে জামা'তের কাজে নিয়োজিত আছেন।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাহবুবুর রহমান। পিতার নাম জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। তিনি পরবর্তীতে

মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার বাংলাদেশের সদর ছিলেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী। তার পৈত্রিক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তারুয়া গ্রামে।



তাঁর উদ্যোগে ৬ জুলাই ১৯৯৫ তারিখ মজলিসের সদস্যদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা কায়দে জনাব মনসুর আহমদ। ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখ সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়। আহমদী যুবকদের আর্তমানবতার সেবায় রক্তদানে রক্ত সংগ্রহকারী সন্ধানী প্রশংসা করে এবং অভিনন্দন জানান।

১৯ মে ১৯৯৭ তারিখ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের উপর দিয়ে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। তখন ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর সাহেবের নেতৃত্বে এবং চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেমদের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা প্রদান করা হয়। এ ত্রাণকার্যে চট্টগ্রাম মজলিস ছাড়াও মীরপুর, তেজগাঁও এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

বলাবল্য়, কক্সবাজারের সিভিল সার্জন বিপুল পরিমাণ ঔষধ সরবরাহ এবং

সমাজের বিভিন্ন জন স্বেচ্ছা সেবক প্রদান এবং পরামর্শদানে ত্রাণ কাজে সহযোগিতা করেন। আহমদী যুবকদের এ সেবা সকল মহলে প্রশংসিত হয়।



জনাব মোজাফফর আহমদ নিজামী

১৯৯৭ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর ভারপ্রাপ্ত কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোজাফফর আহমদ নিজামী। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনে মজলিসের কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ শফিউল আলম নিজামী। স্থায়ী ঠিকানা চট্টগ্রামের মিরশরাই থানার মহালংকা গ্রাম। তার পিতা চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন।

অতঃপর কায়েদের নির্বাচনের পর ১৯৯৭ সালে নভেম্বর থেকে হাল ধরেন ডাঃ মনজুর আহমদ খান। পিতার নাম মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান। তার পিতাও একসময় চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ ছিলেন। মঞ্জুর আহমদ দায়িত্ব পালনে সদস্যদেরকে তালিম তরবিয়তে চাপা করে তোলেন। বার্ষিক ইজতেমা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আমীর সাহেবের নির্দেশে তবলীগের কাজে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। ফলে মজলিসের সার্বিক কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

২০০০ সালে চট্টগ্রাম মজলিস প্রতিষ্ঠাতার পঞ্চাশ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ

কর্মসূচি পালিত হয়। মজলিস কর্তৃক একটি মূল্যবান স্যুভেনীর প্রকাশ করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) চট্টগ্রাম মজলিস প্রতিষ্ঠাতার প্রথম কায়েদ এবং পরবর্তী কালের জামাতের দীর্ঘ দিনের প্রেসিডেন্ট ও আমীর বিশিষ্ট বুয়ুর্গ জনাব গোলাম আহমদ খান ওরফে ফালু মিঞার নামে এর নামকরণ করেন ফালু মিঞা সংখ্যা। বর্তমানে এ স্যুভেনীর চট্টগ্রাম জামাতের ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান আছে।



ডা: মনজুর আহমদ খান

২৬ মার্চ ২০০০ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে আতফাল দিবস ও মাতাপিতা দিবস পালিত হয়। এতে ২৬ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কায়েদ এবং খোন্দামের পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় কায়েদ। বিকালে শেষ অধিবেশন স্থানীয় নায়েব আমীর জনাব এস এ নিজামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, জনাব জাফর আহমদ, নাজির আহমদ, মোহাম্মদ হাসান। ১০৩ জন আতফাল ও খোন্দাম এবং অনেক মাতাপিতা উপস্থিত ছিলেন। জনাব মঞ্জুর আহমদ খান ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি প্রবাসে আছেন।



চট্টগ্রাম মজলিসের ২০তম ইজতেমায় পুরস্কার বিতরণ করছেন
স্থানীয় আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান।



চট্টগ্রাম মজলিসের আমেলার সদস্যদের মাঝে
মওলানা ফিরোজ আলম, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, ইউকে।

পরবর্তী কয়েদ জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্যা। সত্তর দশকে তাদের পরিবার আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন এবং তখন থেকেই তিনি জামা'তের কাজে জড়িত। তার পিতার নাম জনাব মির্যা মোহাম্মদ আলী এবং মাতা তাহেরা মির্যা। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।



জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্ষা

২০০১ থেকে ২০০৩ সাল মজলিসের নেতৃত্ব প্রদানের ধারক ও বাহক ছিলেন। ২১ ও ২২ মার্চ ২০০২ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০০জন খোদাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের স্থানীয় মজলিস বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অতঃপর ডা. মঞ্জুর আহমদের উপর দ্বিতীয়বার কয়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি নিষ্ঠার সাথে ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল দায়িত্ব পালন করেন। মজলিসের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যান। তখন ১২ থেকে ১৮ জুন ২০০৪ তারিখ ৭ দিন ব্যাপী তালিম-তরবিয়তি ক্লাশ ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

এ অনুষ্ঠানের সংবাদ ১২ জুন ও ১৮ জুন দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক পূর্বকোণে প্রকাশিত হয়।

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ৮ম আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালিত হয়। ফজরের নামায ও দরসের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা কাদের চট্টগ্রাম জনাব মনসুর আহমদ। বাদ মাগরিব মাতাপিতা দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব নাজির আহমদ। এতে ২৩ জন আতফাল এবং অনেক মাতাপিতা উপস্থিত ছিলেন।

৩ জুন ২০০৫ তারিখ চট্টগ্রাম জেলা মজলিসের উদ্যোগে ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক কর্মশালা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম স্থানীয় মজলিস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জেলা মজলিসের অধীনস্থ চট্টগ্রাম, নুসরাতাবাদ, ফাজিলপুর ও অম্বরনগর মজলিসের আমেলার সদস্য ২০জন অংশগ্রহণ করেন।

১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের ২৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় খাদেম ও তিফল অধিকাংশ যোগদান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ইজতেমা সফল হয়।



জনাব নুরউদ্দীন মামুন

২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ ছিলেন জনাব নুরউদ্দীন মামুন। এক তেজোদীপ্ত খাদেম। তিনি দীর্ঘদিন খাদেমের কর্ম সম্পাদনে কায়েদের দায়িত্ব পালনে মজলিসের কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বজায় রাখেন। বার্ষিক ইজতেমা তালিম-তরবিয়তি ক্লাশসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন।

অতঃপর ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব অর্পিত হয় জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্যার উপর। তিনি ইতিপূর্বে কায়েদের দায়িত্ব পালনে যে দক্ষতা অর্জন করেন তা প্রতিফলনে নেতৃত্বে হাল ধরেন। ফলে মজলিসের অগ্রগতির প্রবহমান ধারা ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি বজায় থাকেন। অতঃপর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব আহমদ দাউদ। তার পিতা প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ।



জনাব আহমদ দাউদ

তার সময় সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। ১ জুলাই ২০১০ তারিখ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেরে তবলীগদের প্রশ্নোত্তর দেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। ২৭ জন জেরে তবলীগসহ ৭০জন উপস্থিত ছিলেন। জনাব আহমদ দাউদ ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল দায়িত্ব পালন করেছেন।



জনাব সাহাবউদ্দিন সিহাব

কায়েদের দায়িত্বের ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে হাল ধরেন জনাব সাহাবউদ্দিন সিহাব। এক কর্মঠ যুবক। তার কর্মকালে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ মজলিসের উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। এতে বক্তাগণ মুসলেহ মওউদ (রা.) ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা আলোচনা করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সফল হয়। ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করা হয়। ১৭ মার্চ ২০১৪ তারিখ আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব এ. এম. মঈন আল হোসাইনী, মাষ্টার আবরার আহমদ, মাসুদুর রহমান, স্থানীয় আমীর এবং স্থানীয় কায়েদ। এতে ৩৭জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

১১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ চট্টগ্রাম জামা'তের পতেঙ্গা হালকায় খোন্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ শাকিল। বক্তব্য রাখেন জনাব জিয়াউদ্দিন জিয়া, মওলানা জাফর আহমদ সদর মুরব্বী এবং স্থানীয় কায়েদ সাহেব প্রমুখ। কর্মসূচি অনুসারে অনুষ্ঠান সফল হয়। ২৬ মার্চ ২০১৪ তারিখ খোন্দামের উদ্যোগে মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়।

২০ হতে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ আতফালের তালিম-তরবিয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। ২৪ থেকে ২৯ জানুয়ারি তালিম তরবিয়তি ক্লাশ এবং ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ ৩০তম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সিরাতুননবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ পতেঙ্গা হালকায় তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আশানুরূপ জেরে তবলীগ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

জনাব সাহাব উদ্দিন সিহাব ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল দায়িত্ব পালনে পর ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব মোহাম্মদ শিমরান মিয়া। এক কর্মঠ ও বিচক্ষণ যুবক। তৃতীয়বারের মত তিনি মজলিস পরিচালনায় হাল ধরেন। ফলে মজলিসের সার্বিক কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। এতে ৮৩ জন সেবা গ্রহণ করেন।

২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১০তম তালিম তরবিয়তি ক্লাশ এবং ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা মজলিসের ১০তম জেলা ইজতেমা ১১ ও ১২ আগষ্ট ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক জেলা কায়দে জনাব মাসুদুর রহমান। ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল ২০১৬ চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বিল্ডিং চত্তরে দশ হাজার লোককে পানি পান করানো হয়। এটা জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব জিয়াউদ্দিন বাবলুসহ বিশিষ্টজন প্রত্যক্ষ করে প্রশংসা করেন। ১৭ জুন ২০১৬ খিলাফত দিবস পালিত হয়।



বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিনামূল্যে পানি বিতরণে নিয়োজিত খাদেমরা।
(ছবি ২০১৬)

১৮ মার্চ ২০১৬ মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়েছে। ২২ এপ্রিল ২০১৬ মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। ১ মে ২০১৬ আতফাল দিবস পালিত হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সালে চট্টগ্রাম মজলিসের প্রচেষ্টায় ৯ জন বয়আত করেন। ৬-১০ জানুয়ারি ২০১৭ আতফালের তালিম-তরবিয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩১ জন অংশগ্রহণ করেন। ১০ মে ২০১৭ আতফাল দিবস পালিত হয়। ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ সিরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

হয়। চট্টগ্রাম মজলিসের প্রচেষ্টায় ২০১৬-২০১৭ সালে ১৪জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।



১লা বৈশাখ ১৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বিল্ডিং চত্বরে পানি পান করানো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব জিয়াউদ্দিন বাবলু মন্তব্য বহিতে মন্তব্য প্রদান করেন।



৬-১০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত আতফালের তালিম-তরবিয়তী ক্লাশের ছাত্র এবং জামা'তের অন্যান্যরা।

চট্টগ্রাম মজলিসের বর্তমান কায়েদ ডা. ইজাজুর রহমান শুভ। তিনি নভেম্বর ২০১৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করে মজলিসের কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।



ডা. ইজাজুর রহমান শুভ



আতফাল দিবসে অংশগ্রহণকারীরা।

চট্টগ্রাম মজলিসের (২০১৮-২০২০) আমেলার সদস্যরা হলেন—

- ১। জনাব ডা. ইজাজুর রহমান শুভ, কয়েদ।
- ২। জনাব মতিউর রহমান ভূঁইয়া, নায়েব কয়েদ-১।
- ৩। জনাব ফজলে এলাহী জুয়েল, নায়েব কয়েদ-২ ও নায়েম তালীম।
- ৪। জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, নায়েব কয়েদ-৩ ও নায়েম উমুরে তোলাবা।
- ৫। জনাব মোসাউয়ের আহমদ, মোতামাদ।
- ৬। জনাব আহমদ আতাউল্লাহ, নায়েম খেদমত এ খালক।
- ৭। জনাব সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, নায়েম তরবিয়ত।
- ৮। জনাব বাসেল আহমদ শাবাব, নায়েম মাল।
- ৯। জনাব রাশেদ মাহমুদ সামির, নায়েম আতফাল।
- ১০। জনাব মাবরুফ আহমদ চৌধুরী, নায়েম তাজনীদ।
- ১১। জনাব আকরাম আহমদ, নায়েম উমুমী।
- ১২। জনাব মোহাম্মদ শাহীন আলম, নায়েম সেহেত এ জিসমানী ও এডিশনাল নায়েম উমুমী।
- ১৩। জনাব তাজুল ইসলাম, নায়েম ওয়াকারে আমল।
- ১৪। জনাব ইশতিয়াক আহমদ তুষার, নায়েম সানাত ও তেজারত।
- ১৫। জনাব মুনিবুর রহমান ভূঁইয়া, নায়েম তাহরীক এ জাদীদ।
- ১৬। জনাব জাকির হোসেন সেতু, নায়েম তবলীগ।
- ১৭। জনাব মারুফ বিন হাফিজ, নায়েম ইশায়াত।
- ১৮। জনাব ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেইন, নায়েম তরবিয়ত নও-মোবাইল।
- ১৯। জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্যা, মুরব্বী আতফাল।
- ২০। জনাব ইমরান আহমদ, মোহাসেব ও এডিশনাল মোতামাদ।
- ২১। জনাব মোয়াজ্জেম আহমদ সানী, সহকারী নায়েম তালীম।
- ২২। জনাব নোমান আহমদ রনি, সহকারী নায়েম উমুরে তোলাবা।
- ২৩। জনাব তাহের আহমদ অতুল, সহকারী নায়েম মাল।
- ২৪। জনাব ফরিদ আহমদ, সহকারী নায়েম আতফাল।
- ২৫। জনাব সাবরান বিন ফয়সাল, সহকারী নায়েম তাজনীদ।
- ২৬। জনাব মাসরুর আহমদ গালিব, সহকারী নায়েম সেহেত-এ-জিসমানী।
- ২৭। জনাব মোস্তফা কামাল, সহকারী নায়েম ওয়াকারে আমল।
- ২৮। জনাব আনিসুল হক জিমি, সহকারী নায়েম সানাত ও তেজারত।

২৯। জনাব ফয়সাল মোহাম্মদ সাঈদ, সহকারী নাযেম তরবীয়াত নও মোবাস্টিন।

৩০। জনাব মীর শাফকাত আলী, সহকারী নাযেম আতফাল।

৩১। জনাব ইশতিয়াক আহমদ, হালকা যয়ীম, চকবাজার।

৩২। জনাব মোহাম্মদ আলমগীর, হালকা যয়ীম, পতেঙ্গা।

৩৩। জনাব নাফিজ আহমদ মুকুট, হালকা যয়ীম, পাহাড়তলী।

৩৪। জনাব সাবরান বিন ফয়সাল, হালকা যয়ীম, ষোলশহর।

আমেলার সদস্যগণের ছবি



বামদিক থেকে পিছনে দাঁড়ানো: সর্বজনাব মোসাউয়ের আহমদ, আকরাম আহমদ, মাবরুর আহমদ চৌধুরী, বাসেল আহমদ শাবাব, জাকির হোসেন সেতু, মোহাম্মদ শাহীন আলম, মুনিবুর রহমান ভূঁইয়া, ফরিদ আহমদ।

চেয়ারে বসা বামদিক থেকে: সর্বজনাব ফজলে এলাহী জুয়েল, মতিউর রহমান ভূঁইয়া, মোসাব্বির হাসান এনাম, ডা: ইজাজুর রহমান শুভ, হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, রাশেদ মাহমুদ সামির।

সামনে নীচে বসা বামদিক থেকে: সর্বজনাব ইমরান আহমদ, তাহের আহমদ অতুল, মারুফ বিন হাফিজ, মাসরুর আহমদ গালিব, মীর শাফকাত আলী।

বৃহৎ জামা'তের এ বৃহৎ অঙ্গ সংগঠন মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার চট্টগ্রাম অনাগত দিনে আরও বর্ধিত আকারে প্রবহমান থাকুক এ প্রত্যাশা করি।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ২৬ জুলাই ১৯৪০ তারিখ জামা'তের চল্লিশোর্থ বয়সের পুরুষ সদস্যদেরকে সাংগঠনিকভাবে তালিম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর আগষ্ট ১৯৪০ সালে অর্থাৎ এক মাস পরই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট হন সৈয়দ সাঈদ আহমদ এবং জেনারেল সেক্রেটারী হেকিম আব্দুল আজিজ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পুত্র এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পাঞ্জাবের অধিবাসী। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে আনসারুল্লাহ্ সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মজলিসের উদ্যোগে সদস্যদের মাঝে তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগ এবং বার্ষিক সম্মেলন তথা ইজতেমা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পালনে জামাতী শিক্ষা প্রদানের সূত্রপাত হয়।

পরবর্তীতে আনসার সদস্যদেরকে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং বার্ষিক ইজতেমা রাবওয়ার আদলে ঢেলে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে সরেজমিনে শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনজন বুয়ুর্গের একটি প্রতিনিধি দল ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাবওয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তানে শ্রভাগমন করেন। তাঁরা হলেন— মোহতরম কাজী নজির আহমদ লায়ালপুরী নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ, চৌধুরী ফজল আহমদ নাযের দেওয়ান এবং আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ চৌধুরী ওয়াকিলুল মা'ল তাহরীকে জাদীদ। সম্মানিত বুয়ুর্গগণ ঢাকাসহ বিভিন্ন জামা'ত সফর করেন এবং আনসারের মধ্যে তালিম তরবিয়ত ও ইজতেমা অনুষ্ঠানের হাতেখড়ি দেন। তখন তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং নাযেমে আলা আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ব্যারিস্টার শামসুর রহমান।

কর্মসূচি অনুসারে তাঁরা চট্টগ্রাম জামা'ত সফর করেন এবং ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ তারিখ চট্টগ্রামে আনসারের উদ্যোগে একদিনের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ড. মোহাম্মদ শফিক সাইগাল। অতিথি বুয়ুর্গদের দিক নির্দেশনায় এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সে সময় অনেকেই জানতো না ইজতেমা কী? কিই-বা এর উদ্দেশ্য। শুধু নেযামের ডাকে জামা'তের চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের পুরুষরা চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে ছুটে আসেন। রাবওয়া থেকে আগত বুয়ুর্গদের নসিহত এবং রাবওয়ার ইজতেমায় বিভিন্ন সময় যোগদানকারী বাঙালি বুয়ুর্গদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইজতেমার কর্মসূচি টেলে সাজানো হয় এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত, পয়গামে রেসানী প্রভৃতি বিষয়ে নেককাজের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি হয়।

তখন মু'মিন আনসারের মাঝে সে কি আনন্দ! সকলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। জামা'তের নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞানবান সদর মুরব্বীদের নসিহতমূলক বক্তৃতায় ঈমান উদ্দীপনায় উল্লাসিত হন। প্রাণ খুলে সবায় আহমদীয়াতের জয়গান গায়। প্রাণে দোলা লাগে। বিজয়ীরা আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার লাভে বিস্মিত হন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় প্রতিযোগিতা আবার পুরস্কার লাভ সবই ব্যতিক্রমধর্মী স্বাদ। আকাশের ফিরিশ্তারাও হয়তো তাদের আমলনামায় পুণ্য সঞ্চয় লিপিবদ্ধ করেন। আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি লাভ হয়।

ফলে বড়ো মানুষের এ ইজতেমা রুহানীয়তের বাগান সৃষ্টির এক সোপান, ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার সমাবেশ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতি লাভের এক অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়। দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, কর্মসূচি পালনে সকলেই দেয়া নেয়ার মাঝে তাকওয়া অর্জন করেন। বিভিন্ন ঈমানবর্ধক নসিহতমূলক শিক্ষা অর্জন এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতায় আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভে সবাই উপকৃত হয়। এক মু'মিন আর এক মু'মিনের আয়না স্বরূপ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠেন।

ইজতেমার সমাপ্তিতে বিপুলসংখ্যক দশককের উপস্থিতিতে জামা'ত কর্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও বিদেশে ইসলাম প্রচারের তৎপরতার বিভিন্ন ঘটনার ছবি স্লাইড শো প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়।

তবে চট্টগ্রাম জামা'তে মজলিস আনসারুল্লাহর কার্যক্রম দীর্ঘদিন স্বতন্ত্র সংগঠন কিংবা স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে পৃথক সত্বে পরিচালিত হয় নি। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান মজলিস আনসারুল্লাহ নাযেমে আলা মকবুল

আহমদ খান সাহেব চট্টগ্রাম স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান সাহেবকে প্রথম স্থানীয় নাযেম নিযুক্ত করেন। ফলে আমেলা গঠনের মাধ্যমে মজলিস আনসারুল্লাহ্ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পালিত হতে থাকে। নব নব কর্মসূচি গ্রহণে নাসের সদস্যদেরকে জামাতী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জন্মের পর ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের বার্ষিক ইজতেমা। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং নাযেম মোহতরম গোলাম আহমদ খানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইজতেমা আনসার সদস্যদের মাঝে প্রাণবন্ত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং নাযেমে আলা এ.টি.এম. হক সাহেবের ঈমানউদ্দীপক বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হয়।



জনাব গোলাম আহমদ খান

১০ ও ১১ মে ১৯৭৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মজলিসের এক বার্ষিক ইজতেমা। এতে মোহতরম আমীর মৌলবি মোহাম্মদ এবং নাযেমে আলা বাংলাদেশ মোহতরম আলী কাশেম খান চৌধুরী যোগদান করেন। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও আনসারুল্লাহ্ নাযেম গোলাম আহমদ খান সাহেবের ব্যবস্থাপনায় ইজতেমার কর্মসূচি সফল হয়। আহাদনামা পাঠে সকলেই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করেন।

১০ মে এশার নামাযের পর আমীর সাহেবের সারগর্ব বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন হয়। ইজতেমা ছয়টি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন বক্তাগণ জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা করেন এবং সর্বসময় যিকরে এলাহীতে মশগুল থাকেন। হাজিরা ৮০% এর বেশি ছিল। আমীর সাহেব শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইজতেমায় যোগদান আনসার ভাইদের উৎসাহ ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। একজন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন।

গোলাম আহমদ খান সাহেব ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মজলিসের যয়ীমে আলাদা দায়িত্ব পালনে মজলিসকে অনেক গতিশীল করে তোলেন। বলাবাহুল্য, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের প্রথম কায়েদও ছিলেন তিনি। ফলে তার হাতে চট্টগ্রাম খোদামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ সংগঠন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও আমীরের দায়িত্বও পালন করেছেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের পরবর্তী যয়ীমে আলা ডা. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ সাল পালন করেন। সদস্যদের বাজেট অনুযায়ী টাকা প্রদান, তালিম-তরবিয়ত তবলীগি কার্যক্রম এবং বার্ষিক ইজতেমা আরও বেশি কার্যকরী করেছেন।



ডা. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

ফলে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে ৫ম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তৌহিদ ও রেসালত, কুরআনের ফযিলত ও সৌন্দর্য, রসূলুল্লাহ (সা.)-ই আমাদের আদর্শ, মসীহ মওউদ (আ.)-এর সীরাত, খিলাফতের গুরুত্ব, মালী কুরবানী, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, পর্দার গুরুত্ব, তরবিয়তে আওলাদ, সহ-শিক্ষার অপকারিতা, কবুলিয়তে দোয়া এবং শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম ও আনসারুল্লাহর প্রতি হেদায়াত বিষয়ে বক্তাগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তা ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান, বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, ডা. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, সর্বজনাব নুরুদ্দিন আহমদ, আমান উল্লাহ খান, মাসুদুর রহমান, মৌলবি আব্দুল হাই এবং ফরিদ আহমদ।

পরবর্তী বছর ১৬ জুলাই ১৯৭৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মজলিসের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা। একদিনের এ ইজতেমায় আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব এবং নায়েমে আলা ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব তশরিফ আনেন। স্থানীয় যয়ীমে আলার আহ্বানে জামা'তের আনসার সদস্যরা প্রাণের টানে চলে আসেন। ফলে আনন্দঘন পরিবেশে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলা সার্থক ও সফল হয়।

উল্লেখ্য, মজলিস আনসারুল্লাহ তার নির্ধারিত কার্যক্রমের মধ্যে আমেলা সভা ও সাধারণ সভা এবং বার্ষিক ইজতেমা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন দিবস যেমন- খিলাফত দিবস, মসীহ মওউদ (আ.) দিবস, মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস এবং সীরাতুননবী (সা.) জলসাসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করে এবং সকল যয়ীমে আলার আমলেই তা পালিত হয়ে আসছে।

আব্দুল আজিজ সাহেব কুমিল্লার নন্দনপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালে নারায়ণগঞ্জে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। তার তবলীগে নিকট আত্মীয় এবং কুমিল্লার বিভিন্ন গ্রামের অনেকে বয়আত করেন। তিনি অনেক মোখালেফাতের সম্মুখীন হন। ১৯৭৬ সালে বিরোধীরা তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়। তখন দেশে Martial law। কুমিল্লা সেনানিবাসে zonal Martial law Administrator হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিগ্রেডিয়ার আমজাদ খান চৌধুরী। যিনি পরবর্তীতে মেজর জেনারেল হন এবং আরএফএল ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মোখালেফাত শক্ত

হাতে প্রতিহত করেন। ফলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। আজিজ সাহেব কর্মজীবনে রেলি ব্রাদার্স লিমিটেড এবং বেঙ্গল বেলটিং কর্পোরেশন লি. এ চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের কর্ণধারের দায়িত্বে ১৯৮২ সালে হাল ধরেন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম। তিনি বাল্যকাল থেকে কাদিয়ানে শিক্ষা প্রাপ্ত। ফলে কাদিয়ানের শিক্ষার আলোকে মজলিসের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাঁর উদ্যোগে ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা। ২৮ নভেম্বর বিকালে কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২৯ নভেম্বর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সদর মুরাব্বী মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন নায়েমে আলা ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। ইজতেমায় সন্তোষজনক আনসার উপস্থিত ছিলেন।



প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম

বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের আদর্শ, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব, মালী কুরবানীর গুরুত্ব, খিলাফত একটি নেয়ামত, ইসলামী আদব ও আখলাক, দোয়া ও তার আদব, যিকরে হাবীব, বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তে আহমদীয়ার কর্তব্য ও তবলীগের ধারা।

বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, সর্বজনাব নাজির আহমদ, মাসুদুর রহমান, ফরিদ আহমদ, গোলাম আহমদ খান আমীর চট্টগ্রাম, নূরুদ্দিন আহমদ এবং ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ।

মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি পূর্বে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদের দায়িত্বও পালন করেছেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের পরবর্তী যয়ীমে আলা জনাব মাসুদুল হক সিরাজী। তাঁর কার্যকালে মজলিসের কাজের গতিধারা আরও বৃদ্ধি পায়। তালিম-তরবিয়াত, তবলীগ ও ইজতেমার অনুষ্ঠান হয়। তিনি ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সাল নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি পূর্বে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদের দায়িত্ব পালনে যে দক্ষতা অর্জন করেন আনসারুল্লাহ মজলিস পরিচালনা তা প্রতিফলন করেছেন। ফলে মজলিসের কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।



জনাব মাসুদুল হক সিরাজী

জনাব লুৎফুল হক সিরাজী ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা ছিলেন। তখন চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিস আনসারুল্লাহ ইজতেমা ২২ ও ২৩

মার্চ ১৯৯০ তারিখ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ ইজতেমায় চট্টগ্রাম স্থানীয় মজল্লিসের সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ২২ মার্চ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা। আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। অতঃপর উসওয়ায়ে হাসানা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী চট্টগ্রাম। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও মওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী।

স্থানীয় নায়েব আমীর নূরুদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস এ নিয়ামী। নযম পাঠ করেন ফরিদ আহমদ। দোয়ার গুরুত্বের উপর ঈমানবর্ধক বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আনসারুল্লাহর দায়িত্বের উপর নসিহতমূলক বক্তৃতা করেন ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। নযম পাঠ করেন আব্দুল ওয়াহেদ। সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উপর বক্তৃতা করেন মোহতরম গোলাম আহমদ খান, আমীর চট্টগ্রাম। সর্বশেষে বিভিন্ন ইলমী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।



জনাব লুৎফুল হক সিরাজী

নায়েব আমীর নূরুদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে দিনের শেষ অধিবেশন হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। ইসলামী আদব ও আখলাক বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ। সবশেষে প্রশ্নোত্তর দেন সদর মুরব্বী মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ও মওলানা সালেহ আহমদ।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পরবর্তী অধিবেশন হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আমানউল্লাহ খান। নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক বক্তব্য রাখেন ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। তরবিয়তে আওলাদ এর উপর বক্তৃতা করেন ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। সবশেষে মেজর (অব.) ডাক্তার আসাদুজ্জামান বক্তৃতা করেন। তার বিষয় ছিল মানুষের চরিত্রে খাদ্যের প্রভাব। অতপর নযম পাঠ করেন জনাব সাঈদুল হক। সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। সবশেষে সাংগঠনিক আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। পরিচালনা করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী নাযেমে আলা আনসারুল্লাহ্।



ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।
চেয়ারে বসা ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী ও গোলাম আহমদ খান।



ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরিদ আহমদ।
ছবিতে ন্যাশনাল আমীর ও নাযেমে আলাসহ জামা'তের অন্যান্যরা।

জনাব লুৎফুল হক সিরাজীর জন্মস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ছাতিনা নামক গ্রামে। ভারত বিভক্তির পর পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং পাকিস্তান ডাক বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি জামা'তের এক নিরব কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। এছাড়া জামা'তের আরও দায়িত্ব পালন করেন। আশি বছর বয়সে ১৬ জুন ২০০০ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল যয়ীমে আলাদা দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ সাহেব। এক বলিষ্ট নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি। তিনি পাকিস্তান আমলে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তার তত্ত্বাবধানে আনসারুল্লাহর কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৩ সালে জাকজমকভাবে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।



জনাব মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ

আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের পরবর্তী যয়ীমে আলা জনাব মোজাম্মেল হক। এক বিচক্ষণ কর্মী। তিনি পূর্বে ঢাকায় মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোতামাদ হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে তার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মজলিস আনসারুল্লাহ কার্যক্রম অনেক গতিশীল হয়।



জনাব মোজাম্মেল হক

১২-১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখ ২২তম বার্ষিক ইজতেমা নব নির্মিত মসজিদ বায়তুল বাসেতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব তবারক আলী, কয়েদ উম্মী মোহাম্মদ আব্দুল জলিল এবং বিভাগীয় নায়েম জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস যোগদান করেন। সমাপ্তি অধিবেশনের ভাষণের পর নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর সমাপ্ত হয়।

পরবর্তী বছর ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ তারিখ চট্টগ্রাম মজল্লিসের ২৩তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং বিভাগীয় নায়েম জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস যোগদান করেন। কর্মসূচি অনুসারে বিভাগীয় নায়েম ও স্থানীয় আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। ৪১ জন আনসার ছাড়াও অনেক খাদেম উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমা সফল হয়।

মোজাম্মেল হক সাহেবের জন্মস্থান নিলফামারী জেলায়। তার পিতার নাম জনাব সাহেদুল হক এবং মাতা মাহমুদা খাতুন। তিনি দীর্ঘ দিন পূবালী ব্যাংক লিমিটেড চাকুরি করেছেন। পরবর্তীতে এলিট পেইন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীতে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল মজল্লিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা ছিলেন।



জনাব বশিরুল হাসান সিরাজী

১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সাল যয়ীমে আলায় দায়িত্ব পালন করেন জনাব বশিরুল

হাসান সিরাজী। তিনি পূর্বসূরি থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে ২৪তম ইজতেমা ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিনের ১ম অধিবেশনে স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মোবশশের উর রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং শেষ দিনের শেষ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামা'তের নায়েব ন্যাশনাল আমীর- ১ ড: তারিক সাইফুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং সদর মজলিস আনসারুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ তাসাদক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী, প্রকৌশলী বশিরুল হাসান সিরাজী, সর্বজনাব মুহাম্মদ হাসান, জাফর আহমদ, মোরশেদ আলম এবং হেলাল উদ্দিন আহমদ মূল্যবান ও ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। জনাব বশিরুল হাসান সিরাজী, জনাব লুৎফুল হক সিরাজীর সুযোগ্য সন্তান। তিনি সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকা প্রবাসী।



জনাব মোরশেদ আলম

যয়ীমে আলার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব মোরশেদ আলম। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তার উদ্যোগে মজলিসের কার্যক্রম অনেকে গতিশীল হয়। প্রায় বছরই বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখ

২৫তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ৩৫ জন আনসার ছাড়াও অনেক খোদাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

১৩ আগষ্ট উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কায়েদ উম্মী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর বক্তৃতা করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব মোরশেদ আলম, ন্যাশনাল জামা'তের সেক্রেটারী ফাইনাস জনাব মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন, জনাব মোবাশশের উর রহমান স্থানীয় আমীর, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, বাংলাদেশ জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জাহিদুর রহমান এবং কায়েদ উম্মী। দ্বিতীয় অধিবেশনে আনসার তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী আলোকপাত করে সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

১৪ আগষ্ট বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় জনাব আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে। এতে বক্তৃতা করেন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম, জনাব জাহিদুর রহমান, জনাব আবুল খায়ের (ন্যাশনাল অডিটর), মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং সভাপতি সাহেব। অতঃপর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী অভ্যর্থনা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

২৬তম ইজতেমা ২০ ও ২১ অক্টোবর ২০০০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫১জন আনসার ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় উল্লেখযোগ্য খোদাম ও আতফাল যোগদান করেন।

২০ অক্টোবর উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম জনাব মোরশেদ আলম। বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব আফজাল আহমদ খাদেম নায়েব সদর সফে আউয়াল এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, স্থানীয় আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। সমাপনী অধিবেশনে জনাব আফজাল আহমদ খাদেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন জনাব এ এস এ জহুরুল হোসাইন।

মজলিস আনসারুল্লাহ ২৭তম বার্ষিক ইজতেমা ১৯ ও ২০ অক্টোবর ২০০১ তারিখ সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুসারে ইসলামী চিন্তাবিদগণের নসিহতমূলক ভাষণ এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় আমীর সাহেব পুরস্কার বিতরণ

করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর আসর হয়। মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব এস এ নিজামী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং জনাব জুলফিকার হায়দার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত।

৩০-৩১ আগস্ট ২০০২ তারিখ ২৮-তম ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ ইজতেমায় ৪৮ জন আনসার সদস্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় খোন্দাম, আতফাল ও লাজনা উপস্থিত হয়ে সমাবেশকে সফল করেন।



৩০ আগস্ট জুমুআর নামাযের পর ইজতেমা শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম জনাব মোরশেদ আলম। জনাব মোবশশের উর রহমান, সদর মজলিস উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কায়েমের লক্ষ্যে কুরআনের আলোকে বক্তব্য রাখেন জনাব এস এ নিজামী।

৩১ আগস্ট সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আজিজুল হক। বক্তব্য

রাখেন প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম, সর্বজনাব মোহাম্মদ হাসান, এস এ নিজামী এবং বোখারুল ইসলাম বোখারী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জহুরুল হক আনসারী।

১২ মার্চ ২০০৪ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব মোরশেদ আলম। কর্মসূচি অনুযায়ী সভা সফল হয়। ৩০ এপ্রিল ও ১ মে, ২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় ২৯তম ইজতেমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর মজলিস জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সদর সফে আউয়াল জনাব নুরউদ্দিন আহমদ। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, নুরউদ্দিন আহমদ, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, এস এ নিজামী, আমীর চট্টগ্রাম, নাজির আহমদ জেনারেল সেক্রেটারী চট্টগ্রাম এবং স্থানীয় যয়ীমে আলা প্রমুখ। কেন্দ্রীয় মজলিস আমেলার সদস্য জনাব আবুল কাশেম ভূইয়া এবং আজিজুল হক অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

১৭ ও ১৮ জুন ২০০৫ তারিখ ৩০তম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় ৭২ জন সদস্য ছাড়াও স্থানীয় খোদাম, আতফাল ও লাজনা যোগদান করেন।

১৭ জুন জুমুআর নামাযের পর কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদর এর প্রতিনিধি কায়েদ ইশায়াত জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ। জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এডিশনাল কায়েদ ইশায়াত এবং কায়েদ মাল জনাব মসিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম মজলিস আনসারুল্লাহ কার্যক্রম এবং ইজতেমার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা, নেযামে ওসীয়াত এবং বাল্যস্মৃতির প্রেক্ষাপটে আনসারুল্লাহর কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী ভারপ্রাপ্ত আমীর, মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং মসিউর রহমান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সদস্যগণ ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দান, আদর্শ ধর্ম প্রচারকের বৈশিষ্ট্য এবং তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি,

ব্যক্তিগত জীবনে ঈমানবর্ধক ঘটনা এবং আমি কেন আহমদী হলাম প্রভৃতি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এতে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

জনাব আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এতয়াতে নেযাম, যুগে যুগে ইলাহী জামা'তের বিরোধিতা এবং সত্যশ্রয়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সিরাতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব নেছার আহমদ, জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান এবং মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। এছাড়া চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন আমীর এস এ নিজামী সাহেব আনসারের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ইজতেমায় দু'জন ভ্রাতা আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। বাদ মাগরিব জেরে তবলীগ ভাইদের প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। জনাব মোরশেদ আলম ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মজলিসের কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখেন। ফলে সার্বিক কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়।



জনাব মোহাম্মদ হাসান

অতঃপর যয়ীমে আলার দায়িত্বে হাল ধরেন জনাব মোহাম্মদ হাসান। এক কর্মঠ কর্মী। তিনি মজলিসের সার্বিক কার্যক্রমের প্রবহমান ধারা বজায় রাখেন। তাঁর উদ্যোগে ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা ২৫ ও ২৬ আগষ্ট ২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে জনাব কওসার আলী মোল্লা নায়েব সদর সফে

আউয়াল, মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক মুরব্বী সিলসিলাহ এবং মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ কায়েদ মাল অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা আব্দুল মতিন, মৌলবি মনিরুজ্জামান ভূঞা ও স্থানীয় আমীর মাহমুদ হাসান সিরাজী বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আহমদীয়া জামা'তের বিজয়ের জন্য দোয়ার মাধ্যমে সমাবেশ সমাপ্ত হয়। জনাব হাসান ইতিপূর্বে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৬-২০০৭ সাল যয়ীমে আলা চট্টগ্রামের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মজলিসের পরবর্তী যয়ীমে আলা ডা. মহিউদ্দিন আহমদ। তার উদ্যোগে ২ ও ৩ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ ৩২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী সদর মজলিস, মোহাম্মদ মাহবুব আযম রেজা নায়েব সদর সফে দওম এবং জনাব সারোয়ার মোরশেদ সহকারী কায়েদ উমূমী উপস্থিত ছিলেন।



ডা. মহিউদ্দিন আহমদ

২ নভেম্বর বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন সদর সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আনোয়ার আহমদ। আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সদর সাহেব। জনাব

মোহাম্মদ নূর এ এলাহী একটি নযম পেশের পর সদর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মজলিসের রিপোর্ট পেশ করেন যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম। রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব এ বি এম শফিউল আলম বরকত, আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খিলাফত জুবিলী ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে স্থানীয় আমীর সাহেব বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সদর সফে দওম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীগণ। নির্ধারিত বক্তব্য পেশ করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সদর মুরব্বী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব সারোয়ার মোরশেদ। প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ সাহেব শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ, আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

২০০৮ সালে ৩৩তম ইজতেমা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডা: মহিউদ্দিন আহমদ ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল যয়ীমে আলার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র। পেশা হিসেবে একজন হোমিও ডাক্তার।



প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল যয়ীমে আলা ছিলেন।

তার কার্যকালে মজলিসের কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পায়। প্রায় বছর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ও ১৩ জুন ২০০৯ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের ৩৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ জুন বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সদর সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবি আনোয়ার আহমদ। ইজতেমার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন চাকুরিসূত্রে রাবওয়া থেকে আগত মোহতরম তারিক নাদিম। সদর সাহেব ইজতেমায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। পরদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খালেদ বিন কাসেম। পুরস্কার বিতরণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

৩ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ চট্টগ্রাম মজলিসের উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। স্থানীয় যয়ীমে আলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তাগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। অনুরূপভাবে ১৫ মে ২০০৯ তারিখ মসীহ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। জেলা নায়েমে আলা জনাব সৈয়দ আমীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা কর্মসূচি অনুসারে সফল হয়।

২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ ৩৫তম স্থানীয় এবং চট্টগ্রাম জেলার বার্ষিক ইজতেমা চকবাজারস্থ মসজিদে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রামের ৪টি মজলিসসহ মোট ৮টি স্থান থেকে সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

বক্তৃতা করেন জনাব নঈম আলম খান, জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী, শেখ মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ হাসান, প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ, আলহাজ্ব নেছার আহমদ, মওলানা আব্দুল মতিন, সারোয়ার মোরশেদ এবং শহিদুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ।

সভাপতির বক্তৃতায় নঈম আলম খান ইসলামের খাঁটি শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের ওপর জোর দেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ছয়জন বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন।

পরে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। ২০১১ সালের ২৮ ও ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় ৩৬তম ইজতেমা। এটা কর্মসূচি অনুযায়ী সফল হয়।

২০১২ সালে যয়ীমে আলাৰ দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব এস.এম. মঈন আল হোসাইনী। তার উদ্যোগে ১৫ ও ১৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখ ৩৭তম স্থানীয় ও চট্টগ্রাম রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমা যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ নভেম্বর জাতীয় পতাকা এবং মজলিস আনসারুল্লাহর পতাকা উত্তোলন ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন হয়। চট্টগ্রাম রিজিওনের ৬টি মজলিসসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (হাতিমুড়া), বান্দরবান হাটহাজারী এবং পটিয়া থেকে নও-মোবাইল আনসার সদস্যসহ মোট ১৯০জন উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র থেকে আগত সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব আলহাজ্ব নাজির আহমদ কারকুনে খাস, জনাব আব্দুল হান্নান কায়েদ তবলীগ, জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল কায়েদ তাহরীকে জাদীদ ও জনাব ফজলুর রহমান কারকুনে খাস উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয়দের মধ্যে জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর চট্টগ্রাম, রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব মোহাম্মদ হাসান, প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম এবং মওলানা আব্দুল মতিন উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রাণবন্ত নসিহতমূলক বক্তৃতায় ইজতেমা সফল হয়। এ ইজতেমায় দুই জন বয়আত করেন।



জনাব এস.এম. মঈন আল হোসাইনী

৪ ও ৫ অক্টোবর ২০১৩ চট্টগ্রাম রিজিওনের রিজিওনাল ও ৩৮তম স্থানীয় ইজতেমা যৌথভাবে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ সদর মজলিস। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও স্থানীয় মজলিসের রিপোর্ট পেশ করেন জনাব মঈন আল হোসাইনী যয়ীমে আলা চট্টগ্রাম।



৩৮তম স্থানীয় এবং রিজিওনাল ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়ের সদর সফে আউয়াল। মঞ্চে উপস্থিত সদর আনসারুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, স্থানীয় আমীর জনাব মোনেম বিল্লাহসহ অন্যান্যরা।



৩৮তম স্থানীয় এবং রিজিওনাল ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

ইজতেমায় ৩টি অধিবেশন হয়। জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সর্বজনাব আব্দুল জলিল, শহিদুল ইসলাম বাবুল, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, নূরুদ্দীন মামুন জেলা নায়েমে আলা চট্টগ্রাম, ইয়াকুব লস্কর জেলা নায়েমে আলা কুমিল্লা এবং জনাব মোহাম্মদ হাসান রিজিওনাল নায়েমে আলা চট্টগ্রাম। সমাপ্তি অধিবেশন আহাদ পাঠ ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

৩০ ও ৩১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ ৩৯তম স্থানীয় ও চট্টগ্রাম রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব নেছার আহমদ জাতীয় পতাকা ও মোহতরম সদর হাবীব উল্লাহ, আনসারুল্লাহ'র পতাকা উত্তোলন করেন।



৩৯তম স্থানীয় এবং রিজিওনাল ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন সদর আনসারুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, মঞ্চ উপস্থিত জনাব নেছার আহমদ।

কুরআন তেলাওয়াতের পর বক্তব্য রাখেন রিজিওনাল নায়েমে আলা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নায়েব সদর সফে আউয়াল জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল এবং কায়েদ উমুমী জনাব আবুল কাশেম ভুঁইয়া। ইজতেমায় মোট ১২৫ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। নও-মোবাস্টন ৪৫ জন। বয়আত করেন ১ জন। চট্টগ্রাম শহর ছাড়াও বাঁশখালী, হাটহাজারী, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নুসরাতাবাদ, অম্বরনগর, ফাজিলপুর, হুলাইন (পটিয়া) এবং মাহিল্লা প্রভৃতি স্থান হতে জেরে তবলীগ মেহমান ও নও-মোবাস্টন যোগদান করেন।

১১ ও ১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ জাতীয় পতাকা এবং মজলিসের পতাকা উত্তোলন ও দোয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম রিজিওনের রিজিওনাল ইজতেমা মসজিদ বায়তুল বাসেত এ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম রিজিওনের চট্টগ্রাম, ফাজিলপুর, কুটিরহাট, অম্বরনগর, কুমিল্লা, মাহিলা, নুসরাতাবাদ (চরদুখিয়া) মোট ০৭ (সাত) টি মজলিস এবং বান্দরবন ও হাটহাজারী, পটিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি বৃহত্তর চট্টগ্রামের দূর-দূরান্ত থেকে আগত সদস্যগণসহ মোট ১২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ইজতেমা রিজিওনাল হলেও ব্যবস্থাপনায় এবং উপস্থিতি চট্টগ্রাম স্থানীয় মজলিসের অধিক ছিল। নায়েব সদর আউয়াল জনাব আলহাজ্ব নাজির আহমদ এবং নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের এবং কয়েদ তবলীগ জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত যোগদান করেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তাগণ তালিম, তরবিয়ত, তবলীগ ও মানবতার কল্যাণে ইসলামে আহদীয়াতের আদর্শ তুলে ধরেন। স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব মঈন আল হোসাইনী মজলিসের রিপোর্ট এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।



১১ ও ১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ রিজিওনাল ইজতেমায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব নাজির আহমদ, নায়েব সদর সফে আউয়াল এবং মঞ্চে জামা'তের অন্যান্যরা।

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ, রিজিওনাল নায়েমে আলা জনাব মোহাম্মদ হাসান এবং মওলানা জাফর আহমদ বক্তব্য রাখেন। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান মনসুর আহমদ চৌধুরী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সদর সাহেবের প্রতিনিধি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে মজলিসের সকল সদস্যকে

আহমদীয়াতের বিজয়কে তরাশিত করার কাজে আত্ম নিয়োগের আহ্বান জানান। অতঃপর ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ তালিম তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা জাফর আহমদ, মৌলবি মোজাফফর আহমদ এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্মকর্তাগণ ক্লাশ নেন। কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সফল হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সীরাতুল্লবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তাগণ আলোচ্য বিষয়ের উপর বিশদ আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে মেহমানসহ ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন। তিন ভ্রাতা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। জনাব হোসাইনী সাহেব ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল যয়ীমে আলাদা দায়িত্ব পালন করেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের বর্তমান যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান। তিনি ২০১৭ সালে মজলিসের কর্ণধারের দায়িত্বে হাল ধরেন এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তার দাদা চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বদিউজ্জামান ভূঞা এবং পিতা ডা. মেজর (অব.) আসাদ উজ্জামান। জন্মসূত্রে আহমদী হবার কারণে আরিফ-উজ্জামান শৈশব থেকে জামাতী তালিম তরবিয়ত লাভ করেন এবং জামা'তের খেদমতে জড়িত হন।



জনাব মোহাম্মদ আরিফ-উজ্জামান



২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সীরাতুনবী (সা.) জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন
মওলানা জাফর আহমদ এবং মধেঃ জামা'তের অন্যান্যরা।

১৯ মে ২০১৭ তারিখ জাতীয় পতাকা এবং মজলিসের পতাকা উত্তোলন ও
দোয়ার মাধ্যমে স্থানীয় ৪০তম ইজতেমা শুরু হয়। ১৯ ও ২০ মে দুই দিন
ব্যাপী ইজতেমায় ঢাকা থেকে আগত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং চট্টগ্রামের
সদস্যগণসহ মোট ১৭৪ জন উপস্থিত ছিলেন।



চট্টগ্রাম মজলিসের ৪০তম ইজতেমায় ভাষণ দিচ্ছেন
সদর, মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী।

সদর মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী, নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের, কায়েদ উম্মী জনাব নঈম আলম খান এবং কায়েদ তরবিয়ত নও-মোবাসিন জনাব হাসিব আহসান যোগদান করেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তাগণ তালিম, তরবিয়ত, তবলীগ এবং মানবতার কল্যাণে ইসলামে আহমদীয়াতের আদর্শ তুলে ধরেন। স্থানীয় যয়ীমে আলা স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

স্থানীয় আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ, রিজিওনাল নায়েমে আলা জনাব মোহাম্মদ হাসান, জেলা নায়েমে আলা জনাব সৈয়দ আমিন আহমদ, মুফক্কী সিলসিলাহ মওলানা জাফর আহমদ বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণ এবং আহাদ পাঠের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।



চট্টগ্রাম মজলিসের স্থানীয় ও জেলা ইজতেমায় ভাষণ দিচ্ছেন
জনাব আবুবকর সিদ্দীক, জেলা নায়েম এবং মশেখ মজলিসের অন্যান্যরা।

১ মে ২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার জেলা ও স্থানীয় ৪১তম ইজতেমা বায়তুল বাসেত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খান। ১ মে ২০১৮ তারিখ পূর্ব রাতে তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ইজতেমায় আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে জাতীয় পতাকা এবং মজলিসের পতাকা উত্তোলন এবং প্রশ্লোভের অন্যতম।

স্থানীয় আমীর জনাব মোরশেদ আলম, মৌলবি মোজাফ্ফর আহমদ, জনাব সিদ্দীক রহীম, এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ইজতেমার সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। পুরস্কার বিতরণ এবং আহাদ পাঠের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এতে ১৬৮ জন নাসের উপস্থিত ছিলেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের (২০২০-২০২১) আমেলার সদস্যরা হলেন—

১. জনাব মোহাম্মদ আরিফ-উজ্জ-জামান, যয়ীমে আলা।
২. জনাব মোবারক হোসেন বাবলু, নায়েব যয়ীমে আলা-১।
৩. জনাব সৈয়দ সারফারাজ আহমদ, নায়েব যয়ীমে আলা-২ ও মোস্তাযেম তরবীয়ত।
৪. জনাব এড. জহুরুল হক আনসারী, নায়েব যয়ীমে আলা-৩।
৫. জনাব এ. কে. এম. নওশাদ সাঈদ, নায়েব যয়ীমে আলা-৪।
৬. জনাব মাসুদুর রহমান, নায়েব যয়ীমে আলা সফে দওম।
৭. জনাব শামসুদ্দিন হেলাল, মোস্তাযেম উমুমী।
৮. জনাব মোহাম্মদ শিমরান মির্যা, সহকারী মোস্তাযেম উমুমী।
৯. জনাব মোবাস্শের আহমদ (নেভী), মোস্তাযেম তালীম।
১০. জনাব অধ্যাপক শামসাদ সান্তার, সহকারী মোস্তাযেম তালীম।
১১. জনাব মীর মোবারক আলী (মূসা), সহকারী মোস্তাযেম তরবীয়ত।
১২. জনাব হাসেম আহমদ, মোস্তাযেম তরবীয়ত নও-মোবাস্টিন।
১৩. জনাব ক্যাপ্টেন সাইফুল ইসলাম, সহকারী মোস্তাযেম তরবীয়ত নও-মোবাস্টিন।
১৪. জনাব হাবিবুর রহমান ফাহিম, মোস্তাযেম ঈ'সার।
১৫. জনাব ওয়াহিদ খান, সহকারী মোস্তাযেম ঈ'সার।

১৬. জনাব শাহজাহান চৌধুরী, মোস্তাযেম তবলীগ।
১৭. জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ, সহকারী মোস্তাযেম তবলীগ।
১৮. জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী, মোস্তাযেম যিহানত ও সিহতে জিসমানী।
১৯. জনাব আহমদ রিয়াজ, সহকারী মোস্তাযেম যিহানত ও সিহতে জিসমানী।
২০. জনাব মোস্তাক আহমদ বাবু, মোস্তাযেম মাল।
২১. জনাব মোহাম্মদ ফয়সাল, সহকারী মোস্তাযেম মাল।
২২. জনাব আবরার আহমদ লিটন, মোস্তাযেম ওয়াকফে জাদীদ।
২৩. জনাব মোস্তাক আহমদ পল্টু, মোস্তাযেম তাহরীক জাদীদ।
২৪. জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম, মোস্তাযেম তাজনীদ।
২৫. জনাব তুহিন আহমদ, সহকারী মোস্তাযেম তাজনীদ।
২৬. জনাব খালিদ আহমদ সিরাজী, মোস্তাযেম ইশায়াত।
২৭. জনাব ওয়াসিম আহমদ, সহকারী মোস্তাযেম ইশায়াত।
২৮. জনাব আবুল খায়ের, মোস্তাযেম তালীমুল কুরআন।
২৯. জনাব মোহাম্মদ আলমগীর, সহকারী মোস্তাযেম তালীমুল কুরআন।
৩০. জনাব সোহেল আহমদ, মোস্তাযেম ওসীয়াত।
৩১. জনাব সৈয়দ নঈম আহমদ, সহকারী মোস্তাযেম ওসীয়াত।
৩২. জনাব মোহাম্মদ আরিফ ভূঁইয়া, নিরীক্ষক (অডিটর)।
৩৩. জনাব সোহেল আহমদ খাদেম, সহকারী নিরীক্ষক (অডিটর)।
৩৪. জনাব জোবায়ের মাওলা খান, হালকা যয়ীম, চকবাজার।
৩৫. জনাব আদীল আহমদ চৌধুরী, হালকা যয়ীম, ষোলশহর।
৩৬. জনাব হারুনুর রশীদ বুলবুল, হালকা যয়ীম, পতেঙ্গা।
৩৭. জনাব নাসের আহমদ, হালকা যয়ীম, টেরিবাজার।
৩৮. জনাব ড. মহিউদ্দিন আহমদ, হালকা যয়ীম, জামাল খান।
৩৯. জনাব কমর উদ্দিন বাবু, হালকা যয়ীম, অক্সিজেন।
৪০. জনাব মোহাম্মদ ইসমাঈল, হালকা যয়ীম, পাহাড়তলী।
৪১. জনাব গিয়াস উদ্দিন, হালকা যয়ীম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৪২. জনাব আলহাজ্ব আব্দুল মাবুদ মুন্সি, হালকা যয়ীম, পটিয়া (হুলাইন)।

৪৩. জনাব আকতার হোসেন, হালকা যয়ীম, হালিশহর।

৪৪. জনাব আব্দুল মাজেদ লামা, হালকা যয়ীম, কক্সবাজার।

আমেলার সদস্যগণের ছবি



বাদদিক থেকে দাঁড়ানো পিছনের সারিতে- সর্বজনাব খালিদ আহমদ সিরাজী, নাসের আহমদ, আবরার আহমদ লিটন, মোহাম্মদ ফয়সাল, মোস্তাক আহমদ বাবু, মীর মোবারক আলী (মুসা), জোবায়ের মাওলা খাঁন, মৌলবি মোজাম্মেল হক, গিয়াস উদ্দিন, মাসুদুর রহমান এবং সোহেল আহমদ।

বামদিক থেকে চেয়ারে বসা সর্বজনাব- অধ্যাপক শামসাদ সান্তার, এ.কে.এম. নওশাদ সাঈদ, আবুল খায়ের, এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী, খালিদুর রহমান ভূঞা, মোহাম্মদ আরিফ-উজ-জামান, সৈয়দ সারফারাজ আহমদ, মোস্তাক আহমদ পল্টু এবং মোবারক হোসেন বাবলু।

বামদিক থেকে নিচে বসা সর্বজনাব- শামসুদ্দিন হেলাল, সোহেল আহমদ খাদেম, সৈয়দ নঈম আহমদ, শাহজাহান চৌধুরী, মোহাম্মদ আলমগীর এবং মোবাম্মের আহমদ (নেভী)।

প্রাচীন জামা'ত চট্টগ্রামের বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম। এ মজলিস প্রতিষ্ঠাতার শুরুর থেকে এর অগ্রযাত্রা যেমন অব্যাহত আছে, তেমনি অনাগত দিনে এর কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করুক, আমীন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম শতবর্ষের প্রাচীন, তেমনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামও অনেক প্রাচীন। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে চট্টগ্রামে লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ সালে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন কালে তার দিক নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামে লাজনা ইমাইল্লাহ্ গঠিত হয়। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের স্ত্রী সামসুননাহার বেগম সাহেবা। এক বুয়ুর্গ ব্যক্তির বুয়ুর্গ সহধর্মিণী। তিনি প্রফেসর সাহেবের নিকট থেকে জামাতী যে তালিম-তরবিয়ত লাভ করেন তা প্রতিফলনে চট্টগ্রামে লাজনা ও নাসেরাতকে জামাতী কাজে হাতেখড়ি দেন। তখন আব্দুল লতিফ সাহেবের পরিবার এবং খাজা সাহেবের পরিবারসহ হাতে গোনা ক'টি আহমদী পরিবার চট্টগ্রামে বসবাস করতেন। ফলে একের সাথে অপরের গভীর হৃদয়তা ছিল। প্রাণ চঞ্চলতা বিরাজ করে। যেন একই পরিবারের সকলই সহোদর। সুখে দুঃখে একে অপরের আপনজন।

প্রফেসর সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দায়িত্ব পালনে জামা'তে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ও দরস প্রদানে যে ব্যাপক প্রচলন করেছিলেন সেই অনুপ্রেরণায় সামসুননাহার সাহেবা জামা'তের ছেলেমেয়েদেরকে নিজ বাড়িতে পবিত্র কুরআন নাযেরা শিক্ষা দেন। নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন মুরাব্বী ও শিক্ষকগুরু। তাই তার নিকট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত খাজা সাহেবের বড় মেয়ে সৈয়দা আমাতুল মজিদ সাহেবা আজও তার সেই শিক্ষা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

শামসুননাহার সাহেবা খুবই পরহেজগার ও মানবদরদী ছিলেন। গরীবের প্রতি তার গভীর সহমর্মিতা ছিল। তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান গোলাম আহমদ খান চট্টগ্রাম জামা'তের দীর্ঘ দিন প্রেসিডেন্ট ও আমীর ছিলেন। এ পুণ্যবতী মহিলা ৯ জুন ১৯৭২ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের পরবর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে হাল ধরেন বেগম

মরিয়ম নিয়াজ। পাঞ্জাবের এক বুনেদী আহমদী পরিবারে তার জন্ম। তাই বাল্যকাল থেকে জামাতী তালিম-তরবিয়ত লাভে মুত্তাকী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন এবং জাগতিক উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। ফলে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়াজ মোহাম্মদ খানের সাথে তার বিবাহ হয়। স্বামী আহমদীয়া জামা'তে দাখিল না হলেও স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আহমদীয়াতের প্রতি তার সুধারনা ছিল। তিনি ত্রিশ দশকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এস ডি ও ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিভিন্নমুখী উন্নয়নে তার অবদান খুবই প্রশংসিত হয়। যা ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

এন এম খান সাহেব পঞ্চাশ দশকে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তার স্ত্রী মরিয়ম নিয়াজ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহিলাদেরকে জামাতী তালিম-তরবিয়ত প্রদানের সাথে জাগতিক শিক্ষায় স্বাবলম্বী হবার উপদেশ দিতেন। সেলাই শিক্ষা করে অর্থ উপার্জনে জামা'তে চাঁদা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সকলের নিকট আপা মরিয়ম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাঙালি গরীব-দুঃখী সকলকে ভালোবাসতেন। একবার সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব মোখালেফাতের সম্মুখীন হলে তিনি স্বামীর মাধ্যমে তা প্রতিহত করেন। নিজ সন্তানদেরকে আহমদীয়াতের শিক্ষায় মানুষ করেছেন। ফলে বর্তমানে তার উত্তরাধিকারীরা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

অতঃপর লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জয়নাব হাসান সাহেবা। তার জন্মস্থান ভারতের হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণ্যের সেকান্দ্রাবাদ। পিতার নাম শেঠ আব্দুল্লাহ আলাদীন। পিতা ধর্গাচ্য ব্যক্তি ছিলেন। অর্থ বিভাগ ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে যেমন প্রথিতযশা তেমনি তিনি জামা'তের কাজে আত্ম নিবেদিত ছিলেন এবং সন্তানদেরকে জামাতী তালিম-তরবিয়ত প্রদানে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। ফলে পরিণত বয়সে জয়নাব বেগমকে উচ্চ শিক্ষক ও ধার্মিক ব্যক্তি শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের সাথে বিবাহ দেন।

হাসান সাহেবের জন্মস্থান ভারতের যুক্ত প্রদেশে। তিনি Indian Civil Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজে চাকুরি করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান ও পরে পূর্ব পাকিস্তান চলে আসেন। তিনি পঞ্চাশ দশকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন।

তখন জয়নাব হাসান লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

এ ধর্মপরায়েণ মহিলা মাতা-পিতা ও স্বামীর অনুপ্রেরণায় জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। ধর্নাঢ্য ব্যক্তির মেয়ে এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে কোন আত্ম অহমিকা ছিল না। তিনি বাঙালি সাধারণ মহিলাদেরকে আত্মার আত্মীয় মনে করতেন। তার প্রচেষ্টায় লাজনা ইমাইল্লাহর কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি স্বামীর সাথে ঢাকায় ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অবস্থানকালেও জামা'তের খেদমতে জড়িত ছিলেন। এদেশের বাঙালি আহমদীদের সাথে তার গভীর হৃদয় ছিল। তাই ১৭ আগষ্ট ১৯৯১ তারিখ হাসান সাহেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেব একটি শোকবার্তা প্রেরণ করলে তিনি এর হৃদয়গ্রাহী উত্তর প্রেরণ করেন। নিম্নে তা পত্রস্থ করা হল :

লাহোর

১২ এপ্রিল ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ

মোকাদ্দরম ও মোহতরম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

১০ এপ্রিল ১৯৯২ তারিখ রোজ শুক্রবার জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এর মারফত একটি চিঠি এবং জনাব মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঢাকার তরফ হতে একটি টেলিগ্রাম আমার হস্তগত হয়। জাযাকুমুল্লাহ্।

আমি ঢাকা জামা'তের সকল বন্ধুর প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও আন্তরিক দোয়ার জন্য সর্বান্তকরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লা জনাব হাসান সাহেবের আত্মাকে মাগফেরাত দান করুন, তাঁর সকল পুণ্যকর্মকে গ্রহণ করুন ও উচ্চ মর্যাদা দান পূর্বক জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দ্বারা ভূষিত করুন।

আমরা দীর্ঘকাল পূর্ব পাকিস্তানে অতিবাহিত করেছি, আপনাদের সকল বন্ধু ও লাজনা ইমাইল্লাহর সকল বোনদের প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি, যেন আল্লাহ্ তা'লা বাকী জীবনটুকু সহজ করে দেন, উত্তম পরিণাম ঘটান।

আমিও দোয়া করছি যেন আল্লাহ তা'লা জামা'তের সকল ভাই বোনের প্রতি মুহূর্তে রক্ষক ও অভিভাবক হন, সকল আশীষ দ্বারা ভূষিত করেন, আল্লাহ তা'লার প্রতি ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করেন, জীবনে বরকত দান করেন, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয়ে শুভ দিনগুলি দেখার তৌফিক দান করেন। সকলের খেদমতে আসসালামু আলাইকুম ও দোয়ার আবেদন রইল।

ওয়াসসালাম

দোয়া প্রার্থী

জয়নাব হাসান

৬/২৯৫ ভয়ার রোড, লাহোর ক্যান্ট, পাকিস্তান২৩

মিসেস হামিদা বেগম পাঞ্জাবের অধিবাসী। স্বামী ডা: আব্দুল হামিদ টি কিউ এ (তমঘায়ে কায়েদে আজম) পূর্ব পাকিস্তান ইন্টার্ন রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তখন ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিসেস হামিদা বেগম। কর্মঠ ও জনদরদী এ মহিলা আন্তরিক ভালোবাসার সাথে জামা'তের খেদমত করেছেন। উর্দুভাষী এ মহিলা আরবি থেকে উর্দুতে নামায শিক্ষা ও রাহে ঈমান পুস্তক পাঠে শিক্ষা দিতেন। আবেগাপ্লুত হয়ে উর্দু নয়ম গাইতে এবং অন্যকে শিক্ষা দেন। তিনি ছোট ছেলে মেয়েদেরকে খুবই আদর করতেন। তাঁর স্নেহ মমতায় সিক্ত খাজা সাহেবের বড় মেয়ে স্মৃতিচারণে আজও তা স্মরণ করেন।

বলাবাহুল্য, ষাট দশকে মুসলেহ উদ্দিন সাদী সাহেব ফিলিপস কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তার সহধর্মিণী মাহমুদা সাদী সাহেবা চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর এক নিরলস কর্মী হিসেবে জামা'তের খেদমত করেছেন। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনকে তালিম তরবিয়ত প্রদানে অনেক গতিশীল করে তোলেন। তাই তার ইন্তেকালের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর যিকরে খায়ের করেন এবং গায়েবে জানাযা পড়ান। হুযূর (আই.) ২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ জুমুআর খুতবায় বলেন—

“নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াব। এক ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয়া মাহমুদা সাদী সাহেবা। যিনি জনাব মুসলেহ উদ্দিন সাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন।

২২ মার্চ ২০১৬ তারিখ ৯৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মুসলেহ উদ্দিন সাদী সাহেব মওলানা আব্দুর রহীম দর্দ সাহেবের ভাই ছিলেন। যিনি ফযল মসজিদের ইমাম হিসেবে কাজ করেছেন। এখানে তিনি অনেক কাজ করেন। সাদী সাহেব ১৯৭৫ সালে ইন্তেকাল করেন। মরহুমা স্বামী বিয়োগের ৪১ বছর পরম ধৈর্য এবং আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার মাঝে কাটিয়েছেন। তার এক পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর যুগে রাবওয়াতে এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আয়ুবী সাহেব, তিনিও ইন্তেকাল করেছেন। সাদী সাহেবের এক পুত্র এখানে আছেন জালাল উদ্দিন আকবর সাহেব। যিনি নায়েব সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে যুক্তরাজ্যে কাজ করছেন। মরহুমার খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল, তবলীগে গভীর আগ্রহ ছিল, কুরআন পাঠ করা এবং পড়ানোর আগ্রহ ছিল, দোয়াগো, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল ছিলেন। গত ৬ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন, বড় ধৈর্যের সাথে সেই সময়কাল অতিবাহিত করেছেন। তিনি ওসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তা'লা তার মর্যাদা উন্নত করুন। তার পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।”

১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয় মিসেস রাবেয়া সান্তার উপর। তার পিতার নাম হাজী আব্দুস সান্তার মেমন এবং স্বামী আব্দুর রহিম ইউনুস। এ পুণ্যবতী মহিলা পিতার সাথে ১৯৩৪ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ভারত বিভক্তির পর স্বামীর সাথে ভারত থেকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন।

তিনি জামা'তের দায়িত্ব বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন। তার কাজে দূরদর্শিতা ছিল। তিনি চট্টগ্রামে মৃত আহমদী মহিলাদের লাশ গোসলের সমস্যা উপলব্ধি করে ১৮ জনের একটি টিম গঠন করেন এবং তাদেরকে বাস্তবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ১৮ জনের মধ্যে ১ জন খাজা সাহেবের বড় মেয়ে সৈয়দা আমাতুল মজিদ। রাবেয়া সান্তার সাহেবার আমলে জামা'তে নারী মহলে কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি আমেলা সভা, সাধারণ সভা, বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় এবং বার্ষিক ইজতেমার অনুষ্ঠান করেন। তার উদ্যোগে ১৯৭০ সালে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সিরাতুননবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়।

এ ধর্মপ্রাণ মহিলা ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তান চলে যান। তিনি ১৯৮০ সালে পরলোকগমন করেন। তার নামাযে জানাযা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পড়ান। তিনি ওসীয়াতকারী ছিলেন। তাই রাবওয়ার বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত করা হয়। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তার সন্তান জনাব সিদ্দিক রহিম চট্টগ্রাম জামা'তের খেদমতে নিবেদিত আছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের কর্ণধারে হাল ধরেন মুখতার বানু সাহেবা। তিনি প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের পুত্রবধু এবং চট্টগ্রাম জামা'তের দীর্ঘ দিনের প্রেসিডেন্ট ও আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান (ফালু মিঞা) সহধর্মিণী। ফালু মিঞা সাহেবের তবলীগে তিনি ১৯৫৭ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। অতঃপর দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

স্বামীর শিক্ষায় তিনি জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। প্রায় বছরই রাবওয়ার জলসায় যোগদান করেছেন। ঢাকা কিংবা বিদেশ থেকে জামা'তের প্রতিনিধি চট্টগ্রাম আসলে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা তিনি করতেন। ১৯৭১ সালে অবাঙালি ধর্নাঢ্য আহমদী পরিবারগুলি পাকিস্তান চলে গেলে তিনি বাঙালি মহিলাদেরকে নিয়েই লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠন গুছিয়ে তোলেন। নতুন আমেলা গঠনের মাধ্যমে কর্মতৎপরতা গতিশীল করা হয়। বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ তারিখ জাকজমকভাবে ৩য় বার্ষিক ইজতেমার অনুষ্ঠান হয়েছে। এতে জামা'তের অধিক সংখ্যক লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন।

মুখতার বানু সাহেবা ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ সাল লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন। তিনি ডাঃ খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন।

মিসেস তাহেরা মির্যার স্বামী জনাব মির্যা মোহাম্মদ আলী। এ দম্পতি সত্তর দশকে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ১৯৯২ সালে তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বের প্রবাহমান ধারা বজায় রাখেন। নিরলস পরিশ্রম করেন।

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জোহরা বেগম সাহেবা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়ার মিঞা চান মিঞা ও করিমাতুল্লাহসার সন্তান তিনি। তার স্বামী চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন আমীর জনাব নূরুদ্দিন আহমদ। এ বিদ্যানুরাগী মহিলা নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষকতায় তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। ফলে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে তিনি ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতির পুরস্কারে ভূষিত হন। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমেলার সভায় তাকে অভিনন্দন জানান।

তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে লাজনা ইমাইল্লাহর কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। আমেলা সভা, সাধারণ সভা এবং বার্ষিক ইজতেমা প্রভৃতি যথাযথভাবে পালিত হয়। বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় বেড়ে যায়। সাংগঠনিকভাবে তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগ উল্লেখযোগ্য বাড়ে। তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

জোহরা বেগমের মৃত্যুর পর লাজনার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে দ্বিতীয়বার হাল ধরেন মুখতার বানু সাহেবা। তিনি ইতিপূর্বে সুদীর্ঘ ২০ বছর চট্টগ্রাম লাজনার নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে দক্ষতার সাথে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল কর্মকাণ্ডের গতিধারা বজায় রাখেন। সার্বিক কাজ অব্যাহত থাকে। অতঃপর দায়িত্ব অর্পিত হয় ইসরাত জাহান সাহেবার উপর। তিনি নেতৃত্ব প্রদানে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তার উদ্যোগে তালিম, তরবিয়ত তবলীগ এবং বার্ষিক ইজতেমা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল লাজনা অঙ্গ সংগঠন পরিচালনায় অবদান রাখেন।

চট্টগ্রামে তার এই কর্মদক্ষতার কারণেই হয়তো আল্লাহ্ তা'লা তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সদরের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাই তিনি ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল সদরের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তার প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী জামা'তে নারী মহলে জাগরণ সৃষ্টি হয়। তার পিতা জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের

কায়েদ ছিলেন। তার স্বামী বঙ্গীয় প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ এর পৌত্র সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ। ইসরাত জাহান সাহেবা ২১ মার্চ ২০১৩ তারিখ ইন্তেকাল করেন।

১৯৯৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমাতুল কাইয়ুম সাহেবা। তিনি এক বনেদী আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নানা সৈয়দ খাজা আহমদ চট্টগ্রাম জামা'তের বর্ষীয়ান মুরব্বী ছিলেন। পিতা মোহাম্মদ লকিতউল্লাহ জামা'তের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মাতা সৈয়দা আমাতুল মজিদ চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষের কালের স্বাক্ষী। ফলে আমাতুল কাইয়ুম সাহেবা বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে নিবেদিত। তিনি পূর্বে চট্টগ্রাম লাজনার নায়েম মালের দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদরের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি এমটিএ-এর বাংলাদেশের লাজনার কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তার স্বামী লেফটেনেন্ট কমান্ডার (অব.) অধ্যক্ষ জাফর আহমদ এক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি।

নাসিরা আক্তার সাহেবা পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। তার স্বামী আমানউল্লাহ খান মজলিস খোদামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কায়েদ এবং তাঁর সহোদর বোন জোহরা বেগম লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০০ থেকে ২০০১ সাল তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের নেতৃত্বে খেদমত করেছেন। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহমান ধারা বজায় রাখেন। তিনি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেছেন।

মুখতার বানু সাহেবের উপর তৃতীয়বারের মত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল চট্টগ্রাম লাজনার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন।

নাজমা রহমান (দীপা) ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। চট্টগ্রাম শহরের টেরীবাজারের জনাব বদরউদ্দিন আহমদের সুযোগ্য কন্যা তিনি। বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে নিবেদিত। ফলে পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের মাঝে ২০০৫ সালেই ফ্রান্সে চলে যান। বর্তমানে সেখানে স্বপরিবারে বসবাস করছেন এবং প্রবাসে জামা'তের কাজে সম্পৃক্ত আছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সাহেবা। তিনি ২০০৫ সালে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৬ সালে নির্বাচনের পর স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালনে ব্রত হন এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন। তার আমলে সার্বিক কর্মকাণ্ড অনেক বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

তার পিতার নাম আলাউদ্দিন আহমদ ও মাতা রাজিয়া আখতার। তার স্বামী জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রামের বর্তমান যয়ীমে আলা। তিনি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামা'তের ১০টি হালকা অনুযায়ী লাজনা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে হালকা সভার মাধ্যমে সার্বিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বার্ষিক ইজতেমা, নাসেরাত দিবস, এবং ঈদ পূর্ণিমিলনী পালন করা হয়। সকলের মাঝে হৃদ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনভোজনের আয়োজন করেন। তবলীগের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন। লাজনাদের প্রচেষ্টায় অনেকে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সে সময় মাহিল্লায় লাজনা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে এটি চট্টগ্রাম লাজনার হালকা হিসেবেই হাতেখড়ি দেয়া হয়। পরে পৃথক জামা'ত হিসেবে স্বীকৃত হয়।

৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তৃতীয় অধিবেশনে স্থানীয় সদর মুরাব্বী ও আমীর সাহেব বক্তব্য রাখেন। এতে ১৫৯ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি সফল হয়।

চট্টগ্রাম লাজনার উদ্যোগে ২৪ জানুয়ারি ২০০৬ মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। এতে দিবসের তাৎপর্য আলোচিত হয়। ৮২ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। ১৪ এপ্রিল ২০০৬ নাসেরাত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে তালিমী পরীক্ষা ও খেলাধুলার আয়োজন ছিল। আনন্দমুখর পরিবেশ সকলই ছিলেন প্রাণচঞ্চল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আমীর সাহেব।

অনুরূপভাবে ২৮ এপ্রিল ২০০৬ তারিখ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। এতে বক্তাগণ প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। ৬৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দিবস পালনের ধারাবাহিকতায় ৯ জুন

২০০৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে সীরাতুল্লবী (সা.) দিবস পালিত হয়। এতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোচিত হয়। ৭০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

২৫ ও ২৬ মে ২০০৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা। সমাপ্তি অধিবেশনে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মুফক্কী সিলসিলাহ এবং আমীর সাহেব। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখ মহানবী (সা.)-এর জীবনীর উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট রওশনআরা আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা সফল হয়।

চট্টগ্রাম লাজনার সদস্য আমাতুল কাইয়ুম ফারজানা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখ ইত্তেকাল করেন। তিনি মওলানা এ. কে. এম. মহিবুল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য কন্যা এবং জনাব বদরউদ্দিন আহমদের স্ত্রী। তার মৃত্যুতে চট্টগ্রামে লাজনা যিকরে খায়ের সভার আয়োজন করে। আত্মার মাগফেরাত কামনায় খাস দোয়া করা হয়।

৯ মার্চ ২০০৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালন। এতে বক্তাগণ দিবসের তাৎপর্য আলোকপাত করেন। ৭০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

১৬ ও ১৭ মে ২০০৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামে তালিম-তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন, হাদিস ও দ্বীনি মালুমাত শিক্ষা দেয়া হয়। ২০ জন অংশগ্রহণ করেন। ১ জুন ২০০৭ তারিখ চট্টগ্রাম লাজনার উদ্যোগে সীরাতুল্লবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বক্তাগণ হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ৬০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়। ১২-১৩ জুলাই ২০০৭ চট্টগ্রাম লাজনার ৩৫তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মিসেস আমাতুল কাইয়ুম নায়েব সদর। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। সমাপনী ভাষণ ও দোয়া করান স্থানীয় আমীর সাহেব। ১৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ইজতেমা সফল হয়।

৩ আগষ্ট ২০০৭ তারিখ খিলাফত দিবস পালিত হয়। বক্তাগণ খিলাফতের গুরুত্ব আলোচনা করেন। ৫০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম লাজনার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুখতার বানু সাহেবা ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ ইন্তেকাল করেন এবং লাজনা বোন সুরমা বানু সাহেবা ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মৃত্যুতে ২৩ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ এক যিকরে খায়ের সভায় আয়োজন করা হয়। স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সৈয়দা আমাতুল মজিদ, নিলুফা মমতাজ এবং নাজনীন আক্তার প্রমুখ তাদের কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনী আলোকপাত করেন এবং আত্মার মাগফেরাত কামনায় খাস দোয়া করা হয়।

২, ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাশ পরিচালনা করেন মিসেস তাহেরা মির্ষা, নিলুফা মমতাজ, রওশন আরা আহমদ, নুসরাত মোনেম এবং সালমা আক্তার। ক্লাশ শেষে পরীক্ষা নেয়া হয়। মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং স্থানীয় আমীর সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। ৪৫ জন লাজনা ও ২০ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন।

৭ মার্চ ২০০৮ তারিখ মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মিসেস জুয়েল আক্তার। বক্তাগণ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করেন। ৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

২৫ মে ২০০৮ তারিখ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাজনা, নাসেরাত এবং জেরে তবলীগসহ ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্থানীয় আমীর সাহেব। পরিশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ এর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৩৬ তম বার্ষিক ইজতেমা ২৬ ও ২৭ জুন ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মিসেস রওশন আরা আহমদ। এতে ১৯০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

১৪-১৬ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ ৩য় বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাশ পরিচালনা করেন মিসেস রওশন আরা আহমদ, তাহেরা মির্যা, নাজিমা বুশরা, কুদসিয়া নাজিম এবং তলাত মেহতাব। ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ২০ মার্চ ২০০৯ তারিখ মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট লাজনা সাহেবা। দিবসের তাৎপর্য বক্তাগণ আলোকপাত করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এতে ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ১৭ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ চট্টগ্রাম লাজনার উদ্যোগে সিরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা। বক্তাগণ হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ১ মে ২০০৯ তারিখ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। বক্তব্য রাখেন ডাঃ রাজিয়া সুলতানা, উজমী কমল, কুদসিয়া নাজিম। অনুষ্ঠানে ৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

১৯ জুন ২০০৯ তারিখ খিলাফত দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নাজিমা বুশরা সাহেবা। বক্তাগণ দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন। এতে ৯০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ২৩-২৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাফিয়া নুসরাত সাহেবা। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে মওলানা আব্দুল মতিন এবং স্থানীয় আমীর সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৫ মার্চ ২০১০ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উপস্থিত বক্তাগণ দিবসের তাৎপর্য আলোকপাত করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সফল হয়। ৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখ সীরাতুননবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সাফিয়া নুসরাত। ৯০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। ২৮ মে ২০১০ তারিখ খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। সভাপতি ছিলেন কুদসিয়া

নাজিম। বিভিন্ন বক্তাগণ খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ৩৮তম বার্ষিক ইজতেমা ২৪ ও ২৫ জুন ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন তাজনীদ সেক্রেটারী রেহানা খায়ের এবং সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী আমাতুল হাই রুবাবা। কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে স্থানীয় আমীর, সদর মুরাব্বী, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা বক্তব্য রাখেন। ইজতেমা সফল হয়।

১৬ অক্টোবর ২০১০ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমেলার সদস্য এবং হালকা প্রেসিডেন্টদেরকে দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৪-১৬ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ লাজনার তালিমী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা ক্লাস নেন। ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৫ মার্চ ২০১১ তারিখ স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। ৬৭ জন লাজনা ও ১৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ২০১১ তারিখ রমযান মাসে লাজনাদের তালিমী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন মিসেস আয়েশা ইসরাত, নুসরাত মোনেম, তাহেরা মির্যা, সাফিয়া নুসরাত, রওশন আরা আহমদ এবং তালাত মেহতাব। ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ চট্টগ্রামে লাজনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোহতরমা সদর সাহেবা তশরিফ আনেন। তিনি উপস্থিত সকলকে দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। ফলে অনুষ্ঠান সফল হয়। ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫৪ জন লাজনা ও ২৫ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ যথাযথভাবে মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালন করেন। ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ৩০ মার্চ ২০১২ তারিখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। ২০ এপ্রিল ২০১২ তারিখ সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস পালন করেন। ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৪০তম ইজতেমা ৬ জুলাই ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা। কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সফল হয়। ১৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন। ৩১ মে ২০১৩ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খিলাফত দিবস পালন করে। সভাপতিত্ব করেন নিলুফা মমতাজ। ৯৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৪১তম বার্ষিক ইজতেমা ২৫ জুন ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। সম্মানীত অতিথি ছিলেন কেন্দ্র থেকে আগত মরিয়ম সুলতানা নায়েব সদর- ২ এবং সেহলা সুরাইয়া মুয়াবিন সদর। ১৪০ জন লাজনা, ৪০ জন নাসেরাত এবং ৮ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম লাজনার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নাজমা বুশরা সাহেবা। তিনি পূর্বসূরী থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নেতৃত্বে সাংগঠনিক কার্যক্রমের গতিধারা অব্যাহত থাকে। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের দৌহিত্রী এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সুযোগ্য কন্যা তিনি। শৈশব থেকে জামাতী তালিম ও তরবিয়ত লাভে যে জ্ঞান অর্জন করেন তা প্রতিফলনে লাজনা সংগঠন পরিচালনা করেছেন। সার্বিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি অব্যাহত রাখেন।

২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ লাজনার উদ্যোগে তালিম-তরবিয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৪৩ জন অংশগ্রহণ করেন ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ লাজনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৪২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট নাজমা বুশরা সাহেবা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্থানীয় আমীর সাহেব। কর্মসূচি অনুযায়ী ইজতেমা সফল হয়। ১০৬ জন লাজনা এবং ৬৭ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম লাজনার বর্তমান প্রেসিডেন্ট রওশান আরা আহমদ সাহেবা। তিনি পূর্বেও দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। অক্টোবর ২০১৯ থেকে দ্বিতীয়বার দায়িত্বে সমাসীন হন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের (২০১৯-২০২০) আমেলার সদস্যরা হলেন:

- ১। মোহতরমা রওশান আরা আহমদ, প্রেসিডেন্ট।
- ২। মোহতরমা নিলুফার মমতাজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট।
- ৩। মোহতরমা জুলিয়া ইয়াসমিন, জেনারেল সেক্রেটারী।
- ৪। মোহতরমা নাফিসা হাসান, সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী।
- ৫। মোহতরমা মুশাররাত আফরিন, সেক্রেটারী তালিম।
- ৬। মোহতরমা নিলুফার মমতাজ, সেক্রেটারী তরবীয়ত।
- ৭। মোহতরমা মালাম মামদুদা, সেক্রেটারী নাসেরাত।
- ৮। মোহতরমা রিনা জামাল, সেক্রেটারী নও-মোবাইল।
- ৯। মোহতরমা নাসরিন সুলতানা, সেক্রেটারী খেদমতে খালক।
- ১০। মোহতরমা মাহমুদা হেলাল, সেক্রেটারী ইশায়াত।
- ১১। মোহতরমা আফরা শিমরান, সেক্রেটারী উমুরে তোলাবা।
- ১২। মোহতরমা নুরুন্নাহার মনি, সেক্রেটারী তবলীগ।
- ১৩। মোহতরমা আমাতুল মুজিব, সেক্রেটারী মাল।
- ১৪। মোহতরমা মানসুরা আবরার, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ।
- ১৫। মোহতরমা রানু আরা বেগম, সেক্রেটারী সানাত দাস্তকারী।
- ১৬। মোহতরমা মাহফুজা মাহমুদ, সেক্রেটারী অডিট।
- ১৭। মোহতরমা মোফাসসির ফেরদৌস, সেক্রেটারী তাজনীদ।
- ১৮। মোহতরমা শারমিন জাহান, সেক্রেটারী জিয়াফত।
- ১৯। মোহতরমা সালমা আক্তার, সেক্রেটারী সেহেতে জিসমানী।
- ২০। মোহতরমা শামীমা নার্গিস, সম্মানিত সদস্য।
- ২১। মোহতরমা নাজিমা বুশরা, সম্মানিত সদস্য।

হালকা প্রেসিডেন্টবন্দ

- ১। মোহতরমা নুসরাত নেছার, চকবাজার
- ২। মোহতরমা মোফাসসির ফেরদৌস, জামালখান
- ৩। মোহতরমা তাহেরা হাসান দিবা, টেরীবাজার
- ৪। মোহতরমা জাহানারা শাকিল, পতেঙ্গা
- ৫। মোহতরমা মুশাররাত আফরিন মুক্তা, ষোলশহর
- ৬। মোহতরমা তানভিয়া আক্তার জেমি, অক্সিজেন
- ৭। মোহতরমা কামরুজ্জাহান লাকি, ফিরোজশাহ
- ৮। মোহতরমা শামসুন্নাহার মুক্তা, দক্ষিণ হালিশহর
- ৯। মোহতরমা পারুল আক্তার, উত্তর হালিশহর
- ১০। মোহতরমা তাহমিনা কাজল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদীয়াতের বিজয়ে প্রবাহমান ধারায় লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম ঐশী নূরের জ্যোতিতে আরও আলোকিত হয়ে উঠুক এ কামনা করি।

চট্টগ্রাম জামা'তের কবরস্থান

আল্লাহ্ তা'লার খাস ফজল ও রহমতে চট্টগ্রাম আহমদীয়া জামা'তের একটি নিজস্ব কবরস্থান আছে। এটা পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত মুরাদপুর মৌজায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ তার ক্রয়কৃত ভূমি জামা'তকে দান করেন। চকবাজার মসজিদ বায়তুল বাসেত থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে Asian Highway'র পাশে এর অবস্থান।



চট্টগ্রাম মুরাদপুরস্থ আহমদীয়া জামা'তের কবরস্থান। ছবিতে বাম দিক থেকে—
মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর,
চট্টগ্রাম ও জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল। (ছবি ২০০৮)

সৈয়দ খাজা আহমদ ১৯৪৪ সালে বয়আত গ্রহণের কিছুকাল পর তার শিশু সন্তান হায়দারের মৃত্যু হয়। সন্তানকে দাফন করতে তিনি ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিরোধীদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি কাদিয়ানী বা আহমদীয়াতে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাই মুসলমানদের কবর স্থানে দাফন করতে বিরোধিতা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে খ্রিষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করায় খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতেও তিনি

অপান্তেয় হয়েছিলেন। তখন ব্রিটিশ আমল ইংরেজের রাজত্বকাল। হায়দারের মৃত্যু হয়েছিল গুটি বসন্তে (Small Pox), বাসায় সন্তানকে চিকিৎসা করার অপরাধে হিন্দু প্রতিবেশী খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেন। পরে জটিলতা এড়াতে তিনি চট্টগ্রাম General Hospital-এ ছেলেকে ভর্তি করান। সেখানে সন্তানের মৃত্যু হয়। ধর্মান্তরিত ব্যক্তির জীবন যে কত দুর্বিসহ তখন তিনি তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন।

অবশেষে শর্ত সাপেক্ষে তাকে শুধুমাত্র একবারের জন্য চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরে বাইশ মহল্লার কবরস্থানে সন্তানকে দাফন করতে দেয়া হয়। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন আহমদীদের জন্য চট্টগ্রামে একটি কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আল্লাহর খাস ফয়ল ও রহমতে তার এই প্রচেষ্টা সফল হয়। মুরাদপুরে জমি ক্রয় করে এ কবরস্থানটি তৈরী করেন। প্রথম সেখানে যাকে দাফন করা হয়েছিল তিনি সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের এক আত্মীয়। খ্রিষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু আহমদী হন নি। এরপর হতে অদ্যবধি উক্ত কবরস্থানে আহমদীদের দাফন করা হচ্ছে।

এ কবরস্থানে যারা শায়িত আছেন নিম্নে তাদের তালিকা দেওয়া হল:

১. অগাষ্টিন গনসালভেস, ওরফে হারুন-উর-রশিদ (অ-আহমদী), জনাব সৈয়দ খাজা আহমদের আত্মীয়, মৃত্যু ১৯৪৮।
২. আহমদ- ৮ বছর, পিতা: মৌলবি মোহাম্মদ, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ, মৃত্যু ১৯৪৮।
৩. নবজাতক- ছেলে, পিতা: গোলাম আহমদ খান, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও আমীর, চট্টগ্রাম, মাতা- রেনু বেগম, মৃত্যু ১৯৫১।
৪. নাজির আহমদ চৌধুরী, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৫১।
৫. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, ২ মাস, পিতা: মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান, ময়মনসিংহ, মৃত্যু ১৯৫১।
৬. মুনির দর্জি (বিহারী), বিহার, ভারত, মৃত্যু ১৯৫৩।
৭. রেনু বেগম, স্বামী: গোলাম আহমদ খান, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও আমীর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৫৩।
৮. মীর আসাদ আলী- ৫ বছর, পিতা: মীর হাবীব আলী, মাতা- মাহমুদা বেগম, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৫৪।

৯. মেরী ও বছর, পিতা: সৈয়দ আমিনুল হক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৫৪।
১০. নবজাতক- আহসান- ২ দিন, পিতা: আহমেদুর রহমান, গ্রাম: বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৫৫।
১১. মোহাম্মদ হাসান, জন্ম- ২৩-০৭-১৯৫৭, পিতা: তফাজ্জুল হোসেন চৌধুরী, মৃত্যু ২৩-০৯-১৯৫৭।
১২. সৈয়দা আমাতুল হাই (বেবী)- ২ বছর ৮ মাস, পিতা: সৈয়দ খাজা আহমদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, মাতা- জেরিনা বেগম, মৃত্যু ১৫-০১-১৯৫৮।
১৩. খোদেজা বেগম- ৩০ বছর, স্বামী: সৈয়দ আমিনুল হক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৩১-১২-১৯৫৮।
১৪. নবজাতক ছেলে ৭ দিন, পিতা গোলাম আহমদ খান, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও আমীর, চট্টগ্রাম, মাতা মুখতার বানু, মৃত্যু ১৫-১২-১৯৫৯।
১৫. মুন্সী গোলাম রহমান- ৭৫ বছর, লক্ষীপুর নোয়াখালী, প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের গৃহভৃত্য ছিলেন, মৃত্যু ১০-১১-১৯৬০।
১৬. শাহিদা আখতারী (বেবী), পিতা: আবদুল গফুর সিরাজী, মৃত্যু ১৪-১২-১৯৬০।
১৭. হাবিবা মালিক- ৬০ বছর, স্বামী: রফিক মালিক, মুঙ্গের, বিহার, ভারত, মৃত্যু ১৯৬১।
১৮. ডাবলিন- (মেয়ে) ৪ বছর, পিতা: আহমেদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৬২।
১৯. ফাহিমা মালিক- ৩৫ বছর, স্বামী: সলিম মালিক, মুঙ্গের, বিহার, ভারত, মৃত্যু ডিসেম্বর, ১৯৬২।
২০. মাষ্টার বাবা- শিশু পুত্র, পিতা: সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব, বিহার, ভারত, মৃত্যু ১৯৬৩।
২১. হারুন-উর-রশিদ- ৮মাস, পিতা: সৈয়দ নুরুল হুদা, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৬৩।
২২. মরিয়ম বেগম (নাসরিন), পিতা: মাওলানা ফারুক আহমদ, মুরাব্বী সিলসিলাহ, মৃত্যু ১৯৬৪।
২৩. নবজাতক- ছেলে, পিতা: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, দুর্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু এপ্রিল ১৯৬৪।

২৪. শীলা- ২ বছর, পিতা: আহমেদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৬৫।
২৫. লাবলু- ৪ বছর, পিতা: সৈয়দ নুরুল হুদা, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৬৫।
২৬. পিন্টু ৩ মাস, পিতা: সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৮-০৯-১৯৬৬।
২৭. নবজাতক- মেয়ে, পিতা: আবদুল গফুর সিরাজী, মৃত্যু ১৯৬৭।
২৮. ডেইজী- ২ মাস ১৫ দিন, পিতা: সৈয়দ নুরুল হুদা, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৬৭।
২৯. [মইনু- ৫, পিতা: সৈয়দ ইব্রাহীম সোলাইমান, মাতা- রোকেয়া বেগম, জামালখান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৬৭।
৩০. [নাহের আহমদ ১৩ দিন, পিতা: এস. এ. নিজামী, মিরশরাই, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৩-০৬-১৯৬৯।
৩১. কাউসার আহমদ- ১৯ দিন (জমজ), পিতা: এস. এ. নিজামী, মিরশরাই, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯-০৬-১৯৬৯।
৩২. মোহাম্মদ ইউনুস আলী- ৭৪ বছর, দুর্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৭-০৭-১৯৬৯।
৩৩. নবজাতক ছেলে, পিতা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোহাম্মদ আসলাম, পাকিস্তান নেভীর কর্মকর্তা, মৃত্যু ১৯৭০।
৩৪. মিনু (মেয়ে), জন্ম ০৫-০১-১৯৬৯, পিতা: তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, মৃত্যু ১২-০২-১৯৭১।
৩৫. আবেদ, পিতা: মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ, জামালখান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০২-০৫-১৯৭১।
৩৬. মোহাম্মদ হালিম, ১ বছর ৬ মাস, পিতা মোহাম্মদ হানিফ, ভাগলপুর, বিহার, ভারত, মৃত্যু ০৬-১২-১৯৭১।
৩৭. নাজমা বেগম, ৪ বছর, পিতা সাইদুল হক, নোয়াখালী, মৃত্যু ১৯৭১।
৩৮. মৌলবি সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল হক, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৯-১০-১৯৭৫।
৩৯. আবদুল আলিম- ৪৬ বছর, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৭৫।
৪০. নবজাতক ছেলে ৪০ দিন, পিতা: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, নবীনগর,

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু মে ১৯৭৩।

৪১. সৈয়দা আজিজাতুল্লেসা ৯০ বছর, স্বামী হযরত রইসউদ্দিন খান (রা.), মৃত্যু ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

৪২. নবজাতক ছেলে, পিতা মাহমুদুর রহমান, বাসুদেব, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৭৬।

৪৩. নবজাতক মেয়ে অনামিকা, পিতা: মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ, জামালখান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯-০৬-১৯৭৭।

৪৪. ওয়াসিম উদ্দিন আহমদ ৬০ বছর, কাস্টম কর্মকর্তা, জামালপুর, মৃত্যু ২৭-১০-১৯৭৭।

৪৫. নবজাতক ছেলে, পিতা সৈয়দ শরিফ আহমদ, মাতা নাসিরা খানম, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৭৭।

৪৬. পরাস্তার ফাতেমা, ৮০ বছর, স্বামী মোহাম্মদ শফি, প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ মাতা, বিহার, ভারত, মৃত্যু ১৮-০৯-১৯৭৮।

৪৭. নবজাতক মেয়ে, পিতা মমতাজ আলী, মাতা সৈয়দা আমাতুল আজিজ, মৃত্যু ১৯৭৮।

৪৮. নবজাতক মেয়ে, পিতা মোহাম্মদ ফজল, দুর্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৭৮।

৪৯. মোজাফ্ফর মোহাম্মদ আতিশ, ৫০ বছর, পিতা: মোহাম্মদ শফি, বিহার, ভারত, মৃত্যু ১৪-০৫-১৯৮১।

৫০. উম্মে জমিলা সিদ্দিকা খাতুন, স্বামী: গোলাম মাওলা খাদেম, খড়মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৮-১০-১৯৮১।

৫১. তৌহিদ আহমদ মাসুম, ২৭ বছর, পিতা: আবদুল গফুর সিরাজী, মৃত্যু ০৭-০৪-১৯৮৩।

৫২. মোছাম্মৎ মানিক চাঁদ বেগম, স্বামী: মোহাম্মদ ইউনুস আলী, মৃত্যু ১৯৮৩।

৫৩. সৈয়দা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, বয়স ৬৪ বছর, পিতা: মোহাম্মদ ওয়াজির আলী, বয়সাত- ১৯৪৪, মৃত্যু ১০-১২-১৯৮৪।

৫৪. পাইস পিনারো ওরফে ফরিদ বাবর- ৩০ বছর, হরিনারায়নপুর- মাইজদী নোয়াখালী, তিনি খৃষ্টান হতে আহমদী হন, মৃত্যু ১৯৮৪।

৫৫. নুসরাত জাহান- ১২ বছর, পিতা: প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম, খড়মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৮৬।

৫৬. আজিজুর রহমান চৌধুরী- ৮০ বছর, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৯-০৮-১৯৮৬।
৫৭. ফারহানা এলাহী (সনজি) ৭ বছর, পিতা: মোহাম্মদ নুর এ ইলাহী, মাতা সৈয়দা আমাতুর রহিম, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৪-০৭-১৯৮৭।
৫৮. সিরাজুল হক বাচ্চু- ৪২ বছর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯৮৭।
৫৯. আবু সৈয়দ- ৭০ বছর, কামালপুর- নোয়াখালী, মৃত্যু ১৯৮৭।
৬০. সৈয়দা খায়রুননেসা- ৭২ বছর, স্বামী: আজিজুর রহমান চৌধুরী, ওসীয়াত নং- ৯৪৪৪, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৭-০৪-১৯৮৮।
৬১. গোলাম মাওলা খাদেম- ৯৭ বছর, পিতা: এরশাদ আলী খাদেম, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম ও খড়মপুর, মৃত্যু ১৮-০১-১৯৮৯।
৬২. করিমাতুননেসা ৮০বছর, স্বামী মিয়া চাঁন্দ মিয়া, ওসীয়াত নং- ৮৬৬৬, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, Certificate No- ৬৯৮৪, মৃত্যু ২৬-০৭-১৯৮৯।
৬৩. মোছাম্মৎ ছিফত আরা হাজারিকা- ৮ বছর, পিতা: আবুল কাশেম হাজারী, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ০৬-০৯-১৯৮৯।
৬৪. নুরজাহান বেগম- ৪২ বছর, স্বামী মাহমুদুর রহমান, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১০-০৯-১৯৮৯।
৬৫. নবজাতক মেয়ে ১৩ দিন, পিতা: মোহাম্মদ ফখরুল আলম ভুঁইয়া, সোনাগাজী, ফেনী, মৃত্যু ১৯৮৯।
৬৬. আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার, প্রাক্তন সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরুব্বী সিলসিলাহর পিতা, মৃত্যু ১৭-১২-১৯৮৯।
৬৭. কামাল উদ্দিন আহমদ (বাবু)- ৩২ বছর, পিতা: মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ, মাতা- সৈয়দা আমাতুল মজিদ, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৪-০৫-১৯৯০।
৬৮. সৈয়দ রকিব আহমদ (রাজু)- ১৭ বছর, পিতা: সৈয়দ শামসুল হুদা, মাতা- সৈয়দা আমাতুল হাবিব, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৩১-০৫-১৯৯০।
৬৯. সৈয়দ নুরুল হুদা, ৬২ বছর, পিতা: মৌলবি সৈয়দ আবদুল খালেক, মুহরীগঞ্জ, ফেনী, মৃত্যু ১০-০৭-১৯৯০।
৭০. মহিউদ্দিন আহমদ- ৬৫ বছর, এস আই পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ২৫-০৮-১৯৯১।

৭১. সোহাগ- ৪ বছর, পিতা: বজলুর রহমান, গোকর্নঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু জুন ১৯৯১।
৭২. সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক- ৬৭ বছর, বয়আত ১৯৪৩ নদিয়া, শান্তিপুর, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, বর্তমান ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯-০৯-১৯৯১।
৭৩. বদর উদ্দিন আহমদ, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৬-০৬-১৯৯২।
৭৪. মোছাম্মৎ মাহিনুর, ৪ বছর ৬ মাস, পিতা: মোহাম্মদ শাকের মিয়া, মৃত্যু ১৯৯২।
৭৫. তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী- ৬৫ বছর, জন্ম- ০১-০৮-১৯২৮, পিতা: মনির উদ্দিন চৌধুরী, মৃত্যু ১৩-০১-১৯৯৩।
৭৬. সৈয়দ মোহাম্মদ মারুফ- ৩৫ বছর, জন্ম ১২-০৫-১৯৫৮, পিতা: সৈয়দ শামসুল আলম, মৃত্যু ১৭-০৪-১৯৯৩।
৭৭. মাহমুদুর রহমান- ৫৮ বছর, পিতা: মৌলবি হায়দার আলী ভুঁইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৮-০৪-১৯৯৩।
৭৮. রশিদ আহমদ- ৬৪ বছর, পিতা: ছাবের আলী মুন্সী, তারুয়া-মোল্লাবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ০৪-১১-১৯৯৩।
৭৯. মোহাম্মদ আবুল হাশেম- ৬৩ বছর, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯৯৩।
৮০. সৈয়দ আতাউল হক- ৪৩ বছর, পিতা: সৈয়দ আমিনুল হক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৪-০৮-১৯৯৪।
৮১. রহিমা খাতুন হেনা- ৫১ বছর, স্বামী: রশিদ আহমদ, মৃত্যু ২৭-১২-১৯৯৪।
৮২. জোহেরা বেগম, ৬৩ বছর, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৬-১১-১৯৯৪।
৮৩. আমেনা বেগম- ৬০ বছর, স্বামী দুদু মিয়া, গোকর্ন ঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ০৬-০৯-১৯৯৫।
৮৪. মাসুদুর রহমান ভুঁইয়া, ৬৪ বছর, পিতা: ডাক্তার ফজলুর রহমান ভুঁইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৭-০৯-১৯৯৬।
৮৫. সৈয়দা তালাত পারভিন- ৩৫ বছর, স্বামী: মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, মৃত্যু ২৪-০৩-১৯৯৬।
৮৬. মাসুদুল হক সিরাজী- ৬৩ বছর, মৃত্যু ১১-০৯-১৯৯৬।

৮৭. মোহাম্মদ আমানউল্লাহ খান, প্রাক্তন কায়েদ, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, মৃত্যু ১৬-০৮-১৯৯৮।
৮৮. মহসিনা বেগম, ৫৪ বছর, স্বামী: মাসুদুল হক সিরাজী, মৃত্যু ৩০-১০-১৯৯৮।
৮৯. সৈয়দা রাজিয়া বেগম ৬৫ বছর, স্বামী: সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৩-০১-১৯৯৯।
৯০. মোহাম্মৎ মরিয়ম বেগম, ৩৪ বছর, জন্ম ১৪ই রমজান, ১৯৬৫ খ্রি:, পিতা তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, মৃত্যু ২৪-০২-১৯৯৯।
৯১. রাশিদা খাতুন, ৮৫ বছর, স্বামী: মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম ভূঁইয়া, মৃত্যু ১২-০৩-১৯৯৯।
৯২. নবজাতক, এজাজ আহমদ ২ দিন, ওয়াকফে নও, পিতা: মোবারক হোসেন, মৃত্যু ২১-০৯-১৯৯৯।
৯৩. হালিমা খাতুন, ৬৭ বছর, স্বামী: মোজাফফর মোহাম্মদ আতিশ, মুঙ্গের, ভারত, মৃত্যু ২৬-১২-১৯৯৯।
৯৪. তাজকির আহমদ ভূঁইয়া, ৩৫ বছর, বি সি এস (শিক্ষা), প্রভাষক চট্টগ্রাম কলেজ, গ্রাম কোডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ০৮-০১-২০০০।
৯৫. লুৎফুল হক সিরাজী, ৮০ বছর, মৃত্যু ১৬-০৬-২০০০।
৯৬. খালেদা খানম, ৫৬ বছর, স্বামী: মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ০৪-০৯-২০০০।
৯৭. মোহাম্মদ আবদুল জলিল, ৫২ বছর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৯-১২-২০০০।
৯৮. জেরিনা বেগম, ৮২ বছর, স্বামী: সৈয়দ খাজা আহমদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৭-০১-২০০১।
৯৯. ডা: জয়নাল আবেদীন (হোমিওপ্যাথ), পিতা: ডাক্তার সৈয়দ আহমদ, মধ্যম হালিশহর, থানা বন্দর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৫-০১-২০০২।
১০০. নুসরাত বেগম, ৩২ বছর, স্বামী: শরীফ আহমদ, রৌফাবাদ কলোনী, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৩.০৮.২০০২।
১০১. সৈয়দ শামসুল হুদা, পিতা: মৌলবি সৈয়দ আব্দুল খালেক, বয়আত: ১৯৪৬ সাল, ওসীয়াত নং: ১১৮৪৬, দৌলতপুর মুহরীগঞ্জ, ফেনী, মৃত্যু ২১.০৯.২০০২।

১০২. সৈয়দ আমিনুল হক, পিতা: সৈয়দ আজিজুল হক, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০২.১২.২০০২।
১০৩. বাবু (তিন দিনের শিশু), পিতা: মজিদ আহমদ, দাদা: মোহাম্মদ ইন্দীস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ২৩.০৯.২০০৩।
১০৪. মাসুমা বেগম, ৬৭ বছর, স্বামী: আব্দুল গফুর সিরাজী, মৃত্যু ২০০৪।
১০৫. সৈয়দ খাজা আহমদ, ১০২ বছর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৬.০৫.২০০৫।
১০৬. আব্দুল গফুর সিরাজী, ৮৪ বছর, পিতা: আব্দুস শূক্কর, মৃত্যু ২০০৫।
১০৭. মোবারক আহমদ ইন্টু, পিতা: সেকান্দর আলী, আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৬.১১.২০০৬।
১০৮. মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ, বয়স ৮১ বছর, জামালখান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৭.০২.২০০৭।
১০৯. মোবারাকা বেগম, স্বামী: মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মৃত্যু ২০০৭।
১১০. আয়েশা খানম, স্বামী: নুরুল হুদা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১১.০২.২০০৯।
১১১. আমাতুল হাবীব, স্বামী: সৈয়দ শামসুল হুদা, জামালখান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২০০৯।
১১২. অনন্না (শিশু পুত্র), পিতা: মনোয়ারুল ইসলাম ভূঁইয়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২০০৯।
১১৩. আশরাফ উজ্জামান, পিতা: ডা: মেজর (অব:) আসাদুজ্জামান, অস্বিজেন, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৪.০৯.২০০৯।
১১৪. কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া, পাঁচলাইশ, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৮.১১.২০০৯।
১১৫. জাহানারা বেগম, স্বামী: আব্দুল মতিন (কুমিল্লা জামা'ত), মৃত্যু ২২.০১.২০১০।
১১৬. প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দীন খাদেম, পিতা: গোলাম মাওলা খাদেম, অস্বিজেন, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৮.০৯.২০১০।
১১৭. হেলাল উদ্দিন আহমদ, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২০১০।
১১৮. জয়নাল আবেদীন, ৬৮ বছর, পিতা: ডা: আলী আহমদ, ফাজিলপুর, ফেনী, মৃত্যু ২০১১।

১১৯. মোহাম্মদ শাহজাহান, ৭১ বছর, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৩.০৩.২০১১।
১২০. ফজল আহমদ, ৯৩ বছর, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৭.০৫.২০১১।
১২১. নুরুল্লাহর বেগম, আব্দুল হোসেন আখন্দ এর শাশুড়ি, মৃত্যু ০৪.০৭.২০১১।
১২২. আব্দুল হাদী চৌধুরী, পিতা: আজিজুর রহমান চৌধুরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৩০.০৮.২০১১।
১২৩. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ৭২ বছর, পিতা: গোলাম রহমান, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৪.০১.২০১২।
১২৪. রোখসানা বেগম, ৫৩ বছর, স্বামী: আবুল খায়ের, দুর্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৫.০২.২০১২।
১২৫. আলহাজ্জ রফি উজ্জামান লিটন, পিতা: আনোয়ার উজ্জামান ভূঁইয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, ০৩.১০.২০১২।
১২৬. জায়েদ হোসেন, ৫৮ বছর, পিতা: মনসুফ আলী, থানা-বাইজিদ, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৭.০১.২০১৩।
১২৭. মাহমুদ হাসান সিরাজী, ৬৪ বছর, প্রাক্তন আমীর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৩১.০৭.২০১৩।
১২৮. এ এফ এম নাজিমুদ্দীন আহমদ, ৭০ বছর, পিতা: মৌলবি আজিম উদ্দিন, গ্রাম: বীরপাইকশা, থানা: হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, মৃত্যু ১৩.১১.২০১৩।
১২৯. আমাতুস সালাম, স্বামী: ফজলুল হক চৌধুরী, ষোল শহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১০.০৩.২০১৪।
১৩০. হালিমা খাতুন, স্বামী: লুৎফুল হক সিরাজী, ১০৬ কনকর্ড বিল্ডিং, চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম, মৃত্যু এপ্রিল ২০১৪।
১৩১. রোকেয়া বেগম, স্বামী: এস আই সোলায়মান খান, মৃত্যু ২৮.০৭.২০১৪।
১৩২. জালাল উদ্দিন খাদেম, ৭৫ বছর, পিতা: গোলাম মাওলা খাদেম খড়মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ১৭.০৫.২০১৪।
১৩৩. মাসুদ আহমদ তারেক, পিতা: আব্দুল গফুর সিরাজী, উত্তর হালিশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৭.০৯.২০১৪।
১৩৪. সৈয়দ শামসুল আলম, পিতা: সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল হক, মৃত্যু ২৪.০৯.২০১৪।

১৩৫. সৈয়দ মমতাজ আহমদ, পিতা: মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, মৌলবিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৃত্যু ২১.১০.২০১৪।
১৩৬. জেসমিন সুলতানা, স্বামী: মোবাস্শের আহমদ (নেভী), মৃত্যু ১৭.০৯.২০১৫।
১৩৭. ওয়াছিম উজ্জামান, পিতা: আশরাফুজ্জামান, মৃত্যু ০৩.০১.২০১৬।
১৩৮. তাহের আহমদ সিরাজী, পিতা: মাসুদুল হক সিরাজী, মৃত্যু ০৪.০১.২০১৬।
১৩৯. খালেদা ইয়াসমিন, স্বামী: নঈম তফভিজ, মৃত্যু ১৭.০৯.২০১৬।
১৪০. প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ, ৭৭ বছর, প্রাক্তন আমীর, চট্টগ্রাম, পিতা: মোহাম্মদ শফী, মৃত্যু ১৮.০৯.২০১৬।
১৪১. এস এ নিজামী, ৭৬ বছর, প্রাক্তন আমীর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১০.১০.২০১৬।
১৪২. আব্দুল হোসেন আখন্দ, মৃত্যু ২০১৭।
১৪৩. মির্যা মোহাম্মদ আলী, পিতা: রজব আলী, নোয়াখালী, মৃত্যু ২৯.০৬.২০১৭।
১৪৪. সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মুজ্জিয়োদ্ধা), পিতা: সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক, মৃত্যু ১২.১০.২০১৭।
১৪৫. নাসিরা আক্তার, স্বামী: আমান উল্লাহ খান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৭.০২.২০১৮।
১৪৬. লাইলা বেগম, স্বামী: ফজল আহমদ, মৃত্যু ২৩.০৫.২০১৮।
১৪৭. দানিয়া দাউদ, পিতা: আহমদ দাউদ, মৃত্যু ০৫.০৯.২০১৮।
১৪৮. উম্মে কাওসার, স্বামী: গোলাম আহমদ কাজল, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ০৪.০৪.২০১৯।
১৪৯. আজিজা আক্তার, স্বামী: প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম, মৃত্যু ০১.০৫.২০১৯।
১৫০. আনোয়ারা বেগম, স্বামী: তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, মৃত্যু ১৭.০৭.২০১৯।
১৫১. শামসুল ইসলাম, পিতা: আলী বকস, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১৯.১২.২০১৯।
১৫২. সৈয়দ ইব্রাহীম সোলায়মান, পিতা: সৈয়দ খাজা আহমদ, জামাল খান, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৮.০১.২০২০।
১৫৩. আফসার জাহান, স্বামী: আব্দুল্লাহ চৌধুরী, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৭.০৬.২০২০।

চট্টগ্রাম বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে যে ক'জন পুণ্যত্মার সমাধি বিদ্যমান নিম্নে তাদের নাম উপস্থাপন করা হল:

০১. প্রফেসর আবদুল লতিফ খান, ৫১ বছর, দ্বিতীয় আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক
আজ্ঞামানে আহমদীয়া, প্রথম প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৩০-০৯-১৯৩১।
০২. মাজেদা খাতুন, প্রফেসর আবদুল লতিফ খান-এর মাতা, মৃত্যু ১৯৩২।
০৩. শামসুন নাহার বেগম, ৮০ বছর, স্বামী: প্রফেসর আবদুল লতিফ খান,
মৃত্যু ০৯-০৬-১৯৭২।
০৪. গোলাম আহমদ খান, ৭১ বছর, প্রেসিডেন্ট ও আমীর, চট্টগ্রাম, পিতা:
প্রফেসর আবদুল লতিফ খান, মৃত্যু ১৫-০২-১৯৯১।
০৫. মাহমুদা বেগম, পিতা: প্রফেসর আবদুল লতিফ খান, স্বামী: মীর হাবীব
আলী, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ২৩.০৯.২০১৪।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামা'তের যেসকল সদস্য গত হয়েছেন তাদের জন্য
দোয়া করি—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ
بِالْآثَرِ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِرَةِ

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। ইয়াগফিরুল্লাহ্ লানা
ওয়া লাকুম। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার। ওয়া ইন্না
ইনশাআল্লাহ্ বিকুম লালাহিকুন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নম্বর: ৯৭৫,
মিশকাত)

অর্থাৎ, হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি চিরশান্তি বর্ষিত হোক। খোদা তা'লা
তোমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরও। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী আর
আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণে একই পথ ধরে এগুচ্ছি। আর আল্লাহ্
তা'লা চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে এসে অচিরেই মিলিত হব।

আমরা যারা তাদের উত্তরসূরী হিসেবে জীবিত আছি তাদের দায়িত্ব,
পূর্বসূরীদের তাকওয়া ও ত্যাগ স্মরণ রাখা আর নিজেদের ও নিজেদের
সন্তানদেরকে একই পথে পরিচালিত করা। পূর্বসূরীদের ত্যাগ ও আদর্শকে
স্মরণ করানোর জন্যই এই অধম তথ্য সমগ্র সংগ্রহ করেছে। এতে নতুন

প্রজন্ম যদি ইসলাম সেবায় অনুপ্রাণিত ও অগ্রসর হয় তবেই এ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ্ কবুল করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র:

- ১। চট্টগ্রামের ইতিহাস পৃষ্ঠা-১৫ প্রথম সংস্করণ ১৯২০, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০০৪।
- ২। আহমদীয়া বুলেটিন সেপ্টেম্বর ১৯২৫।
- ৩। সাপ্তাহিক বদর, ৫ ডিসেম্বর ১৯০৭।
- ৪। সাপ্তাহিক বদর, ১৩ আগস্ট ১৯০৮।
- ৫। পাক্ষিক আহমদী ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।
- ৬। আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পৃ. ১০৪-১১৩।
- ৭। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৫৬৪, ২০১, ১৭৯, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি।
- ৮। আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, পৃ. ১৩১-১৩২।
- ৯। মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, অভিভাষণ, নজরুল রচনাবলী, পৃ. ১০২-১০৬।
- ১০। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে, পৃ. ৬৮, ৬৯।
- ১১। দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৫৩ এবং পাক্ষিক আহমদী, এপ্রিল ১৯৫৩।
- ১২। সালানা জলসার স্মরণীকা ২০০২।
- ১৩। পাক্ষিক আহমদী, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০।
- ১৪। পাক্ষিক আহমদী ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩।
- ১৫। স্মরণিকা ফালু মিয়া সংখ্যা, পৃ. ২৫, ২৬।
- ১৬। পাক্ষিক আহমদী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০।
- ১৭। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জুলাই, ২০০১।
- ১৮। পাক্ষিক আহমদী, ৩১ আগস্ট ২০০৪।
- ১৯। পাক্ষিক আহমদী ৩১ অক্টোবর ২০১১।
- ২০। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ, ২০১৫।
- ২১। নজমুল মাহদী, পৃ. ৩৯-৪০।
- ২২। পাক্ষিক আহমদী ৩০ অক্টোবর ১৯৬৭।
- ২৩। পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জুন, ১৯৯২।

Chattogram-e Ahmadiyyat (Ahmadiyyat in Chittagong)

Chittagong (or as it is called Chattogram now) is the main port-city of Bangladesh. It is the main business hub of the country. Apart from its financial and geographical importance, it has played a very pivotal role in the religious demography of our dear motherland.

It is a fortunate coincidence that as the message of Islam came to Bengal through Chittagong around 13 centuries ago, so did the message of true Islam in this era come through the same land about a century ago. The root of Ahmadiyyat in Bangladesh can be traced back to Chittagong in its early stage.

It was Hazrat Maulana Ahmad Kabir Nur Muhammad Sahib(ra) of Anwara Thana of Chittagong who embraced Ahmadiyyat at the hands of Hazrat Masih-e-Maud(as) during his life-time. This was in the year 1904. Thus Chittagong is the fortunate land from where the pioneer Bengali torch-bearer of Ahmadiyyat hailed. And again in 1911, Chittagong was blessed with the presence of Khan Sahib Maulvi Mubarak Ali Sahib of Bogra who was the fifth Amir of Bengal and who embraced Ahmadiyyat in 1909. As a senior educationist he had the leverage to spread the message of true Islam in this port-city. Through him Khan Bahadur Abul Hashem Khan Chowdhury, another educationist posted in Chittagong, became an Ahmadi in the end of 1914 or at the beginning of 1915. Yet again, it was in this city in 1916 where the saintly personage of Prof. Abdul Latif Sahib of Chittagong College accepted Ahmadiyyat. Through this great noble soul Chittagong Ahmadiyya Jama'at was officially formed and organised in 1920.

This year i.e 2020 marks the Centenary of Chittagong Ahmadiyya Jama'at. Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh has taken the initiative to commemorate this auspicious occasion through prayers and expressions of gratitude. This book has been prepared by Mr. Muhammad Jahangir Babul Sahib to preserve the historical facts and events which has taken place in Chittagong or are related to this very potential & noble Jamaat. May Allah through His immense mercy make this book a source of inspiration to many, especially to the Chittagonians, Ameen.

We are confident that inshaAllah, this book will serve as a souvenir for a long time and for many generations to come. InshaAllah.

ISBN 978-984-991-104-3



9 789849 911043